NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ সশস্ত্র বাহিনীর পতাকা দিবসে বার্তা মোদীর

পলাশকে বিয়ে করছেন না স্মৃতি মান্ধানা ৭

কলকাতা ৮ ডিসেম্বর ২০২৫ ২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ১৭৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 08.12.2025, Vol.19, Issue No. 177, 8 Pages, Price 3.00

ভক্তিস্রোতে জনজোয়ার

গীতাপাঠের ব্রিগেডে আধ্যাত্মিকতার উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার সকালে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড আবারও দেখল মানুষের স্রোত। সনাতন সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত গীতাপাঠকে কেন্দ্র করে ভোর থেকেই ভক্তদের ঢল নামতে থাকে। মূল মঞ্চের কাছে পৌঁছনোর উন্মাদনায় বহু মানুষের হুড়োহুড়ির জেরে নিরাপত্তাকর্মীদের কার্যত দম ফেলার সময় নেই। বারবার অনুরোধ করেও ভিড়কে নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখতে পারেননি তাঁরা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে অনুষ্ঠানের মাঝেই বাগেশ্বর বাবাকে খানিকক্ষণ বক্তব্য থামাতে হয়। তাঁর আগে গীতাপাঠের তাৎপর্য তুলে ধরে ভাষণ দেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, দলের আরও কয়েক জন শীর্ষ নেতা এবং বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা। দুপুর সওয়া ১২টা নাগাদ ব্রিগেডে পৌঁছন রাজ্যপাল। অন্যদিকে, বেলা বাড়তেই বাড়তে ভিড় আরও ঘন হতে থাকে। সামনে তৈরি করা বিশেষ আসনে প্রথমে বসলেও, ছবি তুলতে হুড়োহুড়ি শুরু হতেই শুভেন্দু অধিকারী স্বেচ্ছায় পিছনের দিকে গিয়ে মাটিতে বসেন।

গীতাপাঠ উপলক্ষে তৈরি করা হয়েছিল তিনটি পৃথক মঞ্চ; মধ্যবর্তী 'পার্থসারথি মঞ্চে' প্রায় দেড়শো সাধুসন্তের বসার ব্যবস্থা করা হয়। দুই পাশে ছিল 'চৈতন্য মহাপ্রভু মঞ্চ' ও 'শঙ্করাচার্য মঞ্চ'। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি বাংলাদেশ ও নেপাল থেকেও বহু ভক্ত উপস্থিত হন। সাধুসন্তদের মধ্যে ছিলেন স্বামী জ্ঞানানন্দ, স্বামী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রী ও সাধ্বী ঋতম্ভরা। মতুয়া মহাসঙ্ঘ-সহ বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের প্রতিনিধিরাও অংশ নেন অনুষ্ঠানে।

গীতাপাঠ শুরুর আগে সম্পন্ন হয় বেদপাঠ ও কীর্তন। দুপুর নাগাদ গীতার প্রথম, নবম ও অষ্টাদশ অধ্যায়ের পাঠ শুরু হয়। আয়োজকদের দাবি, এদিন অন্তত পাঁচ লক্ষ মানুষ একসঙ্গে গীতাপাঠে অংশ নিচ্ছেন, যা দু' বছর আগের আয়োজনের তুলনায় বহু গুণ বৃহৎ। ভিড়ের চাপ মাথায় রেখে রাখা হয়েছিল ২৫টি প্রবেশদ্বার। প্রস্তুতি সম্পর্কে কার্তিক মহারাজ জানান, 'গোটা আয়োজন অত্যন্ত সুন্দর ভাবে এগোচ্ছে। চারদিক থেকে মানুষ আসছেন, কোনও অসুবিধাও হয়নি। রাজ্য প্রশাসনের সহযোগিতা রয়েছে।'

ভক্তদের ভিড়ে টইটম্বুর ব্রিগেডে রবিবারের এই গীতাপাঠ কার্যত রূপ নেয় আধ্যাত্মিক উৎসবে, যেখানে শাস্ত্রপাঠের পাশাপাশি মিলেমিশে যায় ভক্তির আবেগ ও শৃঙ্খলার বার্তা।

ধর্মীয় ঔদ্ধত্যের অবসানের বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের সমবেত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সাধু-সন্তদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই মহাযজ্ঞের মঞ্চে রাজ্যপাল ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান জানান। তাঁর দাবি, 'ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি যে বিভাজন সৃষ্টি করছে, তার অবসান বাংলার মাটি থেকেই হতে পারে।'

মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'হিন্দি আমাদের রাষ্ট্রভাষা, তাই আজ কিছুটা অস্বস্তি থাকলেও হিন্দিতেই বক্তব্য রাখার চেষ্টা করছি। ইংরেজি আমাদের মাতৃভাষা নয়, এটি যেন এক দাইমা, যে কখনও মায়ের জায়গা নিতে পারে না।' তাঁর মন্তব্যে ভাষা-রাজনীতির প্রেক্ষাপট স্পষ্ট হলেও, মূল সুর ছিল জাতীয় ঐক্যের বার্তা।

রাজ্যপাল এদিন কারও নাম উল্লেখ না-করে ধর্মের নামে আধিপত্য বিস্তারের ইঙ্গিত দেন। সাম্প্রতিক বিতর্কিত ঘটনাগুলিকে লক্ষ্য করেই তিনি মন্তব্য করেন, 'মানুষই আমাদের শক্তি, মানুষই আমাদের অস্ত্র। রাজ্যের যে সংকট দেখা দিয়েছে, তা কাটাতে বাংলা এগিয়ে আসবে। এই রাজ্যই ধর্মীয় ঔদ্ধত্যের সমাপ্তি ঘটাতে সক্ষম।'

রাজ্যপালের বক্তব্যে সরাসরি কারও প্রতি ইঙ্গিত না-থাকলেও, রাজনৈতিক মহলে তা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। তাঁর বক্তব্যের সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল এবং নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়-সহ একাধিক নেতা অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং গীতাপাঠে অংশ নেন।

অভূতপূর্ব জনসমাগমের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এ দিনের অনুষ্ঠান। তবে রাজ্যপালের বক্তব্যে যে রাজনৈতিক শিরোনাম তৈরি হল, তা আগামী দিনে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের জন্ম দেবে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

'সনাতন ভাবনায় বিরূপ মুখ্যমন্ত্রী'

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্রিগেডের ময়দানে রবিবার আয়োজিত লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই সরকার ও শাসক দলকে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সনাতনী সমাজের উদ্দেশে পরোক্ষ বার্তা দিতেও তিনি পিছপা হননি। গীতাকে কেবল ধর্মচর্চার গ্রন্থ নয়, বিজ্ঞানের বহুমাত্রিক শাস্ত্র হিসাবে ব্যাখ্যা করে শুভেন্দুর দাবি, 'গীতা মানুষকে পরিপূর্ণতার পথে নিয়ে যায়। যত পড়া যায়, তত শেখার সুযোগ মেলে।'

তিনি আরও জানান, ছোটবেলা থেকেই সৎ-সংস্কারে বড় হওয়ার সুবাদে গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, বেদ ও উপনিষদ পাঠ তাঁর কাছে চর্চারই অংশ। বক্তব্যে আত্মসমালোচনার সুরও শোনা যায়। 'আমাদেরও অনেক শেখার বাকি আছে', বলেন তিনি। তাঁর এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূলের পক্ষ থেকে গীতাপাঠ কর্মসূচিকে বিজেপির 'রাজনৈতিক খেলা' বলে কটাক্ষ করা হলে শুভেন্দু কঠোর ভাষায় তার পালটা দেন। তিনি অভিযোগ করেন, 'যে কোনও ধর্মীয় উদ্যোগকে রাজনীতির রঙ লাগানোই শাসক দলের অভ্যাস।' তাঁর কথায়, গীতাপাঠকে রাজনৈতিক অভিসন্ধি বলো মানে সনাতন বিশ্বাসকে আঘাত করা।

মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সরাসরি নিশানা করেন তিনি। শুভেন্দুর অভিযোগ, 'মুখ্যমন্ত্রী সনাতন ভাবনার প্রতি বিরূপ। তা না হলে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাধা বা তাচ্ছিল্য কেন?' তাঁর বক্তব্যে আরও ইঙ্গিত মিলেছে যে, গীতাপাঠকে 'রাজনৈতিক কর্মসূচি' বলে আখ্যা দেওয়া জনমানসের আস্থা ক্ষুণ্ণ করার প্রচেষ্টা। গোটা অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিপুল জনসমাগমকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'বাংলার মানুষ আজ সনাতন বিশ্বাসের প্রতি সম্মান দেখাতে ময়দানে নেমেছেন। এটি সংস্কৃতির উৎসব, কোনও রাজনৈতিক রণক্ষেত্র নয়।' শুভেন্দুর এ দিনের কটাক্ষের পর রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন করে তাপমাত্রা বাড়ার আভাস মিলছে।

মমতা আজ কোচবিহারে

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রায় বছরখানেক পর আবার কোচবিহারে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার দু'দিনের সফরে সোমবার প্রশাসনিক বৈঠক এবং মঙ্গলবার রাসমেলা ময়দানে জনসভা করবেন তিনি। ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক সভা করার জন্য রবীন্দ্রভবন এবং রাসমেলা ময়দান মূল মঞ্চের প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে। এ বারের জনসভায় একটিই মূল মঞ্চ থাকবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। এসআইআরের আবহে মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে রাজনৈতিক মহল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে। আর এই সফরে তাঁর কর্মসূচির ওপর নজর রাখছে বিজেপি।

সোমবার দুপুরে বিন শীল কলেজ ময়দানে হেলিকপ্টারে নামবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে বেলা ৪টে নাগাদ তিনি যোগ দেবেন রবীন্দ্র ভবনে প্রশাসনিক বৈঠকে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের দিকেই নজর রেখে মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর বলে মনে করা হচ্ছে।

গোয়ার নাইটক্লাবে সিলিন্ডার ফেটে অগ্নিকাণ্ড, ২৫ জনের মৃত্যুতে শোক রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর

নৈশ-আগুনে ঝলসে মরণ

পানাজি, ৭ ডিসেম্বর: উত্তর গোয়ার আরপোরার একটি রেস্তোরাঁয় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২৫ জনের। আহত হয়েছেন প্রায় ৫০ জন। এ বার এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গ্রেপ্তার হলেন রেস্তোরাঁর ম্যানেজার। এ তথ্য দিয়েছেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত। তিনি বলেন, 'একটি দুর্ভাগ্যজনক দিন। গোয়ার পর্যটন ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এত বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ২৫ জন মারা গেছেন। আমি রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছই, স্থানীয় বিধায়ক মাইকেল লোবো আমার সঙ্গে ছিলেন। সকল আধিকারিকও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে আগুন নেভানো সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু যে ক্লাবে এটি ঘটেছিল, সেখান থেকে কিছু মানুষ ছুটে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল, কিন্তু কিছু মানুষ বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাই, শ্বাসরোধে কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য অনুসারে, ৪ জন পর্যটক এবং বাকিরা ক্লাবের কর্মচারী ছিলেন। তাদের মৃত্যুতে আমি সমবেদনা জানাই এবং তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। মৃতদের আত্মার শান্তি কামনা করি।'

মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত আরও বলেন, 'সরকার তাদের ক্ষতিপূরণ দেবে। হাসপাতালে থাকা ৬ জনকে গোয়া মেডিক্যাল কলেজে সর্বোত্তম চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। আমি কলেজের ডিনের সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা এই ঘটনার ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি। ক্লাবটি কী অনুমতি নিয়েছিল এবং কারা এই অনুমতি দিয়েছে, তা তদন্ত করা হবে। ক্লাব মালিকদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। ম্যানেজার এবং অন্যান্যদের ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দোষী সাব্যস্ত হলে তাদের কারাগারে পাঠানো হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী আজ সকালে আমাকে ফোন করে সমস্ত বিবরণ জানতে চেয়েছেন। তিনি আহতদের সম্পর্কেও বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন। আমি প্রধানমন্ত্রীকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেছি। ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা আর না ঘটে সেজন্য গোয়া সরকার সমস্ত পদক্ষেপ নেবে।'

গোয়ার জনপ্রিয় নৈশক্লাবে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শোকাহত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। এক্স মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি জানান, 'উত্তর গোয়া জেলায় মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীরভাবে মর্মাহত। শোকাহত পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। এই কঠিন সময়ে তাঁরা যেন শক্তি পান। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।'

শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'গোয়ার অগ্নিকাণ্ড অত্যন্ত দুঃখজনক। যাঁরা প্রিয়জনকে হারালেন, তাঁদের প্রতি আমার সমবেদনা। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। গোয়ার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে আমার ফোনে কথা হয়েছে। রাজ্য সরকার সম্ভাব্য সকল প্রকাশ সাহায্য করছে।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গোয়ার অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের প্রত্যেকের নিকটাত্মীয়কে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় তহবিল তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেছেন। আহতদের ৫০, ০০০ টাকা দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, উত্তর গোয়ার আরপোরার নৈশক্লাবে শনিবার রাতে পার্টি চলাকালীন ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। আচমকা সিলিন্ডার ফেটে আগুন লেগে যায় ক্লাবের একতলার রান্নাঘরে। তাতে ঝলসে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২৫ জনের। অধিকাংশই ওই নৈশক্লাবের কর্মী এবং ঘটনার সময় আটকে পড়েছিলেন রান্নাঘরে। তবে মৃতদের মধ্যে তিন থেকে চার জন পর্যটকও রয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। গোয়া পুলিশ জানিয়েছে, 'উত্তর গোয়ার আরপোরার বির্চ রেস্তোরাঁয় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, যাদের মধ্যে ৪ জন পর্যটক, ১৪ জন কর্মী এবং ৭ জনের পরিচয় এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ৬ জন আহত হয়েছেন এবং তাঁদের চিকিৎসা চলছে। আগুন লাগার কারণ এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। পুলিশ এবং দমকল বিভাগের তদন্ত চলছে। আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

গোয়ার ডিজিপি অলোক কুমার বলেছেন, 'আরপোরার একটি রেস্তোরাঁ-কাম-ক্লাবে একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে। শনিবার রাত ১২.০৪ মিনিটে, পুলিশ কন্ট্রোল রুম আগুন লাগার খবর পায় এবং পুলিশ, দমকল বাহিনী এবং অ্যাম্বুলেন্স ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে এসেছে এবং সমস্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করবে এবং আমরা প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেব।ক্ষ্ম রাতেই ঘটনাস্থলে যান গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত। তিনি বলেন, ক্ষ্মগোয়ার মতো পর্যটন রাজ্যের জন্য এই ঘটনাটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক। সরকার এই ঘটনার তদন্ত করবে। তদন্তে আগুন লাগার সঠিক কারণ অনুসন্ধান করা হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনের আওতায় কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

গোয়ার বাগা সমুদ্রসৈকতের কাছে আরপোরায় জনপ্রিয় নৈশক্লাব বির্চ। শনিবার রাত ১২টার পরে সেখানে আচমকা আগুন লেগে যায়। তখন রাতের অনুষ্ঠান চলছিল। ক্লাবে অনেক পর্যটকও ছিলেন।

কাটেনি জট, অচলাবস্থা জারি ইন্ডিগোয়

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর: রবিবার দিল্লি এবং মুম্বই বিমানবন্দর থেকে ২২০টি উড়ান বাতিল করেছে বিমান সংস্থা ইন্ডিগো। সূত্রের খবর, এদিন মুম্বই বিমানবন্দরে কমপক্ষে ১১২টি এবং দিল্লি বিমানবন্দর থেকে ১০৯টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে, শো-কজের মুখে পড়েছে ইন্ডিগো। টানা ৬ দিন ধরে ইন্ডিগোর বিমান পরিষেবায় সঙ্কট অব্যাহত। পদে পদে নাকাল হতে হচ্ছে যাত্রীদের। এই বিপর্যয়ের ব্যাখ্যা চেয়ে শনিবারই ইন্ডিগোর সিইও পিটার এলবার্সকে ২৪ ঘণ্টার সময় দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন উড়ান নিয়ন্ত্রক সংস্থা (ডিজিসিএ)।

ঘটনার কারণ উল্লেখ করে, ডিজিসিএ বিবৃতিতে লিখেছে, 'আপনি আপনার কর্তব্যে ব্যর্থ হয়েছেন'। নির্ধারিত সময়ে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না-পেলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ারও সতর্কবার্তা দিয়েছে ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন। বিমান সংস্থা সিইও'র পাশাপাশি ইন্ডিগোর অ্যাকাউন্টেবল ম্যানেজার ইসিড্রো পোরকেরাসের কাছেও কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে ডিজিসিএ।

রবিবার এক বিবৃতিতে বিমান সংস্থাটি জানিয়েছে, ইন্ডিগোর মূল সংস্থা ইন্টারগ্লোব অ্যাভিয়েশনের বোর্ড একটি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ (সিমজি) তৈরি করেছে। তাতে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়মিত বৈঠক করছে। কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ, যাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে চলেছেন ও যাত্রীদের টাকা ফেরত দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।

প্রায় ৬ দিন ধরে চলা সমস্যার মধ্যেই যাত্রীদের জন্য কিছুটা স্বস্তির খবর শোনায় ইন্ডিগো। রবিবার সংশ্লিষ্ট সংস্থার তরফে একটি বিবৃতি জারি করে জানানো হয়, এ দিন তাঁরা সারাদিনে ১৫০০টি ফ্লাইট পরিষেবা দিতে প্রস্তুত। সংস্থার ৯৫ শতাংশ নেটওয়ার্ক পুনরায় স্বাভাবিক করা গিয়েছে বলে দাবি ইন্ডিগোর। তবে, এই দাবির মধ্যেই দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দরে দেখা যায় যাত্রীদের দুর্ভোগ। কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিমানবন্দরে এদিনও যাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। ত্রিচি বিমানবন্দরে সকাল ১০টার মধ্যেই ৫টি আসা ও ৬টি প্রস্থান মিলিয়ে ১১টি ইন্ডিগোর বিমান বাতিল হয়েছে। তেলেঙ্গানার রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাতিল বিমানের সংখ্যা ১১৫। দেশের অন্যান্য বিমানবন্দরেও একই অবস্থা।

ইন্ডিগোর বিমান বিভ্রাটের মধ্যে, যাত্রীদের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ ট্রেন চালানোর ঘোষণা করে ভারতীয় রেল। রেলের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন যাত্রীরা। ইন্ডিগোর উড়ান বাতিলের জেরে রবিবার সকালেও দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রীদের ভিড় দেখা গিয়েছে। একই অবস্থা ছিল দেশের অন্যান্য বিমানবন্দরেও। আহমেদাবাদে রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক অজয় সোলাঙ্কি বলেন, 'যাত্রীদের চাহিদা বিবেচনা করে পশ্চিম রেল বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সবরমতী-দিল্লি স্পেশাল ট্রেন ৭ এবং ৯ ডিসেম্বর রাত ১০.৫৫ মিনিটে চালানো হবে এবং পরের দিন বিকেল ৩.১৫ মিনিটে দিল্লি পৌঁছবে।'

হুমায়ুনের সুরবদল, ছাড়ছেন না বিধায়ক পদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর আপাতত পদ ছাড়ছেন না ঠিকই, তবে তাঁর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পথচলায় বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলল। জানালেন, আসাদউদ্দিন ওয়েইসির নেতৃত্বাধীন মিমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিনি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের পথে এগোচ্ছেন। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই ওয়েইসির সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে বলেও দাবি করেন হুমায়ুন।

হুমায়ুন জানান, তাঁকে হায়দরাবাদে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মিম প্রধান ওয়েইসি। সম্ভাব্য দল গঠন নিয়ে দু'পক্ষের কথাবার্তা প্রায় চূড়ান্ত। আগামী ২২ ডিসেম্বর তাঁর নতুন দলের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবে এবং সেই দিনেই মুর্শিদাবাদে বৃহৎ সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। বাবরি মসজিদ প্রসঙ্গে মন্তব্য ঘিরে তৃণমূলের শাস্তির কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'আমি একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ভাবনার প্রতিনিধি। তাই নতুন দল গড়া আমার দায়িত্ব। ২২ তারিখে সেই দলের ঘোষণা করব এবং আমি নিজেই হব দলের চেয়ারম্যান। রাজ্যের ২৯৪টি আসনের মধ্যে ১৩৫টিতে লড়াইয়ে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বাকি আসন নিয়ে মিমের সঙ্গে সমঝোতা হবে। ওয়েইসি সাহেবের সঙ্গে আবার শিগগিরই দেখা করব।'

শুধু মিম নয়, প্রয়োজনে আইএসএফ, বামফ্রন্ট, এমনকি কংগ্রেসকেও পাশে পেতে চান হুমায়ুন। তাঁর বক্তব্য, 'আমার একমাত্র লক্ষ্য, বাংলায় বিজেপির উত্থান রোখা এবং আরএসএস ঘনিষ্ঠ নেতৃত্বকে ক্ষমতা থেকে সরানো। মিম তো সঙ্গী হয়েই যাবে। আইএসএফ এলে ভাল। বাম কিংবা কংগ্রেস, যে কেউ চাইলে স্বাগত।' যদিও বাম নেতৃত্ব এই সম্ভাব্য জোটকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তাঁদের বক্তব্য, পুজোর আগে যেমন নতুন দোকান খুলে পরে মিলিয়ে যায়, ভোটের আগেও তেমন দল গঠনের ঢল দেখা যায়। মন্দির,মসজিদ ইস্যুকে কেন্দ্র করে যারা রাজনীতি করে, তাদের সঙ্গে বামেদের বোঝাপড়া হওয়া অসম্ভব। সিদ্ধান্ত দলই নেবে, কোনও ব্যক্তি নয়। তৃণমূলের তরফে মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'মুর্শিদাবাদের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর ভরসা রেখেই হুমায়ুনকে বিধানসভায় পাঠিয়েছেন। কেউ দলের ঊর্ধ্বে নয়। তিনি সাসপেন্ড হয়েছেন, এরপর তাঁর পরবর্তী রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তাঁর নিজের বিষয়।' এর কিছুদিন আগেই বিধায়ক পদ ছাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন হুমায়ুন কবীর। তবে এদিন তিনি জানান, ভরতপুরের মানুষের অনুরোধে এখনই তিনি পদত্যাগ করছেন না।

নতুন দল ঘোষণা ও মিমের সঙ্গে সমঝোতার পর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সমীকরণে কতটা বদল আসবে, তা এখন নজর সকলের।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত, খড়্গপুর।
সাকসেশন সার্টিফিকেট কেস নং- ১২/২০২৪
১। শ্রীমতী তাপসী পাল, ২। শ্রী সৈকত পাল, ৩। শ্রী সলিল পাল ..... দরখাস্তকারীগণ।

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে অত্র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর টাউন থানার অন্তর্গত কৌশল্যা সাকিনে বসবাসকারী **কাঞ্চন পাল** গত 14.02.2024 তারিখে মারা গিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তিনি বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের খড়্গপুর শাখায় S.B A/C No. 123008043527 এ গত 07/02/2024 এর হিসাব অনুযায়ী Rs.32, 84,660/- রাখিয়া গিয়াছেন। উক্ত টাকার উত্তরাধিকার সাব্যস্তের জন্য দরখাস্তকারীগণ অর্থাৎ তাঁহার স্ত্রী ও দুই পুত্র উপরোক্ত মোকর্দ্দমা করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিল অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 30 দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন। নচেৎ একতরফা শুনানী হইবে। পরবর্তী তারিখ 14/01/2026.

আদেশানুসারে
Nur Huda Mondal (সেরেস্তাদার)
ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত, খড়্গপুর।

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the District Delegate, Kharagpur,
Probate Case No. 07/2025
1. Mitul Das, 2. Maitrayee Das
....Petitioners

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে সাং - ইন্দা, পোঃ- ইন্দা, থানা - খড়্গপুর টাউন, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর সাকিনে বসবাসকারী **রীনা দাস** স্বামী-৺দিবাকর দাস তাহার জীবদ্দশায় তাহার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় খড়্গপুর টাউন থানার খড়্গপুর পৌরসভার অন্তর্গত ওয়ার্ড নং ০১, হোল্ডিং নং -৯৪/৮৬, মৌজা - পাঁচবেড়িয়া, জে.এল নং - ২৩৩, আর.এস খতিয়ান নং - ৬৯, আর এস দাগ নং-১৪৪৩, পরিমান-৫.১০ ডেঃ বাস্তুজমি ও তদউপরিস্থিত একতলা পুরানো পাকা বাড়ী ৫৫০ বর্গফুট সম্পর্কে গত ২৯.০৩.২০১৮ তারিখে যে **উইল** করিয়াছিলেন তাহা প্রবেট পাইবার জন্য দরখাস্তকারীগন অত্র মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমা এক তরফা শুনানী হইবে অত্র মোকর্দ্দমার ধার্য্য দিন ১৬/০১/২০২৬।

আদেশানুসারে
Nur Huda Mondal (সেরেস্তাদার)
ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত
খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।

দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **Smt. Chandana Das** W/o. Raju Das, R/o. Sherpur, Nayasarai, Balagarh, Hooghly-712513, মহাশয়ার নামে D.S.R.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিস হইতে 26/10/2021 তারিখে **রেজিষ্ট্রীকৃত I-9684/ 2021 নং খরিদা সম্পত্তির একটি অরিজিনাল বিক্রয় কোবালা দলিল** এবং **Smt. Arati Malo** W/o. Sri Tapan Kumar Malo & **Sri Tapan Kumar Malo** S/o. Sri Madhusudan Malo, R/o. Basudebpur Brahmachari Colony, Tribeni, Mogra, Hooghly-712503, মহাশয়/মহাশয়ার নামে D.S.R.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিস হইতে 09/11/2015 তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-9630/2021 নং খরিদা সম্পত্তির একটি অরিজিনাল বিক্রয় কোবালা চেন দলিল** এবং **Srimatya Maya Das** W/o. Lt. Subal Chandra Das, R/o. Ghoshaliya, Dumurdaha, Balagarh, Hooghly - 712515 মহাশয়ার নামে A.D.S.R, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিস হইতে 16/09/2015 তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত **IV-0351/2015 নং একটি অরিজিনাল আমমোক্তারনামা দলিল**, একুনে তিনটি অরিজিনাল দলিল হারিয়ে গেছে, যাহা জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, ডুমুরদহ নিত্যানন্দপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, ডুমুরদহ মৌজায়, জে.এল. নং ১২৪, হাল এল.আর ২২২১ ও ২২২২ নং খতিয়ানে, আর.এস. ১৮২/১৮০৫ তথা হাল এল.আর. ১৯৫ নং দাগে, শালি জমি ষোল আনায় ২৮ শতক মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ১৪ শতক। এই মর্মে আমার মক্কেল **Smt. Chandana Das** W/o. Raju Das মহাশয়া স্থানীয় **বলাগড় থানায়** একটি জেনারেল ডায়েরী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাহার **জি.ডি.ই নং 1844 তারিখ 28/11/2025** এবং বিগত ইংরাজীর 27/11/2025 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 11761 নং এফিডেভিট বলে উক্ত বিষয় ঘোষণা করিয়াছেন। আমার মক্কেল **Smt. Chandana Das** W/o. Raju Das বর্তমানে উক্ত সম্পত্তির মালিক হইতেছেন। এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, এক্ষণে কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত দলিলগুলি পাইয়া থাকিলে বা উক্ত দলিলগুলি সম্পর্কে কোন ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন বক্তব্য, দাবী দাওয়া বা অভাব অভিযোগ থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য প্রমান সহ লিখিত ভাবে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানাইতে হইবে নতুবা পরবর্তী কালে কোন দাবি দাওয়া বাতিল ও নামঞ্জুর বলিয়া গন্য হইবে। উক্ত দলিলগুলি দিয়ে কেহ কোন লেনদেন করিলে তাহা সর্ব আদালতে নামঞ্জুর হইবে।

মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী বীরেন্দ্র নাথ ঘোষ** পিতা ৺শম্ভুনাথ ঘোষ, সাকিম ৮৭/৪৯ অক্ষয় কুমার মুখার্জ্জী রোড, নোয়াপাড়া, বরাহনগর, উত্তর ২৪ পরগণা-৭০০০৯০ মহাশয়কে ১)বিগত ইং ২৪/০৪/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-03664/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে **ক)শ্রীমতী বানী ঘোষ** স্বামী বিশ্বনাথ ঘোষ, **খ)শ্রীমতী রেনুকা ঘোষ** স্বামী সুনীল কুমার ঘোষ, উভয়ের পিতা ৺শম্ভুনাথ ঘোষ, উভয়ের সাকিম ফার্ম সাইড রোড, সেকেন্ড লেন, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, মহাশয়াদ্বয় এবং ২)বিগত ইং ১৩/১১/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-09166/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে **শ্রী আমিতাভ ঘোষ**, পিতা ৺তারক চন্দ্র ঘোষ, সাকিম এ ফোর/২০২ শান্তিনগর সোসাইটি, সেকটার ৫, মিরা ভায়ানডার, থানে-৪০১১০৭, মহারাষ্ট্র, মহাশয়, একুনে দুইটি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা দলিলমুলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত দুইটি ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন/করিতেছেন। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা তালচিনান সানিহাটী, ৬৬ নং জে. এল. ভুক্ত, ক)হাল এল.আর ৩৯৫ নং খতিয়ান হইতে ১)আর.এস. তথা হাল এল.আর. ২৫০৩ নং দাগে শালি জমি ০৬ শতক ও ২)আর.এস. ২৫৯১ তথা হাল এল.আর. ২৫৯৯ নং দাগে শালি জমি ১১ শতক এবং খ)হাল এল.আর ৩৯৫ নং খতিয়ান হইতে ১)আর.এস. তথা হাল এল.আর. ২৫০৩ নং দাগে শালি জমি ০.০৫ শতক ও ২)আর.এস. ২৫৯১ তথা হাল এল.আর. ২৫৯৯ নং দাগে শালি জমি ০.৯২ শতক সম্পত্তি, উক্ত দুইটি আমমোক্তারনামা দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিবার পর ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছেন/করিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি-

মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু)
চন্দননগর আদালত, হুগলী

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৮ ই ডিসেম্বর। সোম বার। ২১ শে অগ্রহায়ণ। চতুর্থী তিথি মুহূর্ত । জন্মে কর্কট রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র, ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা। মৃতে সকালে দ্বীপাদ দোষ, দিবা ৯/২৭ র পরে দোষ নেই।

মেষ রাশি : অন্যের সহযোগিতা করা মহাপুণ্য। কিন্তু পুরো সময়টাই অন্যের প্রয়োজনে ব্যায় হলে-নিজের কাজ করবেন কি করে? অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। বৈবাহীক জীবনে শুভ। গৃহবধূদের পারিবারিক শুভ। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

বৃষ রাশি : আপনার সহজ সরলতা সমাজে প্রসংশিত হবে, এক মহালক্ষী যোগে আজ কিছু অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের জন্য শুভ।বাণিজ্যে শুভ। অর্থ বৃদ্ধির যোগ থাকলেও মঙ্গলের বিচ্ছেদ যোগে হয়তো, হ্রাস হতে পারে। দাম্পত্যে শুভ। মন্ত্রঃ শিব মন্ত্র। ত্রিপত্র বেলপাতা শুভ।

মিথুন রাশি : রোমান্টিক ভাব ।স্বজন বান্ধব দারা নিশ্চিতভাবে নতুন কিছু প্রাপ্তি। শুভ ব্যাক্তিকে নিয়ে জাগরিত করবেন, তবে কর্মে আলস্য থাকলে, জীবনে তা পিছিয়ে পড়বেন। কর্ম-ই প্রধান। দাম্পত্যে শুভ। প্রতিবেশীর সহযোগিতায় লাভ প্রাপ্তি। বান্ধব যোগে অতীব শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কর্কট রাশি : সতর্কতা। পরিবারের কোনও স্বজন দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। কাহার বিষয়কে কেন্দ্র করে যোগাযোগ। নারী র সাথে আলোচনা ও সুন্দর ব্যবহারে কিছু প্রাপ্তি ।রান্না বিষয়কে কেন্দ্র করে বিবাদ । শ্যালক দ্বারা উপকৃত। বান্ধব দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা কর্মে যোগাযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

সিংহ রাশি : দাম্পত্য বিবাহীত জীবনে শান্তি লাভ প্রাপ্তি- ব্যাবসায়ীদের বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে বাধা শনিদেব। সতর্ক থাকা শুভ। মুখগহ্বরের পীড়া কষ্ট বৃদ্ধি করবে। ডিভোর্স সংক্রান্ত বিষয়ে-স্বজনদের মতামত গুরুত্ব দেওয়া শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : বাণিজ্যে শুভ। উচ্চবিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে লাভ প্রাপ্তি। বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে মঙ্গলের বাধা চলছে। বান্ধব দ্বারা অসহযোগিতায় মানষিক কষ্ট বৃদ্ধি। শ্যালক দ্বারা চতুরতা-তে কর্মে ক্ষতি। বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্যে আত্মত্যাগ প্রয়োজন। মন্ত্রঃ কালী মন্ত্রঃ।

তুলা রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল ব্যাবসায়িদের অর্থ প্রাপ্তি। আজ শুভ দিন। তবে লটারীতে অর্থ নষ্টের ইঙ্গিত। সতর্কতা। পরিবারে বিবাদ-বিতর্ক। নতুন কর্মপ্রার্থীদের ধৈয্য ধরলে শুভ। বান্ধব দ্বারা সন্ধ্যার পর হঠাৎ সমস্যা তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্রঃ শনিদেব মন্ত্রঃ।

বৃশ্চিক রাশি : ইন্সুরেন্সের কোন কাগজ পত্রাদি, দলিল হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতা। নিজ নামে নয় এমন সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ডিভোর্সের ভাবনা-দুঃশ্চিন্তা দেবে। মঙ্গলের প্রবল বাধা। আইনি বিড়ম্বনা। মন্ত্রঃ দেবী বগলা মা।

ধনু রাশি : গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। ফ্ল্যাটটা কিনেছেন- বাস্তু তো অস্থিরতা-চঞ্চলতা বৃদ্ধি করছে। বান্ধব দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। ছলনাময়ী নারী দ্বারা অর্থ কষ্টের ইঙ্গিত। বিদ্যার্থীদের অমনোযোগে-বিদ্যা নষ্টর ইঙ্গিত। মন্ত্রঃ মহাকালী, গণেশ মন্ত্রঃ।

মকর রাশি : নৈরাশ্য হতাশা কিছুটা দুশ্চিন্তার জায়গায় থাকবে পরিবার-পরিজন এবং স্বজন বান্ধবদের সঙ্গে সতর্ক থাকুন। একা ভাবছেন কেন? আপনার পরিবারের সকলেই তো আছেন। যে বান্ধব নিজ উদ্যোগে আপনার পাশে-দাঁড়িয়েছেন তাকে তো সম্মান দিতেই হবে। মন্ত্রঃ মহাকালী।

কুম্ভ রাশি : আইনি বিষয়ে জটিলতা থাকবে আইনজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া শুভ। ডিভোর্স বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। নতুন সম্পর্কে ও জটিলতা বৃদ্ধি। বৈবাহীক জীবনে শান্তি আজ বিঘ্নিত। আপনার অন্যকে সম্মান দেওয়া ব্যবহারটি ঈশ্বর কৃপাতে শুভ হবে। কর্মে নৈরাস্য-হতাশা।

মীন রাশি : আজকের দিনটা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে চলতে হবে। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে শান্তি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। কর্মে নতুন যোগাযোগ। সন্ধ্যার পর সমস্যা বৃদ্ধি-হলেও সমাধান হবে। মন্ত্রঃ- শিবমন্ত্রঃ

(শহীদ বাদল গুপ্ত র ফাঁসি। বিপ্লবী বাঘা যতীন, যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency.
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,**
maatara.adagency@gmail.com

ব্রিগেডে গীতাপাঠের মহাযজ্ঞ, হাওড়া স্টেশন হয়ে গঙ্গাপারের পথে ভক্তদের ঢল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রবিবার সকাল থেকেই হাওড়া স্টেশনে তৈরি হল উপচে পড়া জনস্রোত। পাঁচ লক্ষ মানুষের সমবেত কণ্ঠে গীতা পাঠের প্রস্তুতিতে সারা রাজ্য থেকে ভক্তদের আগমন শুরু হয় ভোরবেলা। সনাতন সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত এই বৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশে অংশ নিতে ট্রেন থেকে নামার পরেই ভক্তদের ভিড় ছড়িয়ে পড়ে পুরো স্টেশন প্রাঙ্গণে। স্টেশন থেকে ফেরিঘাটের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা গেল লম্বা ব্যানার, পতাকা হাতে দলবদ্ধ মানুষের সারি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পায়ে হেঁটে গঙ্গার ঘাটে পৌঁছে ভক্তরা ফেরিতে নদী পেরিয়ে কলকাতার ব্রিগেড ময়দানের উদ্দেশে রওনা দেন। কোথাও শঙ্খধ্বনি, কোথাও আবার খোল, করতালের তালে ভক্তিগীতি; গঙ্গার ধারে যেন উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছিল।

সমাবেশে আগতদের সুবিধার জন্য সনাতন সংস্কৃতি সংসদ হাওড়া স্টেশনের দুই প্রান্তে দিশা নির্দেশ, বিশ্রাম ও পানীয় জলের পৃথক শিবির গড়ে তোলে। সংগঠনের দাবি, বাংলা ছাড়াও ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, তামিলনাড়ু, ছত্তিসগড়-সহ একাধিক রাজ্য থেকে সাধু ও ভক্তরা আসেন এই বিশাল অনুষ্ঠানের অংশ হতে।

ভিড় সামলাতে রেল পুলিশ থেকে সিভিল পুলিশ; সবাইকে সকাল থেকেই টহল দিতে দেখা যায়। ফেরিঘাটের নিরাপত্তায় রাখা হয়েছিল অতিরিক্ত বাহিনী, যাতে প্রবল ভিড়ে কোনও বিশৃঙ্খলা না তৈরি হয়। প্রশাসনের পক্ষেও নজরদারি চালানো হয় যাত্রাপথে।

গঙ্গা পেরনোর সময় ভক্তদের অনেকে জানান, ধর্ম, শান্তি ও মানবিক মূল্যবোধের বার্তা ছড়িয়ে দিতে তাঁরা এই সমবেত গীতা পাঠে যোগ দিলেন। তাঁদের মতে, এমন বৃহৎ আকারের অনুষ্ঠান সমাজে ঐক্য ও সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি করতে সাহায্য করে।

বরুণ কুমার বারিকদার, সংঘ কর্মী বলেন, এই আয়োজনে মানুষের আত্মিক উদ্দীপনা চোখে পড়ার মতো। শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আমরা সর্বদা সতর্ক। গীতা দত্ত বলেন, এত মানুষের একসঙ্গে গীতা পাঠ; এ অভিজ্ঞতা ভোলার নয়। ধর্মীয় শক্তি যেন নতুন করে জেগে উঠেছে।

মৌসুমী রায় বলেন, দূর জেলা থেকে এসেছি। ক্লান্তি নেই, মনে হচ্ছে পবিত্র এক দায়িত্ব পালন করতে চলেছি। রামকিশোর শর্মা বলেন তএই উদ্যোগ সমাজে ইতিবাচক বার্তা দেয়। আগামী দিনেও এমন আয়োজন চাই।

বিদ্যাসাগর সেতু থেকে গঙ্গায় পড়ে নিখোঁজ, যুবকের সন্ধানে তৎপর রিভার ট্র্যাফিক পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শনিবার গভীর রাতের পর ভোরের প্রথম আলো ফুটতেই বিদ্যাসাগর সেতুর নীচে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। স্থানীয় থানার সূত্রে জানা গিয়েছে, গঙ্গায় পড়ে নিখোঁজ হয়েছেন ২০ বছরের এক যুবক; নাম শুভ্রাংশু শেখর। বাড়ি সরশুনা থানা এলাকায়। ঘটনার খবর পাওয়ামাত্রই রিভার ট্র্যাফিক পুলিশের ডুবুরি দল নদীতে নেমে খোঁজ শুরু করেছে। পুলিশ তদন্তে প্রাথমিকভাবে উঠে এসেছে, ভোরবেলা এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে মোটরবাইকে সেতুর ওপর এসেছিলেন শুভ্রাংশু। সেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় কী ভাবে তিনি গঙ্গায় পড়ে গেলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তাঁর সঙ্গীই প্রথমে ঘটনার কথা পুলিশকে জানান। বন্ধুর বক্তব্য অনুযায়ী, শুভ্রাংশুকে হঠাৎ দেখতে না পেয়ে তখনই সন্দেহ হয় যে তিনি নদীতে পড়ে গিয়েছেন। তবে তিনি দুর্ঘটনাবশত নিচে পড়ে গিয়েছিলেন, নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, সেটাই খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা। সেতুর সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে, পাশাপাশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে আশপাশে। নদীর স্রোত তীব্র হওয়ায় অনুসন্ধান আরও জটিল হয়ে উঠেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত যুবকের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তল্লাশি চলছে সেতুর দুই দিক জুড়ে এবং গঙ্গার বিভিন্ন অংশে। গোটা ঘটনার তদন্তে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে লালবাজার।

আদর... আলিপুর চিড়িয়াখানায় অদিতি সাহার তোলা ছবি।

ফতেহ আলি হুজুরের দরবারে সভা

কলকাতা: শনিবার ও রবিবার দু'দিন ব্যাপী মানিকতলা দরবার শরিফে সামাজিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক শাহসুফি ফার্সি ভাষার মহান কবি রসুলে নোমা হযরত শাহ ফতেহ আলি ওয়সী রহ, এঁর এই সভা ১৩৯ বছরে পদার্পণ করল। ধর্মীয় প্রগাঢ় পন্ডিত ও সমাজ সংস্কারক পীর ফতেহ আলি ওয়েসী ছিলেন বিদগ্ধ এক ফারসি কবি। রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে হাজির হয়েছিলেন পীরজাদা তহা সিদ্দিকী, কুতুবউদ্দিন তরফদার সহ অনেকেই। পীরসাহেবরা বলেন, হযরত ফতেহ আলি ওয়েসী হুজুর ছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বড় এক উদাহরণ। ফুরফুরা শরীফের পীর দাদা হুজুরের পীর ছিলেন বিখ্যাত ফার্সি কবি। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। এই শিবিরে এলাকার গরিব কৃতি ছাত্রদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। হাজি রহিম বক্স ওয়াকফ স্টেটের পরিচালনায় রবিবার ছিল ১৩৯ তম ঈসালে সওয়াব। ঐতিহ্যবাহী এই দোয়ার মাহফিলে পীরজাদা সানাউল্লাহ সিদ্দিকী, কাজি জালাল, শামিম আহমেদ সহ রাজ্যের বিদগ্ধ ইসলামী বক্তারা বক্তব্য রাখেন। বার্তা দেওয়া হয় শান্তি ও সম্প্রীতির।

আইটিসি সংগীত সম্মান পারভিন সুলতানাকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শাস্ত্রীয় সংগীত জগতে একটি উল্লেখযোগ্য নাম আইটিসি সংগীত রিসার্চ একাডেমী। ৫৪ তম আইটিসি সংগীত সম্মেলন হয়ে গেল গত তিনদিন ধরে টালিগঞ্জ সংগীত রিসার্চ একাডেমী প্রাঙ্গণে। আইটিসি সংগীত সম্মান ২০২৫ পেলেন প্রখ্যাত শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পী পারভিন সুলতানা। তাঁর হাতে এই সম্মান তুলে দেন আইটিসি র পক্ষে এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট নাজিব আরিফ। ছিলেন সংগীত রিসার্চ একাডেমীর ডিরেক্টর শরদিন্দু দত্ত, গুরু পন্ডিত অজয় চক্রবর্তী, উদয় ভয়াল কর, ওঙ্কার দাদারকার,

শুভ্রা গুহ প্রমুখ। নাজিবসাহেব এদিন বলেন, আমরা পারভিন সুলতানাজিকে সম্মান জানাতে পেরে কৃতজ্ঞ।

জানুয়ারি মাস থেকেই তৃণমূলে ধস নামবে, দাবি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শারীরিক অসুস্থতার খবর পেয়ে রবিবার সন্ধেতে হালিশহর পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের লালকুঠিতে প্রাক্তন পুরপ্রধান রাজু সাহানির মামা যোগেন্দ্র যাদবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। যিনি ওই এলাকায় পালোয়ান মামা হিসেবেই বেশি পরিচিত। বর্ষীয়ান যোগেন্দ্র বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, শরীর খারাপ শুনে ওনাকে দেখতে এসেছি।

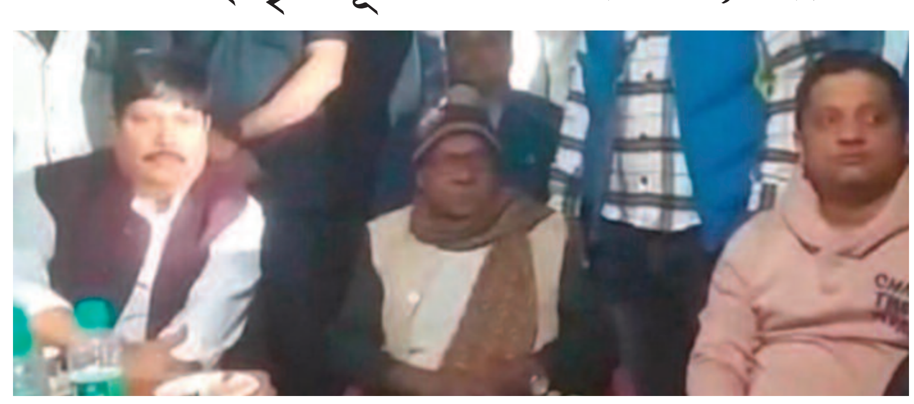

রাজনীতির বাইরে ওই পরিবারের সঙ্গে তাঁর বহু পুরনো সম্পর্ক। তাঁর অভিযোগ, পুরপ্রধান থাকাকালীন রাজু সাহানিকে পুরসভায় ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এর চেয়ে বেশি অপমান আর কি হতে পারে। তাঁর বক্তব্য, একটা সময় আসবে বীজপুরের দুই ভাইয়ের পেছনে কেউ থাকবে না। তাঁর দাবি, জানুয়ারি মাস থেকে তৃণমূলে ব্যাপক ধস নামবে। তবে এখন থেকেই ঘাসফুলের অনেকেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করে দিয়েছে। পালোয়ান মামার বাড়িতে এদিন হাজির ছিলেন বীজপুরের যুব নেতা সুদীপ্ত দাস, বীজপুর-৪ মণ্ডল সভাপতি অমিত চৌবে, জেলার এক্সিকিউটিভ সদস্য সন্তোষ রায়, প্রাক্তন কাউন্সিলর বন্ধু গোপাল সাহা, অরিন্দম দে, রবি শঙ্কর সিং, ধীরাজ ঝা প্রমুখ।

হাওড়া ব্রিজের নীচে আরেক শহর, গঙ্গার ধারেই বয়ে চলা অদৃশ্য জীবনের দিনলিপি

রাজীব মুখোপাধ্যায়

গঙ্গার জল রাতের শেষে যখন নরম নরম আলোয় চকচক করতে শুরু করে, তখনই ফুটে ওঠে এক অদ্ভুত শহর; যার কোনো নাম নেই, কোনো ঠিকানা নেই, তবু জীবনের স্পন্দন আছে।

হাওড়া ব্রিজের বিশাল ইস্পাতের পেটের নিচে সেই শহর প্রতিদিন জন্মায়, আবার প্রতিরাতে নিঃশব্দে ভেঙে যায়। মানচিত্রে নেই, সরকারি নথিতে নেই; কিন্তু গঙ্গার হাওয়ায় শুঁকলেই তার অস্তিত্ব বোঝা যায়। সেতুর পিলারের গায়ে লেগে থাকা পুরনো মরচের গন্ধ, নদীর স্যাঁতসেঁতে শীত, আর ভাঙাচোরা চটের ওপর শুয়ে থাকা মানুষগুলোর নিঃশ্বাস সব মিলিয়ে তৈরি হয় এক অদৃশ্য পৃথিবী। তার মাঝেই ভোরে প্রথম নড়েচড়ে বসে বকুল। পাঁচ বছরের মেয়ে। চোখ দুটো এত বড়, যেন গঙ্গার ওপারের আলো গিলে নেয়। ওর মা শিউলি নদীর ধারে মুখ ধুতে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, এই শহরে আমাদের কেউ দেখে না, কিন্তু গঙ্গা দেখে। ভোরের আলোয় গঙ্গা ঠিক এমনই লাগে; মহাশূন্য থেকে নেমে আসা কোনো দয়াময় জল, যার বুকেই ভেসে থাকে এই শহরের বেঁচে থাকা। বাঁ দিকের পিলারের নিচে বসে থাকে রতন। একসময় হাওড়া স্টেশনে মালবাবদ তোলা দৌড়ঝাঁপ ছিল তার পেশা। আজ ছেঁড়া শার্টের হাতা গুটিয়ে সে কাগজ কুড়োয়। তবু তার গলায় হাসির সুর আছে। সে বলে, ব্রিজটা আমাকে চিনে। দলের মানুষ নয়, দিদি; এই ইস্পাতই আমার পরিবারের মতো।

রতন যখন হাসে, তখন বোঝা যায়; মানুষের জীবন ভেঙে গেলেও ভাঙে না তার স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা। সন্ধ্যা নামলে সেতুর আলো নদীতে লম্বা হয়ে পড়ে। তখন একটা নরম মায়া ছড়িয়ে যায়; যেন শহরটা আর কোলাহল নয়, বরং গল্পের বইয়ের শেষ পাতার নীরবতা। সেই আলোতে দেখা যায়; বৃদ্ধ লখুর হাত কাঁপছে।

একসময় মাছ ধরত। আজ নদীতে জাল ফেলে না; তবু নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে। তার চোখে পুরনো দিনের একটা আলো মৃদু নড়ে ওঠে। সে বলে, এই গঙ্গার ধারে একসময় আমার ঘর ছিল, সংসার ছিল আজও নদীটাকে দেখলে মনে হয় আমি বেঁচে আছি। হাওয়া তখন একটু ঠান্ডা। সেতুর ওপর দিয়ে গাড়ির শব্দ দূর থেকে ধ্বনিত হয়ে আসে, যেন অন্য কোনো জগতের ভাষা। আর হাওড়া ব্রিজের নিচের মানুষগুলো নিজেদের একটা ছোট্ট আগুন জ্বালায়; চায়ের কেটলি গরম হওয়ার শব্দ যেন খুব কোমল, খুব ঘরোয়া। এই শহরের সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয়; এখানে মানুষগুলো হারিয়ে গেছে, তবু কেউই পুরোপুরি ভেঙে পড়েনি। এই শহর ভাসমান, তবু মানুষগুলো ভাঙে না। গঙ্গা প্রতিদিন তাদের ধুয়ে-মুছে বাঁচিয়ে রাখে; যেন নদী জানে, শহর ভুলে গেলেও সে ভুলবে না। আর রাত গভীর হলে, সেতুর ছায়া যখন ঘুম পাড়ানোর মায়া ছড়ায়, তখন সব নীরবতা মিলেমিশে তৈরি হয় এক অদ্ভুত শব্দ; সেই শব্দে থাকে হাওয়া, নদী, ইস্পাত, মানুষের নিঃশ্বাস, আর এক হারানো বাড়ি ফেরার স্বপ্ন। হাওড়া ব্রিজের নিচের এই অদৃশ্য শহর তাই শুধু গরিব মানুষের থাকার জায়গা নয়; এটা হল জীবনের শেষ আশ্রয়, শেষ আলো, শেষ লড়াই। এরা নেই খবরের পাতায় নেই। নেই সরকারের তালিকায়। তবু তারা বেঁচে থাকে;নদীর ঢেউয়ের মতোই নীরবে, অথচ গভীরভাবে।

রাজ্যে এল নতুন রাজনৈতিক দল

কলকাতা: সমগ্র বিশ্বের সামনে এবং বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কাছে রাজ্যের নতুন রাজনৈতিক দল ঘোষিত হল শিক্ষা সমৃদ্ধি পার্টির (এসএসপি)। আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশে সভাপতি অভিমন্যু শান্ডিল্য জানালেন, নতুন দলের লক্ষ্য একটাই - একটি সত্যিকারের সোনার বাংলা গড়ে তোলা এবং সেই নব নির্মাণের মূল ভিত্তি হবে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ-শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধ বাংলা। এসএসপি-এর সুপরিকল্পিত নকশা ও রোডম্যাপ ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত হয়েছে। আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনে জনগণের আশীর্বাদে সরকার গঠনের সুযোগ পেলে আমরা প্রতিটি প্রতিশ্রুতি সুনির্দিষ্টভাবে বাস্তবায়ন করব। পার্টি আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনে ৫০টিরও বেশি আসনে প্রার্থী দেবে এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস যে আগামী বছর এই রাজ্যে একটি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেই সরকার গঠনে 'শিক্ষা সমৃদ্ধি পার্টি' প্রধান ভূমিকা পালন করবে।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ সোমবার

অগ্রহায়ণেই জমে উঠল শীত

দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে কনকনে ঠান্ডার পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অগ্রহায়ণ শুরু হতেই বাংলার আকাশে নেমে এসেছে কনকনে শীত। ডিসেম্বরের প্রারম্ভেই পারদ নেমেছে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে, যা সাম্প্রতিক বছরের তুলনায় অনেকটাই কম। আবহাওয়া দপ্তরের ভাষ্যে, এবছর শীতের আগমন যেমন দ্রুত, তার দাপটও তেমনই তীব্র। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের আবহাওয়াবিদ অন্বেষা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, আগামী সাতদিন তাপমাত্রায় বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। শুষ্ক ও ঠান্ডা আবহাওয়া বজায় থাকবে রাজ্য জুড়ে। সপ্তাহান্তে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় শীত আরও গাঢ় হয়েছে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ সোমবারও পারদ ১৪ ডিগ্রির আশেপাশেই ঘোরাফেরা করবে বলে পূর্বাভাস।

পাশের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি পর্যন্ত নেমেছে। কলাইকুন্ডায় স্বাভাবিকের থেকে ৪ ডিগ্রি কম তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। অবাধ উত্তর-পশ্চিমা হাওয়ার প্রবাহেই এই ঠান্ডার জোর আরও বাড়ছে। আগামী সপ্তাহজুড়ে বৃষ্টির আশঙ্কা নেই। আজ সোমবার আকাশ থাকবে পরিষ্কার। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ২৫ ডিগ্রি, আর রাতের তাপমাত্রা থাকবে ১৪ ডিগ্রির কাছাকাছি। উত্তরবঙ্গে ভোর ও সকালে কুয়াশার দাপট বাড়বে। কোথাও কোথাও দৃশ্যমানতা নামতে পারে ২০০ মিটারেরও নিচে। উপকূলের দিকে কুয়াশা বেশি দেখা যাবে বলে দপ্তরের পূর্বাভাস। বেলা বাড়লে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। দার্জিলিংয়ে পারদ নেমেছে ৫ ডিগ্রির ঘরে। মালদায় তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। আগামী ২-৩ দিনে উত্তরবঙ্গেও রাতের তাপমাত্রা আরও ২ ডিগ্রি নামতে পারে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ ছিল সর্বোচ্চ ৮৩ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৩৮ শতাংশ। এক কথায় বলা যায়; অগ্রহায়ণের শুরুতেই শীতের ঝাঁঝে জমে উঠেছে গোটা বাংলা, আর সোমবারও সেই ঠান্ডার রেশ বজায় থাকবে রাজ্যজুড়ে।

বউবাজারে পুরনো বাড়িতে ধস, নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগে স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বউবাজার: রবিবার দুপুরে বউবাজারের ১৬০ নম্বর বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিটে একটি পুরনো বাড়ির ছাদের অংশ ভেঙে পড়ে আহত হন এক ব্যক্তি। বাড়িটি বিপজ্জনক তালিকায় না থাকলেও বহুদিন ধরেই এলাকায় মেট্রোর গ্রিন লাইনের নির্মাণকাজ চলায় বাড়িগুলিতে ফাটল দেখা যাচ্ছে বলে দাবি বাসিন্দাদের। সাত মাস আগে মেট্রো কর্তৃপক্ষ ১৪টি পরিবারকে বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়ার পরও তাঁদের আতঙ্ক কাটেনি। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, মেট্রো আধিকারিক এবং বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় এসে পৌঁছন। নয়না জানান, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এলাকাজুড়ে ফাটল বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আহত বাসিন্দার কথায়, ঘটনাটি ঘটে দুপুর ১টার সময়, বাথরুমে যাওয়ার ঠিক আগে। অন্য এক বাসিন্দার মতে, প্রতিদিনই বাড়িতে কম্পন অনুভূত হয়।

মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, বাড়ির পুরনো অংশটি খসে পড়েছে এবং তাঁরা দ্রুত মেরামতির কাজ শুরু করেছেন। তবে স্থানীয়দের প্রশ্ন; মেরামতির আশ্বাস পেলেও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা কতটা নিশ্চিত হবে?

সনাতনের অস্তিত্বরক্ষায় ঐক্যের জাগরণ চান ধীরেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার ব্রিগেডের জনসমুদ্রের সামনে যখন পাঁচ লক্ষউ কণ্ঠে একযোগে গীতাপাঠ ধ্বনিত হচ্ছে, ঠিক সেই সময় মঞ্চে উঠে সনাতন সমাজের উদ্দেশে আরও তীব্র, আরও জাগ্রত এক বার্তা দিলেন বাগেশ্বর ধামের সঞ্চালক ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী। তাঁর বক্তব্য যেন শুধু ভাষণ নয়;সমস্ত সনাতনী সমাজকে এক নতুন আত্মচেতনার সন্ধান দিল।

মঞ্চের শুরুতেই তিনি বর্তমান পরিস্থিতিকে মহাভারতের উপমায় ব্যাখ্যা করে বলেন, আজকের দিনে সনাতনের বিরোধিতাকারী শক্তিরাই নতুন কৌরব সেনা। তাদের সামনে দাঁড়াতে হলে প্রয়োজন অটল বিশ্বাস আর অবিচ্ছেদ্য ঐক্যের।

তিনি স্পষ্ট বলেন, বাংলার হিন্দুরা যদি এক হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে শুধু রাজ্য নয়;সমগ্র ভারতকেই সনাতনের ভিত্তির উপর আরও শক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আর এই ঐক্যই ভারতের প্রকৃত শক্তি।

বক্তব্যের মাঝেই শাস্ত্রীজি জাগ্রত কণ্ঠে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন;

তভারত কোন পথে চলবে? বিভেদের অন্ধকারে, নাকি সনাতনের আলোয়? গাজওয়ার ভয়াবহতার দিকে, নাকি ভাগবতের শাশ্বত সত্যের দিকে?দ

তিনি বলেন, পতাকা চাঁদের নিচে নয়;চাঁদই উঠবে ভারতের পতাকার নিচে, এই সংকল্পেই সনাতনীর ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে।

সমাবেশের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বারবার উচ্চারণ করেন সাহস, দৃঢ়তা ও আত্মসম্মানের কথা।

তোমরা কি পিছিয়ে যাবে? ভয় পাবে? পালিয়ে যাবে? না;এই ভূমি, এই ধর্ম, এই ঐতিহ্য তোমাদেরই রক্ষা করতে হবে।দ

তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত একটাই মূল বার্তা;

তজাতপাত ভুলে, বিভাজন ভুলে এক সুরে বলো; আমরা সবাই হিন্দু। যে রামের পথে নেই, সে সনাতনের পথেও নেই।দ

এই আহ্বানে মুহূর্তেই উত্তাল হয়ে ওঠে মাঠ। যেন পাঁচ লক্ষ মানুষের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় নতুন জাগরণের সঙ্কল্প;

সনাতন ধর্ম শুধু বিশ্বাস নয়; এটি অস্তিত্ব, এটি আত্মপরিচয়, এটি লড়াই এবং এটি ভবিষ্যতের পথ।

ব্রিগেডে সেদিন শুধু গীতাপাঠ হয়নি;ঘোষিত হয়েছে সনাতনের ঐক্যের অগ্নিশপথ।

গাছ কেটে নয়, ভবানীপুরে নিকাশি প্রকল্পে দৃষ্টান্ত স্থাপন কলকাতা পুরনিগমের

নিজস্ব প্রতবেদন, কলকাতা: বাইপাসের ধারে পুরনিগমের পানীয় জলের প্রকল্পে গাছ কাটা নিয়ে প্রবল বিতর্কের পর, ভবানীপুরে নিকাশি পাম্পিং স্টেশন তৈরির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে নজির গড়ল কলকাতা পুরনিগম। গাছ নিধন নয়, বরং একাধিক পূর্ণবয়স্ক গাছকে শিকড়-সহ তুলে অন্যত্র প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের নর্দার্ন পার্কের সুভাষ উদ্যান, যা মূলত শিশু ও মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত, সেখানেই প্রায় ৪৫ কোটি টাকার নিকাশি পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্প কার্যকর হলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা অঞ্চলে বর্ষার জলে জলজটের সমস্যা অনেকটাই কমবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

কিন্তু প্রকল্পের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় দশটি সুপ্রাচীন গাছ; কিছু ৫০ বছরেরও পুরনো, কিছু তুলনামূলক কমবয়সি। সেগুলি কাটার বদলে বিশেষজ্ঞদের নজরদারিতে কেএমসি-র ব্যয়ে গাছগুলি মূল-সহ তুলে নেওয়া হয় এবং লি রোড, এলগিন রোড, জাস্টিস চন্দ্র মাধব রোড, জাস্টিস দ্বারকানাথ রোড-সহ বিভিন্ন স্থানে প্রতিস্থাপন করা হয়। কাজটি সম্পন্ন করেন গাছ সংরক্ষণে পরিচিত সঞ্জয় জয় সিং।

তিনি জানান, প্রতিস্থাপনের আগে গাছ ছাঁটাই করা হয়, তারপর সাবধানে মাটি খুঁড়ে গোড়া আলগা করে ট্রেলারে করে স্থানান্তর করা হয়। প্রতিস্থাপিত

গাছগুলির মধ্যে রয়েছে কদম, জামরুল, আম, পেয়ারা ও বাদাম। এখন কিছুটা নিস্তেজ দেখালেও গাছগুলির প্রাণ নেই বলে নিশ্চিত বিশেষজ্ঞরা। নিয়মিত জল, সার ও ওষুধ দেওয়া হচ্ছে, এবং মৌসুম বদল হলে গাছগুলি আগের রূপ ফিরে পাবে বলে আশা। এই উদ্যোগে সন্তুষ্ট স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবেশপ্রেমীরা। গাছ বাঁচিয়ে উন্নয়নের এই পথ শহরের অন্যান্য প্রকল্পের জন্যও দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল।

অসুস্থ গায়ক নচিকেতা, ভর্তি হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি সংগীতশিল্পী নচিকেতা। শনিবার বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। রবিবার হাসপাতাল সূত্রে খবর, নচিকেতার অ্যানজিওপ্লাস্টি হয়েছে। বুকে দুটি স্টেন্ট বসেছে। আপাতত ভালো রয়েছেন তিনি। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। শনিবার অসুস্থ বোধ করায় নচিকেতাকে বাইপাসের ধারে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

শিল্পীর হৃদযন্ত্রে সমস্যা দেখা দেয়। যার ফলে বসানো হয়েছে দুটি স্টেন্ট। সূত্রের খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই একাধিক শো করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। রবিবার আসানসোলে একটি অনুষ্ঠান ছিল, যদিও শারীরিক অসুস্থতার কারণে তা বাতিল করে দেন নচিকেতা। আগামী কয়েকদিন কোনও শো করবেন না তিনি। এমনটাই সংগীতশিল্পীর পরিবারের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর অসুস্থতায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগে অনুরাগীরা।

সনাতন সংস্কৃতি সংসদের আয়োজনে কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

খড়দায় ব্যবসায়ীদের থেকে তোলাবাজির অভিযোগ, বিপর্যস্ত ব্যবসায়িক পরিবেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাজ্যে শিল্পোন্নয়নের পথ বারবার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে রাজনৈতিক দৌরাত্ম্যের জেরে; এমনই নতুন বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে এসেছে খড়দা শিল্পাঞ্চল। এলাকায় সক্রিয় তোলা আদায়ের অভিযোগে ক্ষুব্ধ শিল্পমহল দাবি করছে, দীর্ঘদিন ধরেই সংগঠিত চাঁদাবাজির চাপে ব্যবসা টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। ছোট দোকান থেকে মাঝারি কারখানা সব ক্ষেত্রেই নাকি নির্দিষ্ট 'মাসোহারা' দিতে বাধ্য করা হচ্ছে উদ্যোক্তাদের।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, খড়দার বিলাকান্দা ১ নম্বর পঞ্চায়েতের একাংশ কর্তারা প্রতি ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রে মাসে প্রায় দুই হাজার টাকা করে তোলা ধার্য করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই শিল্পাঞ্চলের একাধিক ব্যবসায়ী সম্প্রতি একটি

ফোনালাপ প্রকাশ্যে এনেছেন, যেখানে তোলা চাওয়ার দাবি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে বলে অভিযোগ। উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, এই ধারাবাহিক চাপের ফলে নতুন শিল্প আসা তো দূরের কথা, পুরনো সংস্থাগুলিও ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। শিল্পমহলের আশঙ্কা, নিয়মিত দাদাগিরি, সিন্ডিকেটের আধিপত্য এবং তোলা সংস্কৃতি চালু থাকলে রাজ্যের শিল্প পরিবেশ আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। বিরোধী শিবিরের দাবি, এ ধরনের অনিয়মই প্রমাণ করে যে প্রশাসনিক কাঠামোর উপর দখলদারি ও নেতাকর্মীদের ইচ্ছাচারিতাই আজকের বড় সমস্যা। খড়দার ঘটনার জেরে রাজ্যের ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠেছে নানা মহলে।

রাজ্যের শিল্পনীতি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হলেও, অভিযোগের সত্যতা ও ভবিষ্যৎ উদ্যোগ নিয়ে প্রশাসনের তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শনিবার রাতে বাসুদেবপুর থানার কেউটিয়া মসজিদ মোড়ে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। মৃতের নাম জয় প্রসাদ (৩৭)। তাঁর বাড়ি ভাটপাড়া থানার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের সুন্দিয়া ভিলেজ রোডের হনুমান মন্দিরের কাছে। আহত আরেক বাইক আরোহী সানি ওঁরাও গুরুতর আহত অবস্থায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃত যুবক নির্মীয়মাণ আবাসনে ইলেকট্রিক ওয়ারিংয়ের কাজ করতেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওইদিন রাতে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে একটি মোটর বাইকে চেপে দুই বন্ধু নৈহাটির দিক থেকে শ্যামনগরের দিকে যাচ্ছিলেন। কেউটিয়া মোড়ে একটি গাড়ির সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষ ঘটে। ঘটনাস্থলেই জয়ের মৃত্যু হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে সানিকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে তাঁকে বারাসাতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। যদিও ধাক্কার পর ঘাতক গাড়িটি পালিয়ে যায়। পুলিশ ঘাতক গাড়ির খোঁজ চালাচ্ছে।

রাস্তা দখলমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন শহরের লক্ষ্যে কড়া ভূমিকায় পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার রাস্তাজুড়ে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত গাড়ি এবং অবাধ পার্কিং নিয়ে অবশেষে কঠোর সিদ্ধান্ত নিল পুরসভা। শহরের বিভিন্ন মোড়, আবাসিক এলাকার সামনের রাস্তা এমনকী একাধিক থানার কাছেও মাসের পর মাস গাড়ি পড়ে থাকতে দেখা যায়। সেই সব গাড়ির নীচে জমে থাকে আবর্জনা, ঝাড়ুদারেরা কাজে নামতে পারেন না, ফলে প্রতিদিনের সাফাই কার্যত ব্যাহত হয়। পরিস্থিতির জট কাটাতে পুর প্রশাসন এবার নড়েচড়ে বসেছে।

পুরসভার এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার ধারে ফেলে রাখা গাড়ি সরাতে পুলিশের সক্রিয় সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে শহরবাসীকে সচেতন করতে শুরু হবে বিশেষ প্রচার অভিযান। জানানো হবে; প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত সাফাই চলবে, তাই ওই সময় রাস্তায় কোনও যানবাহন থামিয়ে রাখা যাবে না। প্রশাসনের মতে, নাগরিকদের সহযোগিতা মিললে পরিচ্ছন্ন ও গতিময় কলকাতা গড়ার ক্ষেত্রে এটি বড় পদক্ষেপ হবে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত কয়েক সপ্তাহ আগে পুরসভার মাসিক বৈঠকে, যেখানে চেয়ারপার্সন মালা রায় রাস্তা সাফাই বাধাগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন। পরে 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে একই অভিযোগ পৌঁছতেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তাঁর নির্দেশে পুরো প্রক্রিয়া তদারকি করছেন পুর কমিশনার সুমিত গুপ্তা।

নতুন নিয়ম বাস্তবায়নে লালবাজারের আনুষ্ঠানিক সহায়তা চেয়ে পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মাকে চিঠি পাঠিয়েছে পুরসভা।

পশ্চিমবঙ্গে এনুমারেশনের শেষ ধাপ, হাতে পাঁচ দিন, প্রায় পূর্ণ ফর্ম বিলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন এখন শেষলগ্নে। এনুমারেশন প্রক্রিয়া শেষ হতে আর মাত্র পাঁচ দিন বাকি থাকতেই নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে; রাজ্যের প্রায় সব ভোটারের কাছেই ফর্ম পৌঁছে গিয়েছে। কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মোট ফর্মের ৯৯.৯৭ শতাংশ ইতিমধ্যেই বিলি করা হয়েছে; বাকি রয়েছে মাত্র সামান্য কিছু কপি।

রাজ্যে চলতি বিশেষ সংশোধন কর্মসূচির প্রথম ধাপেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম বিতরণের কাজে। জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের তৎপরতায় এদিন পর্যন্ত ৭৬ লক্ষাধিক ফর্মের মধ্যে কেবল ২০ হাজারের মতো ফর্ম বিলির বাকি রয়েছে। সমান্তরাল ভাবে ফর্ম সংগ্রহ করে ডিজিটাল রেকর্ড তৈরির কাজও প্রায় সম্পূর্ণ। কমিশনের হিসাব বলছে, ৯৯ শতাংশেরও বেশি ফর্ম ইতিমধ্যেই অনলাইনে আপলোড হয়ে গিয়েছে। বিএলওদের দল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গ্রাম ও শহরের প্রত্যন্ত এলাকায় ঘুরে নাগরিকদের হাতে ফর্ম তুলে দিচ্ছেন। কর্মসূত্রে বাড়ির বাইরে থাকা ভোটারদের জন্য রাখা হয়েছে অনলাইন এনুমারেশনের সুযোগ; যা এই বছর বেশ সাড়া পেয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রের দাবি।

এখন প্রশাসনের নজর শেষ পাঁচ দিনকে সামনে রেখে বাকি কাজ দ্রুত শেষ করার দিকে। কমিশন ইতিমধ্যেই সব জেলা অফিসকে অতিরিক্ত কর্মী মোতায়েন, দ্রুত সংগ্রহ, এবং তাৎক্ষণিক ডিজিটাইজেশনের নির্দেশ পাঠিয়েছে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই শতভাগ কাজ শেষ করা সম্ভব হবে বলেই সরকারি মহলের আত্মবিশ্বাস।

হালিশহরে বাইক চুরির অভিযোগে ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শনিবার রাতে হালিশহর থানার বলদেঘাটা মোড় থেকে একটি মোটর বাইক চুরি হয়েছিল। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে হালিশহর থানার পুলিশ দু'জনকে পাকড়াও করেছে। পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে চুরি হওয়া মোটর বাইকটি উদ্ধার করেছে। সেই সঙ্গে পুলিশ বাইক চুরিতে ব্যবহৃত মাস্টার চাবিও উদ্ধার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতেরা মোটর বাইক চুরির কথা স্বীকারও করে নিয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ হালিশহর রামপ্রসাদ সরণির একটি ফাঁকা মাঠ থেকে আরেকটি মোটর বাইক উদ্ধার করেছে। বাইক চুরির ঘটনায় জড়িত বাকিদের পুলিশ খোঁজ চালাচ্ছে।

বাঘমামা...। আলিপুর চিড়িয়াখানায় অদিতি সাহার তোলা ছবি।

বাংলায় সন্দেহভাজন ভোটার নিয়ে কমিশনের উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের ভোটার তালিকা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে নির্বাচন কমিশনের মধ্যে। কমিশনের নিজস্ব তথ্যভাণ্ডারে যে পরিমাণ সন্দেহভাজন ভোটারের তথ্য রয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের কাছে জমা পড়া পরিসংখ্যান তার সঙ্গে বড়সড় অমিল তৈরি করেছে। কমিশনের অনুমান, বাংলায় সন্দেহভাজন ভোটারের সংখ্যা তাঁদের প্রাথমিক হিসেবের চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশি হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতেই রাজ্য জুড়ে চলছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া। এই সংশোধনের ফলে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ যেতে পারে ৫৪ লক্ষেরও বেশি নাম। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, আগামী ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশ পাবে নতুন খসড়া তালিকা। কমিশনের যুক্তি অনুযায়ী, এবার যে পরিমাণ নাম

বাদ পড়ার আশঙ্কা ৫৪ লক্ষেরও বেশি নাম

বাদ পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে আন-কালেক্টেবল বা অপ্রাপ্য ভোটারের সংখ্যা ৫৫ লক্ষ ৩১ হাজার ৪২৩। তার পাশাপাশি মৃত ভোটারের সংখ্যা নথিভুক্ত হয়েছে ২৩ লক্ষ ৮১ হাজার ৪৯। অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছেন ১৯ লক্ষ ৩১ হাজার ৩৮৪ জন ভোটার। ডুপ্লিকেট বা পুনরাবৃত্ত ভোটার চিহ্নিত হয়েছেন ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৪৯৯ জন। অন্য বিভাগে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আরও ৪৪ হাজার ৭৫১টি নাম। তালিকা প্রকাশের আগে যদিও কমিশন জানিয়েছে, এটি কোনওভাবেই চূড়ান্ত পরিসংখ্যান নয়। আরও পর্যালোচনা ও আপডেটের পর সংখ্যায় পরিবর্তন আসতে পারে। তবে মৃত বা স্থানান্তরিত ভোটারের তথ্য সাধারণত স্থির থাকে, তাই ওই বিভাগে বড়সড় সংশোধনের সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করছে কমিশন। বরং যাঁদের 'নিখোঁজ' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাঁদের সন্ধান মিললে সেই সংখ্যাই কিছুটা কমতে পারে।

খসড়া তালিকা প্রকাশের নির্ধারিত সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। ফলে শেষ মুহূর্তের সংশোধনে মোট পরিসংখ্যানের হেরফের হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না বলে কমিশন সূত্রে খবর।

সম্পাদকীয়

অনলাইন ইনস্ট্যান্ট ডেলিভারি নিয়ে ভাবার সময় এসেছে

যুগের সঙ্গে তালমিলিয়ে অনলাইন কেনাকাটায় হাত পাকিয়ে ফেলেছে মধ্যবিত্ত সমাজ। এই কেনাকাটার বাজার আরও জনপ্রিয় হয়েছে অনলাইন ইনস্ট্যান্ট ডেলিভারির দৌলতে। ঘরে বসে হাতে শুধু একটা স্মার্ট ফোন থাকলেই হল, ব্যস যা ইচ্ছে অর্ডার করুন ১০ মিনিটে আপনার ঘরে পৌঁছে দেবে তাঁরা। একেবারে হাতে গরম সার্ভিস। আর কিছু লাগে? ফলে প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে এই পরিষেবার বহর। বাড়ছে সংস্থার সংখ্যা। কত তাড়াতাড়ি গ্রাহকের চাহিদা মেটানো যায়, দেশ জুড়ে চলছে এক অসুস্থ প্রতিযোগিতা। কিন্তু এবার ভাবার সময় এসেছে। এই পরিষেবা দিন কে দিন যেখানে যাচ্ছে তারপর আর চোখ বুজে থাকা সম্ভব নয়। কোনও কোনও মহল থেকে।এরই মধ্যে এই অমানবিক ও বিপজ্জনক প্রতিযোগিতা বন্ধ করার পক্ষে আওয়াজ উঠেছে। সেই আওয়াজই এবার পৌঁছে গেল সংসদেও। সেখানেও দাবি উঠেছে এই বিপজ্জনক পরিষেবা অবিলম্বে বন্ধ করার। সমস্যাটা হচ্ছে, গ্রাহকরা ইন্সট্যান্ট ডেলিভারিতে উপকৃত হলেও, যারা এই ডেলিভারি করছেন, তাদের কথাও ভাবার সময় এসেছে। জ্যোমাটো, সুইগি, ব্লিঙ্কিট, জপ্টো, মেশো, ওলা, উবের, অ্যাপ বাইক ও অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার কর্মীরা দেশের অর্থনীতির এক অদৃশ্য চালিকাশক্তি। প্রতিটি অর্ডারের নেপথ্যে ওই কর্মীর পরিশ্রম অদৃশ্যই থেকে যায়। বাস্তব বলছে, এদের হাল দিনমজুরদের থেকেও খারাপ। একদিকে যেমন ২৪ ঘন্টাই অস্বাভাবিক গতিতে তাদের ডেলিভারি করতে হয়, তেমনই অসুরক্ষিত পরিবেশে ডেলিভারি চালিয়ে যেতে হয়। কারণ, ডেলিভারি বয়দের মাথার ওপর সব সময় ঝুলছে পেনাল্টি বা জরিমানার খাঁড়া। ফলে রাস্তায় ট্রাফিক আইন ভাঙা থেকে শুরু করে বেপরোয়া ড্রাইভিং, নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিতেও দু'বার ভাবেন না এই ডেলিভারি বয়রা। কারণ যে কোনও মূল্যে রেটিং তাঁদের চাই। আবহাওয়ায় কী রকম, রাস্তা কীরকম এসবের কোনও পরোয়া নেই তাঁদের। রেটিং চাই, রেটিং। রেটিংয়ের চক্করেই আটকে এই গোটা ইন্ডাস্ট্রি। এই অমানবিক ও বিপজ্জনক পরিষেবা নিয়ে তাই ভাবার সময় এসেছে।

শব্দছক ৭

রবি দাস

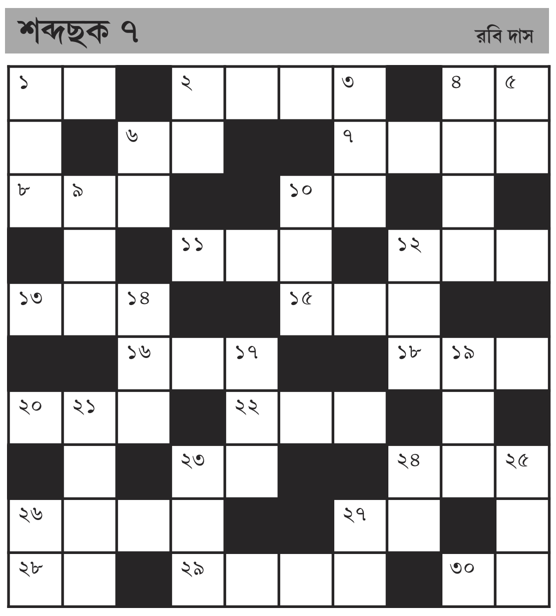

পাশাপাশি: ১.আজ ২.বাড়ির সর্বোচ্চ ছাদঘর ৪. তরবারি ৬. আমার ভাবনা ৭. ধরাশায়ী ৮. মাহাত্ম্য ১০.মাতুল ১১.কাঠের ঘষায় আগুন ১২. যুদ্ধ ১৩. সমাধি ১৫. কল্পনাকৃত ১৬. সরবতের অঙ্গ ১৮.কৃত্রিম ২০. সোনা ২২. রক্তাভ ২৩. মৃতদেহ ২৪. জলীয় ২৬. মতিগতি ২৭. শুভ্র

ওপর-নিচ: ১. সীমাহীন ২. শর্করা ৩. বাবার মা ৪. কারণহীন ৫. সাদা ৬. শার্ট ৯. আয়ব্যয়ের পর্যালোচনা ১০. মাণিক্য ১২. রত্ন-র কাব্যরূপ ১৪. রস-জ্ঞানী ১৭. পার্বন ১৯. মাদুলি ২১. বিয়েতে সানাইবাদন ২৩. ব্যাধ ২৪. সর্বদা ২৫. রাধার সখী ২৬. মিলমিলে রোগ ২৭. পুংক্তি

সমাধান ৬ — পাশাপাশি: ১. দিবস ৪. অভ্র ৬. নবান্ন ৭. জপমালা ৯. দাদাগিরি ১০. জুয়ারি ১২. বাদক ১৫. অশুভ ১৭. বিরাগ ১৯. জাগতিক ২১. মহাকাশ ২৩. দখল ২৫. মালী ২৬. মঙ্গল

ওপর-নিচ : ১. দিগ্বিজয় ২. সরমা ৩. বান ৪. অন্নদা ৫. অবারিত ৮. লাজুক ১১. রিক্ত ১২ বাবা ১৩. ক্ষোভ ১৪. চাবি ১৫. অগম ১৬. প্রজাপতি ১৮. গোলমাল ২০. কদলী ২২. হাকিম ২৪. লঙ্কা

আজকের দিন

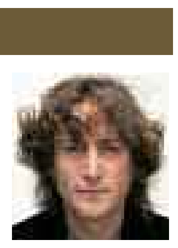

■ **১৯৪১** — আগের দিন পার্ল হারবার আক্রমণের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রবেশ করে।

■ **১৯৭১** — ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ভারতীয় নৌবাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানের বন্দর নগরী করাচিতে একটি উল্লেখযোগ্য আক্রমণ চালায়।

■ **১৯৮০** — সঙ্গীতজ্ঞ জন লেননকে তার নিউ ইয়র্ক সিটির অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে মার্ক ডেভিড চ্যাপম্যান গুলি করে হত্যা করেন, যার ফলে বিশ্বব্যাপী শোকের ছায়া নেমে আসে।

জন্মদিন

ধর্মেন্দ্র

১৯০০ *বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের জন্মদিন।*

১৯৩৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ধর্মেন্দ্রর জন্মদিন।*

১৯৪৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুরের জন্মদিন।*

'বিরোধীদের মাথার খুলি ভেঙে দেওয়ার' নিদান তৃণমূল বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এবারে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী উদ্দেশ্যে 'বিরোধীদের মাথার খুলি ভেঙে দেওয়ার' হুমকি দিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা মালতিপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি। শনিবার রাতের ইংরেজবাজার শহরের রথবাড়ি এলাকার তৃণমূলের একটি সভাতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এভাবেই কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন শাসক দলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি। ইতিমধ্যে দলের জেলার প্রথম সারির ওই নেতার বক্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই যেন রাজনৈতিকস্তরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। যদিও জেলা তৃণমূল সভাপতি এমন মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব।

এদিন রাতে মালদার ইংরেজবাজার শহরের রথবাড়ি এলাকায় তৃণমূলের সংহতি সভাতে উপস্থিত হয়েছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি। এছাড়াও ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, পুরাতন মালদার তৃণমূল নেতা তথা ভাইস চেয়ারম্যান ফিকুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, 'রাতের অন্ধকারে বিরোধীরা ষড়যন্ত্র করছে। যে মাথা দিয়ে এই ষড়যন্ত্র করছে সেই মাথার খুলি ভেঙে দেওয়া হবে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কদর্য ভাষায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করছেন। ও একটা নির্লজ্জ বেহায়া। তৃণমূল কংগ্রেস চাইলে ওকে মালদার মাটিতে আসলে গাড়ি থেকে পা মাটিতে রাখ তে দেবে না।' তৃণমূল বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি আরও বলেন, 'বিজেপি এই রাজ্যে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে, তাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাতে চাইছে। বিরোধী দলের নেতা যাচ্ছে তাই ভাষায় মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করছেন। আর তার জবাব এভাবেই দেওয়া হয়েছে।' এ প্রসঙ্গে বিজেপির দক্ষিণ মালদার সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুরি বলেন, 'কয়েকদিন আগে মালদায় শুভেন্দু অধিকারি এসেছিলেন। একটি অনুষ্ঠানে মানুষের ভিড় দেখে তৃণমূলের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। তাই ওরা উল্টাপাল্টা বকছে। আমরাও চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি হিম্মত থাকলে এমনটা করে দেখান।'

বনগাঁ পুরসভার কাজ সচল রাখতে আস্থা বৈঠক ডাকলেন তিন কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: কাউন্সিলাররা অনাস্থা আনার পর আস্থা বৈঠক ডাকেননি বনগাঁ পুরসভার পুরপ্রধান গোপাল শেঠ। এবার আস্থা বৈঠক ডাকলেন তিন কাউন্সিলর। বনগাঁ পুরসভার পুরপ্রধান গোপাল শেঠের বিরুদ্ধে ১৯ নভেম্বর অনাস্থা আনেন ৯ জন কাউন্সিলর। ২২ নভেম্বর পুরপ্রধানকে অনাস্থার নোটিস দেওয়া হয়। নিয়ম অনুযায়ী অনাস্থা আনার ১৫ দিনের মধ্যে আস্থা সভা ডাকতে হয় পুরপ্রধানকে। তবে গোপাল শেঠ এখনও পর্যন্ত আস্থা সভা ডাকেননি। পুরপ্রধান আস্থা সভা না ডাকলে ভাইস চেয়ারম্যান আস্থা সভা ডাকতে পারেন। কিন্তু বনগাঁ পুরসভায় বর্তমানে ভাইস চেয়ারম্যান না থাকায় এবার আস্থা সভা ডাকলেন, বনগাঁ পুরসভার তিন কাউন্সিলর কৃষ্ণা রায় নারায়ণ ঘোষ ও জ্যোৎস্না আঢ্য। আগামী ১০ ডিসেম্বর বুধবার বনগাঁ পুরসভার রূপসী বাংলা প্রেক্ষাগৃহে দুপুর ১২ টায় আস্থা ভোট হবে বলে জানিয়েছেন কাউন্সিলর কৃষ্ণ রায়। আস্থা সভার নোটিস সমস্ত কাউন্সিলর-এর কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। এই বিষয়ে বনগাঁ পুরসভার বিজেপি কাউন্সিলর দেবদাস মণ্ডল জানিয়েছেন, 'বনগাঁ পুরসভার অচলাবস্থা চলছে। তিন কাউন্সিলর আস্থা ভোটের জন্য বৈঠক ডেকেছেন। আমাকেও সেই চিঠি দেওয়া হয়েছে। আমি যাব কিনা দলের সঙ্গে বৈঠক করে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেব। কিন্তু সাধারণ মানুষ বনগাঁ পুরসভার পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হওয়া দরকার।' এই বিষয়ে বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠের কোন প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

মদের দোকানের সামনে ব্যক্তির রহস্যমৃত্যু, দেহ উদ্ধারে পুলিশকে বাধা, লাঠিচার্জ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকানের সামনে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে রবিবার সকালে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হল পুরুলিয়ার সাঁওতালডিহিতে। এদিন সকালে কাঁকিবাজার এলাকার বাইপাশ রাস্তার উপর একটি মদের দোকানের সামনে এলাকার বাসিন্দারা এক ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখতে পেলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। বেলা বাড়তেই ওই এলাকার বাসিন্দারা সেখানে ভিড় জমায়। তারাই সাঁওতালডিহি থানার পুলিশকে খবর জানালে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এরপরই পুলিশ মৃত ওই ব্যক্তির পরিচয় জানতে পারে। মৃত ওই ব্যক্তির নাম সুরেশ বাউড়ি (৩৭)। বাড়ি সাঁওতালডিহি থানার অন্তর্গত বগড়া গ্রামে। এরপর পুলিশ দেহটি উদ্ধার করতে গেলে উপস্থিত বাসিন্দারা পুলিশকে দেহ তুলতে বাধা দিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাদের দাবি, সুরেশের মৃত্যু হয়েছে মদ দোকানের ভিতর। তারপর তাঁর দেহ দোকানের বাইরে বের করে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তারই প্রতিবাদে চলে বিক্ষোভ। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রঘুনাথপুরের এসডিপি ও রোহেদ শেখ। আবগারি দপ্তরের আধিকারিক থেকে পাশের পাড়া থানার পুলিশ। দুপুরের দিকে উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে দেহটি উদ্ধার করে পাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে এলে ওই হাসপাতালের চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মমতাকে ভোট দেওয়ার আহ্বান অনুব্রত মণ্ডলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: '২০২৬ সালের ফের ক্ষমতায় আসছেন মমতা।' তাই মমতাকেই ভোট দেওয়ার আহ্বান জানালেন বীরভূম জেলা তৃণমূল কোর কমিটির কনভেনার অনুব্রত মণ্ডল। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে এসআইআর নিয়ে ভোট রক্ষা শিবির করছে তৃণমূল, সিউড়ি বিধানসভার সিউড়ি ১নং ব্লকের উদ্যোগে করিধ্যার হাটতলায় রবিবার আয়োজিত হল বাংলার ভোট রক্ষা শিবির নিয়ে সাংগঠনিক সভা। এই সাংগঠনিক সভাতে উপস্থিত কর্মীদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, 'এসআইআর নিয়ে ভয় পাবেন না। ১৯৫২ সালে ভোটার লিস্টে বাবা, ঠাকুরদার নাম রয়েছে। ২০০২ সালে যাদের ভোটার লিস্টে নাম নেই, তাদের কোনও হরিদাস পাল নাম বাদ দিতে পারবে না।' এরপরই তিনি বলেন, '২০২৬-এ ক্ষমতায় আসবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' এই ভোট রক্ষা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সিউড়ি বিধানসভার বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী-সহ ব্লকতৃণমূল নেতৃত্ব।

নিখোঁজ বিচারাধীন বন্দি, জারি লুকআউট নোটিস

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শ্রীরামপুর সংশোধনাগার থেকে নিখোঁজ বিচারাধীন বন্দি। গত বছরের জুন মাস থেকে শ্রীরামপুর সংশোধনাগারে ছিল সে। শনিবার তার নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি সামনে আসে। জানা গিয়েছে, তার নাম রাজেশ হাটি। সে একটি পকসো মামলায় অভিযুক্ত। ইতিমধ্যেই তার খোঁজে লুকআউট নোটিস জারি করা হয়েছে। সে কিপালিয়ে গিয়েছে? সে ক্ষেত্রে কীভাবে সংশোধনাগারের সুরক্ষা বর্ম ভেদ করে পালিয়ে গেল ওই বন্দি? সুরক্ষা ব্যবস্থায় কি তবে কোনও খামতি ছিল? উঠছে সেই প্রশ্ন।

শ্রীরামপুর সংশোধনাগারের মধ্যে নজরদারির জন্য রয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। ইতিমধ্যেই সেই ফুটেজ তুলে দেওয়া হয়েছে পুলিশের হাতে। এই বিষয়ে জেল কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

শ্রীরামপুরের মহকুমা শাসক শম্ভুদীপ সরকার জানান, 'সংশোধনাগারের আবাসিকের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি নজরে আসার পরেই সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষকে থানায় এফআইআর করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কীভাবে ওই ব্যক্তি নিখোঁজ হলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

আসানসোলে বিজেপির পালটা সভা তৃণমূলের

বিজেপি নেতৃত্বের সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক ভাষণের বিরোধিতায় সরব মন্ত্রী মলয় ঘটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: ২৯ ডিসেম্বর আসানসোলের গির্জা মোড়ে বিজেপির পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়, সংকল্প পরিবর্তন সভা। এই সভায় আসানসোল শিল্পাঞ্চলের স্থানীয় নেতৃত্ব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিজেপির রাজ্য সম্পাদক শমীক ভট্টাচার্য। রবিবার একই জায়গায় তৃণমূলের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় পালটা সভার। এই সভায় মুখ্য বক্তা ছিলেন আসানসোল উত্তরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং, আসানসোল জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউড়ি-সহ তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব। মলয় ঘটক এদিনের সভায় বলেন, 'দিন কয়েক আগে এই জায়গাতেই সভার আয়োজন করেছিল আসানসোলের বিজেপি নেতৃত্ব। আর সেই সভায় মঞ্চে ডান দিক ও বাঁ দিকে মাফিয়াদের বসিয়ে বিভিন্ন রকম সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক ভাষণ দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। কিন্তু শিল্পাঞ্চলবাসী এই উস্কানিমূলক ভাষণে মোটেও প্রভাবিত হবে না।' শুধু তাই নয় দিন দু'য়েক আগে আসানসোল প্রধান বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন হটন রোড মোড়ে টোটো এবং অটোদের যানজটের সৃষ্টির কারণে, নিজের গাড়ি থেকে নেমে যানজট মুক্ত করতে দেখা যায় আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালকে। এমনকি সেদিন বিধায়কের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় দায়িত্বপ্রাপ্ত সিভিক ভলান্টিয়ার ও ট্রাফিক পুলিশকে। এই প্রসঙ্গে মলয় ঘটক বলেন, 'বিজেপি সরকার মানুষকে ভুল বুঝিয়ে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেকারত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দু'মুঠো খাবারের সন্ধানে যে সমস্ত টোটো এবং অটো ড্রাইভার রাস্তায় নামছেন, তাদের প্রতিও আগ্রাসন নীতি নিচ্ছে বিজেপি সরকার। যার জলজ্যান্ত উদাহরণ আসানসোল দক্ষিণের বিধায়কের ঘটানো ঘটনা।' মলয় ঘটক এসআইআর প্রসঙ্গে বলেন, 'কেন্দ্র সরকার যতই নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে চক্রান্ত করুক, তৃণমূল গত বিধানসভা নির্বাচনের থেকেও এই নির্বাচনে অনেক বেশি আসনে জয় লাভ করে সরকার গঠন করবে। এবং অতি অবশ্যই এই জেলায় সমস্ত আসনে তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করবে।' উল্লেখ্য, এদিনের সভায় হুমায়ুন কবীর বা বাবরি মসজিদ প্রসঙ্গে কোনও কথা বলেনি মন্ত্রী-সহ সভায় উপস্থিত কোনও তৃণমূলের বক্তা। এদিনের সভায় ভোজপুরি ভাষায় বক্তব্য রাখেন জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং। তিনি বলেন, 'যে যতই চেষ্টা করুক, হিন্দীভাষী-সহ সমস্ত ধর্মীয় বর্গের লোক তৃণমূলের উপরই ভরসা রাখেন। যার প্রতিফলন দেখা যাবে এবারের বিধানসভা ভোটে।'

এসআইআর ফর্ম জমা দিয়েও হতাশ প্রাক্তন সেনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: এসআইআরের জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম পেয়েও হতাশ এক প্রাক্তন সেনা কর্মী। জানা গিয়েছে, ২০০২ ভোটার লিস্টে তাঁর নাম নেই কিন্তু ২০২৫-এর ভোটার লিস্টে তার নাম রয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই এসআইআরের জন্য নির্ধারিত ফর্ম তিনি পেয়েছেন। রয়েছে ভোটার কার্ড। রয়েছে সেনা বাহিনীর ব্যাজ, পেনশন বুক-সহ সবকিছুই। সবচেয়ে বড় বিষয় তাঁর স্ত্রী-সহ পরিবারের সকলের কোনও সমস্যা নেই। আর ২০০২ সালের লিস্টে নাম না থাকায় ভোটার তালিকায় নাম থাকবে কিনা তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন ৭৮ বছর বয়সি এক প্রাক্তন সেনা কর্মী। তবে জানা গিয়েছে, ২০০২-এ নাম না থাকলেও যেহেতু ২০২৫-এর তালিকায় নাম রয়েছে, তাই এপিক নং এর কলম-সহ কয়েকটি কলম বাদ দিয়েই জমা দিয়েছেন ফর্ম। আর এক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে জটিলতা। ওই সেনা কর্মীকে নিয়ম অনুযায়ী শুনানির মুখোমুখি হতে হবে বলে ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত যা একজন প্রাক্তন সেনা কর্মীর ক্ষেত্রে বিড়ম্বনার সামিল। তবে কি আবার নতুন করে ভোট তুলতে হবে? এই প্রশ্নই দিনরাত ঘুরপাক খাচ্ছে ৭৮ বছর বয়সী প্রাক্তন সেনা কর্মীর মাথায়। জানা গিয়েছে, বিষয়টি উঠে এসেছে শ্যামপুর দুই ব্লকের খাড়ুবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দপুর গ্রামে। অংশ নং ২৬১। বলাই চক্রবর্তী নামের ওই প্রাক্তন সেনা কর্মী তাই হতবাক হয়ে গিয়েছেন এই তথ্য বিভ্রান্তিতে। আরও জানা যায় যে ১৯৬৭ সালে তিনি সেনা বাহিনীতে যোগ দেন। চীন সীমান্তে ডিউটি ও করেছেন সেই সময়ে। পরে ১৯৮৮ সালে অবসর নিয়ে এক্স মিলিটারি রুলে দেশের কয়েকটি জায়গায় কাজ ও করেন। ২০০২ সালে পাকাপাকি ভাবে অবসর নেন। যদিও চাকরি চলাকালীন বিভিন্ন সময়ে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে তিনি ভোট দিয়েছেন। ২০০২ সালের পর থেকেই নিজে বুথে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের ভোটে ভোটও দেন। কিন্তু কিভাবে ২০০২ সালের ভোটার লিস্ট থেকে তাঁর নাম উধাও হয়ে গেল তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

জামুড়িয়ায় বাংলা বাঁচাও যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: শিল্প বাঁচাও, কাজ বাঁচাও, জেলা বাঁচাও, বাংলা বাঁচাও এমনই বার্তা সম্বলিত ব্যানার হাতে সিটু পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে এদিন পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হল শিল্পাঞ্চল জামুড়িয়ায়। রবিবার এই পদযাত্রা জামুড়িয়ার পনিআটি ওয়ার্কশপ থেকে শুরু হয় এবং জামুড়িয়া বাজার হয়ে জামুরিয়া গ্রাম, আখলপুর ব্রিজ হয়ে শিবডাঙ্গা ও চাঁদা মোর পরিক্রমা করে এই মিছিল। বাংলা বাঁচাও পদযাত্রায় সামনের সারিতে অংশগ্রহণ করেন, ডি.ওয়াই.এফ.আই-এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জী, পাণ্ডবেশ্বর-এর প্রাক্তন বিধায়ক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী, তাপস কবি, মনোজ দত্ত-সহ আরও অনেকে। লাল ঝাণ্ডা হাতে বহু বাম কর্মী সমর্থক এদিন পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন এবং সকলের মুখ থেকে উঠে আসে বাংলা বাঁচানোর ডাক। এ বিষয়ে ডি.ওয়াই.এফ.আই এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জী জানান, 'গোটা রাজ্য জুড়ে চলছে ধর্মের রাজনীতি। নির্বাচনের আগে যেসব দলের প্রতিনিধিরা বেকার যুবকদের কাছে কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সংবিধান রক্ষার কথা বলেছিল, সেইসব জনপ্রতিনিধিরা আজ মন্দির আর মসজিদ নিয়ে রাজনীতিতে ব্যস্ত। সাধারণ মানুষের কাছে দেওয়া তাদের প্রতিশ্রুতির কথা আজ আর মনে নেই, সেইসব রাজনৈতিক দলের জনপ্রতিনিধিতের। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জন্য লড়াই করে পথে নামে বামফ্রন্ট। সে কারণেই কর্মসংস্থান থেকে ছাঁটাই এমনকি শহীদ হতে হয় বাম সমর্থকদের। তাই এদিন আমরা সিটু পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে কৃষক, খেতমজুর, মহিলা, যুব ও বস্তি সংগঠনের সহযোগিতায় বাংলা বাঁচানোর জন্য জেলা জুড়ে পদযাত্রায় নেমেছি আমরা।' পাশাপাশি পদযাত্রায় উপস্থিত পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জি জানান, 'আমাদের জেলায় কর্মসংস্থানের বড়ই অভাব। দিন দিন শিক্ষিত যুব সমাজকে বেকারত্ব সমস্যা গ্রাস করছে। এই সমস্ত ঘটনার জন্য পুরোপুরি দায়ী বিজেপি এবং টিএমসি।'

উত্তরপাড়া-কোতরং পুরসভার তরফে বিপ্লবী বীর অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে 'বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি তোরণ'-এর শিলান্যাস উদ্বোধন করলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিনব জনসংযোগ বসিরহাট জেলা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: 'বহুত্ববাদের ভারতবর্ষে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিকেরা বিভাজনে বিশ্বাস করি না। আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। তারই পদঙ্ক অনুসরণ করে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা ধর্মের বিভাজন করি না। বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতিতে এমনটা নেই। তবে একটি রাজনৈতিক দল এই হিন্দু-মুসলিমদের সম্প্রীতি ভাঙতে চেষ্টা করছে।' শীতকালীন রক্ত সংকট মেটাতে বসিরহাট জেলা তৃণমূলের মেঘা রক্তদান কর্মসূচিতে এসে এমনই মন্তব্য করেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার জেলা সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটনের উদ্যোগে বাদুড়িয়া ডিকেএম বিদ্যালয়ের ময়দানে ৭ টি ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় মেগা রক্তদান কর্মসূচিতে কয়েক হাজার রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এদিন ভারতীয় ফুটবল দলের গোলরক্ষক তথা বাদুড়িয়ার ভূমিপুত্র রাজরূপ সরকারকেও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে এলাকার থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদেরকেও বিশেষ আর্থিক সাহায্য করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে খাদ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটন, চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি, আইএনটিটিইউসি সভাপতি তথা কর্মাধ্যক্ষ এটিএম আব্দুল্লাহ রনি, জেলা আরটিএ সদস্য সুরজিৎ মিত্র, জেলা যুব সভাপতি সৌভিক রায় অধিকারী, জেলা ছাত্র পরিষদের সভাপতি অভিষেক মজুমদার, জেলার সভানেত্রী সবিতা মন্ডল, বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, বসিরহাট, টাকি, বাদুড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান এবং কাউন্সিলর-সহ দলের পদাধিকারীরা।

আরামবাগে আন্তর্জাতিক গোঁসাই পরবে মানবতার জয় গান

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: মানব ধর্মের বার্তা নিয়ে এবার সেজে উঠছে আরামবাগের আন্তর্জাতিক গোঁসাই পরব। 'খুলে ফেলে দাও জাতের বর্ম, এ পরব মানে মানবধর্ম।' পাশাপাশি 'আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম, আমরা আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম।' আরামবাগের প্রাণের উৎসব গোঁসাই পরবের এবারের ভাবনা, সমাজের একটা শ্রেণি যখন ধর্মের বিদ্বেষ নিয়ে রাজ্য ও দেশজুড়ে হিংসা ছড়াচ্ছে। তখন মানুষের ও বিশ্ব শান্তির বার্তা নিয়ে এবার সেজে উঠছে গোঁসাই পরব। এবার ট্যাগলাইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হচ্ছে পরবের মাঠের থিম। পুরনো দিনের পরিবেশ ফিরে পাওয়া যাবে মাঠে প্রবেশ করলেই। এই নিয়ে আরামবাগে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের বিশিষ্টজনেরা। এখন থেকে গানে গানে প্রচার ও সোশ্যাল মিডিয়ার ওয়াল দখল করেছে টিম গোঁসাই পরব। শহরের মানুষের মধ্যেও বাউল কেন্দ্রিক আলাদা উন্মাদনা শুরু হয়েছে। শহরবাসী যেন বলছেন, 'নিতাই চাঁদের বাজারে, গৌরচাঁদের দরবারে, এক মন যার, সেই যেতে পারে।' বর্তমানে পরব মানে মানবধর্ম। উদ্যোক্তারা বলছেন, 'জাতের নামে বজ্জাতি বন্ধ হোক। তাহলে মানুষের পুজো করতে হবে। ঈশ্বরের অধীনে ভক্ত নয়, ঈশ্বর নিজেই ভক্তের অধীন। ভক্ত আছে বলেই ঈশ্বরের সম্মান। ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন মানুষ। মানুষই সময়ের প্রেক্ষাপটে ধর্ম যখন মানুষকে মোহপাশে আবদ্ধ করছে, তখন আন্তর্জাতিক গোঁসাই পরব বলছে, খুলে ফেলে দাও জাতের বর্ম,এ পরব মানে মানবধর্ম।' উদ্যোক্তাদের দাবি, ২২ থেকে ২৬ জানুয়ারি গোঁসাই পরবের মাঠে এসে উপলব্ধ হবে সম্প্রীতির বন্ধন। যেখানে রাম আর রহিম, কৃষ্ণ আর খ্রিস্ট এক দেহে বাস করেন। ২২-২৬ ডিম্বের সেই মানুষ ভজনার উৎসব। এবার মাঠের থিমসজ্জায় থাকছে আলাদা চমক, এমনটাই জানালেন পরবের কর্তৃপক্ষের তরফে শান্তনু রায়, শ্রীদ্বীপ চ্যাটার্জী, মাধব কোনার-সহ অন্যান্যরা। সবমিলিয়ে ২২ ডিসেম্বর ধুনি প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুরু হবে বাউল ও ফকিরের গান।

ফিলাটেলিক ক্যুইজ প্রতিযোগিতা

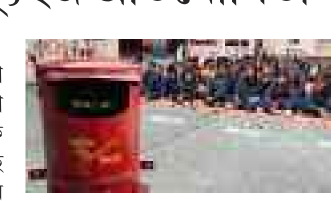

নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি: ভারতীয় ডাক বিভাগের উদ্যোগে আড়াই অক্ষরপত্র লেখা প্রতিযোগিতা এবং ফিলাটেলিক ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেশের বিভিন্ন জায়গায়। বীরভূম ডিভিশনের হেড পোস্ট অফিসের উদ্যোগে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ডাক বিভাগের এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগী হল সুপারিনটেনডেন্ট অফ পোস্ট অফিস বীরভূম বিভাগ। শনিবার সিউড়ি আবদার পুরে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ

জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১,মিডলন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১

ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: জয়ন্ত অগাস্টাইন মুন্ডু, ই-মেইল আইডি: sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯০৫১১০৮৭৪৫

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **বাস্তবিক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে **"যেখানে যেমন আছে"**, **"যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৪.১২.২০২৫

অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট /ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম	যে সম্পদ বিক্রি করা হচ্ছে তার বিবরণ	বকেয়া পাওনা	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি @ ১০% / দর বৃদ্ধির পরিমান
১.	**মনোজ সরকার** পিতা- মন্টু সরকার **পিঙ্কি কুমির (প্রয়াত পুতুল সরকারের আইনি উত্তরাধিকারী)** পিতা- মন্টু সরকার। **উভয়ের ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং এফ-সি, প্রথম ফ্লোর, হোল্ডিং নং ১৬০, রাম রতন ঘোষ রোড, ওয়ার্ড নং ১৭, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভা, থানা - সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ।	স্ব-সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার নং এফ-সি, যা প্রথম ফ্লোরেঅবস্থিত, যার পরিমাপ ৮৬১ বর্গফুট, যা দুটি বেড রুম, একটি ডাইনিং স্পেস, একটি রান্নাঘর, একটি বাথ কাম টয়লেট, একটি ডব্লিউসি , একটি বারান্দা নিয়ে গঠিত। এটি হোল্ডিং নং ১৬০, রাম রতন ঘোষ রোড, ওয়ার্ড নং ১৭, রাজপুর - সোনারপুর পৌরসভা-এর অধীনে অবস্থিত। সম্পত্তিটি মৌজামুজ্জুর, জে.এল. নং ৫৫, তৌজি নং ২৫১, পরগণা - মেদান মল্ল-তে অবস্থিত এবং আর.এস. খতিয়ান নং ১২১৪, ১২১৮, ১২৩১, ১৮০৬, ১৮১০ ও ১২৩৬ এর অন্তর্ভুক্ত এবং আর.এস. দাগ নং ৫২৪, থানা - সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ এর অন্তর্গত। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ:** পূর্ব দিকে- ফ্ল্যাট এ, পশ্চিম দিকে- সাধারণ স্থান , উত্তর দিকে- ফ্ল্যাট ডি, দক্ষিণ দিকে- সাধারণ স্থান । সম্পত্তিটি **পুতুল সরকার ও মনোজ সরকার-এর নামে ২০১৮ সালের ডিড নং ১৯০১০৭২৮০** অনুসারে নিবন্ধিত, যা অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসুরেন্স -১, কলকাতা-এর কার্যালয়ে বই নং ১, পৃষ্ঠা ৩০২৬৭৩ থেকে ৩০২৭২৯, ভলিউম নং ১৯০১-২০১৮-তে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে আছে**	২৭,২২,২১৯.০০ টাকা (সাতাশ লক্ষ বাইশ হাজার দুই শত উনিশ টাকা মাত্র) ৩১.০৭.২০২৪ **তারিখ অনুযায়ী** বকেয়া এবং এর উপর আরও সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি। **পরিদর্শনের তারিখ: ১৫.১২.২০২৫**	ক) ২৬,১৯,০০০.০০ টাকা খ) ২,৬১,৯০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগ ব্যক্তি** ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৯৬৭৪৭১১৫২০

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ০৮.১২.২০২৫
স্থান: কলকাতা

কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ

জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১,মিডলন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১

ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: তপন কুমার রায়, ই-মেইল আইডি: sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং- ০৮০০১২০৭৮১১

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **প্রতীকী/বাস্তবিক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে **"যেখানে যেমন আছে"**, **"যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৪.১২.২০২৫

অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট /ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম	যে সম্পদ বিক্রি করা হচ্ছে তার বিবরণ	বকেয়া পাওনা	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি @ ১০% / দর বৃদ্ধির পরিমান
১.	ঋণগ্রহীতা: **সুনীতা কান্থ** পিতা- রতন লাল কান্থ **শ্রীমতী শশী দেবী কান্থ** স্বামী- শ্রী রতন লাল কান্থ	আবাসিক ফ্ল্যাট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার ফ্ল্যাট নং - ২সি, যা ২য় ফ্লোরে অবস্থিত, যার পরিমাপ ১০৬০ বর্গফুট, টাইলস ফ্লোরিং সহ, যা মৌজা - শিবপুর, আর.এস. খতিয়ান নং - ৬১, প্রেমিসেস নং - ৬০, ওয়ার্ড নং - ৩৪, বাজে শিবপুর রোড, থানা - শিবপুর, হাওড়া পৌর কর্পোরেশন, জেলা - হাওড়া-এর মধ্যে অবস্থিত। **সম্পত্তিটি কুমারী সুনীতা কান্থ ও শ্রীমতী শশী দেবী কান্থ-এর নামে, ২০১৭ সালের ডিড নং - ৫৯৫৬** অনুসারে, বই - ১, ভলিউম নং ১৯০১-২০১৭, পৃষ্ঠা ১৯৮৪৪৭ থেকে ১৯৮৪৭৮-এ নিবন্ধিত এবং অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসুরেন্স -১ অফিস কলকাতা-য় নিবন্ধিত। **সম্পত্তি প্রতীকী দখলে আছে**	৪৩,৪২,৫৭৫.০০ টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচ শত পঁচাত্তর টাকা মাত্র) ০৯.১১.২০২৩ **তারিখ অনুযায়ী** বকেয়া এবং ১০.১১.২০২৩ তারিখ থেকে আরও সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি এর উপর বকেয়া।	ক) ২৯,৮৪,০০০.০০ টাকা খ) ২,৯৮,৪০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগ ব্যক্তি** ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪ **পরিদর্শনের তারিখ: ১১.১২.২০২৫ এবং ১৮.১২.২০২৫**
২.	ঋণগ্রহীতা: **শ্রীমতী অনিন্দিতা মুখার্জি** স্বামী- পঙ্কজ মুখার্জি।	কমবেশি ৭ ডেসিমেল বাস্তু জমি (মোট ১৫.৫৬ ডেসিমেল বা কমবেশি ৯ কাঠা ০৬ ছটাক ২৮ বর্গফুট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার ডিড নং ১৯০১০২০৮২ অনুসারে, এর সাথে জি+২ তলা ইট নির্মিত আবাসিক বাড়ি যার সিমেন্টের মেঝে রয়েছে এবং লিফট সুবিধা নেই। এই সম্পত্তিটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগণা কালেক্টরের অধীনে রয়েছে এবং রায়তি দখলদারিত্বের অধিকার আছে। জমিটি মৌজা - শ্রীপুর বাঘের ঘোল, তৌজি নং - ১, জে.এল. নং , ৫৯ রে-সার্ভে নং- ১৭২, সি.এস. ও আর.এস. খতিয়ান নং - ১৬৬, এল.আর. খতিয়ান নং - ৩৮৪, আর.এস. দাগ নং - ১৪৮৫, এল.আর. দাগ নং - ২১৫২, বাস্তু জমির পরিমাপ কমবেশি ০৫ শতক, আর.এস. খতিয়ান নং- ২৪৭, এল.আর. খতিয়ান নং - ৩৮৪, আর.এস. দাগ নং - ১৫৩৬, এল.আর. দাগ নং - ২১৪০, বাস্তু জমির পরিমাপ কমবেশি ০২ শতক, রাজপুর - সোনারপুর পৌরসভার এখতিয়ারভুক্ত, ওয়ার্ড নং - ৩২, হোল্ডিং নং - ৮, শ্রীপুর স্কুল রোড (বাঘের ঘোল রোড), থানা ও অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর অধীনে অবস্থিত। **২০১৯ সালের ডিড নং - ১৯০১০২০৮২ অনুসারে সম্পত্তিটি শ্রীমতী অনিন্দিতা মুখার্জি-এর নামে রয়েছে।** **সম্পত্তি বাস্তবিক দখলে আছে**	৮৭,১৭,৪০০.০০ টাকা (সাতাশি লক্ষ সতেরো হাজার চার শত টাকা মাত্র) ১৫.০১.২০২৪ **তারিখ অনুযায়ী** বকেয়া এবং ১০.১১.২০২৩ তারিখ থেকে আরও সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি এর উপর বকেয়া।	ক) ৭২,১২,০০০.০০ টাকা খ) ৭,৪০,০০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগ ব্যক্তি** ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭৭৫৩০৭ **পরিদর্শনের তারিখ: ১১.১২.২০২৫ এবং ১৮.১২.২০২৫**

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ০৮.১২.২০২৫
স্থান: কলকাতা

কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK

CIN : L65190MH2004GOI148838

আইডিবিআই ব্যাংক লি.
৫ম তল, এনপিএ ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ, ৪৪ শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭
সৎচাষি পাড়া লেন এ অবস্থিত জামিনদত্ত সম্পদের ই-নিলাম বিক্রয়ের জন্য সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
কাশীপুর দম দম, কলকাতা - ৭০০ ০৩৬, পশ্চিমবঙ্গ
টেস্টি অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেডের অ্যাকাউন্টে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

সরফেসি আইন অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধির ৮(৬) বিধির শর্তাবলী সহ পঠিত

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮(৬) এর শর্তাবলী সহ পঠিত। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার প্রকৃত দখল ২৯.১০.২০২৫ তারিখে আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা, সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, ১৫.০১.২০২৬ তারিখে "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে", "যা আছে সেখানে" এবং "বিনা প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে" বিক্রি করা হবে। বকেয়া পাওনা বাবদ ১,৯০, ৫০,১১৭.৩৩ (এক কোটি নব্বই লাখ পঞ্চাশ হাজার একশ সতেরো টাকা এবং তেত্রিশ পয়সা) আদায়ের জন্য। ৩১ মার্চ, ২০১৩ তারিখের ঋণের ক্ষেত্রে, ১ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখ থেকে আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেড, টেস্টি অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেডের সুরক্ষিত ঋণদাতা (ঋণগ্রহীতা) এবং এর জামিনদারদের (শ্রী রাজেন্দ্র প্রসাদ ভার্মা, শ্রীমতী পুষ্পা ভার্মা, শ্রী রঞ্জন ভার্মা, শ্রী রমা প্রসাদ গাঙ্গুলি, শ্রী মদন ঘোষ, শ্রী কার্তিক ঘোষ এবং শ্রী সুপ্রতিম রায়) প্রদেয় আরও সুদের ক্ষেত্রে। বিস্তারিত নিম্নরূপ :

জামিনদত্ত স্থাবর সম্পদের বিবরণ

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা, সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা এবং স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এর বিস্তারিত নিম্নোক্ত মোতাবেক :

লট	ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতার নাম	নিলামের জন্য জামিনদত্ত স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	কাট অফ ডেট পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য/ইএমডি/ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা :** টেস্টি অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড, **বন্ধকদাতা :** শ্রী সুপ্রতিম রায়	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ তিনতলা ভবন (একতলা ঢাকা এরিয়া ৮৪৮ বর্গফুট, দেতলা ঢাকা এরিয়া ৮৪৮ বর্গফুট এবং তিনতলা ঢাকা এরিয়া ৭৬৮ বর্গফুট) জমির পরিমাপ ২ কাঠা প্রেমিসেস নং ১১/১২, সৎচাষি পাড়া লেন, কলকাতা- ৭০০০৩৬, পো : বরাহনগর, থানা : কাশীপুর ওয়ার্ড নং ৪, বরাহনগর পুরসভা অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্রেমিসেস নং ১১/১/১, সৎচাষি পাড়া লেন, **পূর্বে :** প্রেমিসেস নং ১১/৬, সৎচাষি পাড়া লেন, **দক্ষিণে :** প্রেমিসেস নং ১১/১/৩ সৎচাষি পাড়া লেন, **পশ্চিমে :** ১৬ সৎচাষি পাড়া লেন। এবং তদস্থিত একতলা নির্মাণ এবং সংস্থাপন বর্তমান এবং ভবিষ্যতের।	**পর্যবেক্ষণের তারিখ/সময় :** ০৮.০১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত **ইএমডি জমার সংশ্লিষ্ট তারিখ** ১৩.০১.২০২৬ বিকাল ৪টে পর্যন্ত **ই-নিলামের তারিখ/সময় :** ১৫.০১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত **(১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ সহ)**	**সংরক্ষিত মূল্য :** ৪৬,৯০,০০০ টাকা বায়না জমা (ইএমডি) ৪,৬৯,০০০ টাকা **ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ :** ২,০০,০০০ টাকা

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদি :

টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত নিয়ম এবং শর্তাদির সংক্ষিপ্ত :

১. সুরক্ষিত সম্পদের বিক্রয় **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** সুরক্ষিত ঋণদাতাদের পক্ষে এবং তাদের পক্ষে হবে আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেড। এও কোনও বকেয়া, বিধিবদ্ধ বা অন্যথায় তারিখ পর্যন্ত বকেয়া এবং এখনও বকেয়া থাকার দায় নেবে না, যার মধ্যে ক্রেতার নামে সম্পত্তি হস্তান্তরকে প্রভাবিত করতে পারে এমন বকেয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এই ধরনের বকেয়া, যদি থাকে, ক্রেতাকে বহন করতে হবে। ব্যাংক এই বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করার কোনও দায়িত্ব নেয় না।
২. উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।
৩. দরপত্রে যোগ্যতা অর্জনের জন্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট - (ইএমডি) জমা দিতে হবে আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেডের অনুকূলে ডিডি/পিও অথবা আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেড, অ্যাকাউন্ট নং ১৩৫৩৪৯১৫০১০০১৭, আইএফএসসি কোড IBKL0000135, শাখা এনপিএ ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ, ৫ম তল, ৪৪ শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতার অনুকূলে NEFT/RTGS এর মাধ্যমে।
৪. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট - (ইএমডি) সুদ বহন করবে না।
৫. সফল দরদাতাকে অবিলম্বে অর্থাৎ একই দিনে অথবা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে, যথাসম্ভব, বিক্রয় পরিচালনাকারী অনুমোদিত কর্মকর্তার কাছে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে, যা ইএমডি সহ। বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট পরিমাণ বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে অথবা এও কর্তৃক সম্মত বর্ধিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট পরিমাণ জমা দিতে ব্যর্থ হলে, জমাকৃত অর্থ, জামানত সহ, বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৬. এও কোনও কারণ (গুলি) উল্লেখ না করে যেকোনো বা সমস্ত দর গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সমস্ত দর প্রত্যাখ্যান করা হলে, এও সারফেসি আইনে নির্ধারিত যেকোনো পদ্ধতিতে সম্পদ বিক্রি করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
৭. দরপত্রে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি ঋণগ্রহীতা কর্তৃক সুরক্ষিত ঋণদাতাদের পক্ষে তৈরি করা চার্জ/বন্ধকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, যার বিবরণ দরপত্রে দেওয়া আছে। আগ্রহী পক্ষগুলিকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ যাচাই করুন এবং অনুরোধের ভিত্তিতে এও-তে উপলব্ধ বন্ধকী সম্পদ সম্পর্কিত রেকর্ডগুলি পরীক্ষা করুন।
৮. সুরক্ষিত ঋণদাতারা সুরক্ষিত সম্পদে কোনও ত্রুটি/অবহেলন/অসঙ্গতি/ঘাটতি ইত্যাদির জন্য বা কোনও অনুমতি সংগ্রহ ইত্যাদির জন্য বা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনও কর্তৃপক্ষের পাওনা পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ নন।
৯. সফল দরদাতাকে সুরক্ষিত সম্পত্তির স্থানান্তরের জন্য স্ট্যাম্প শুল্ক, নিবন্ধন, খরচ, কর দায়, যদি থাকে ইত্যাদির মতো সমস্ত প্রয়োজনীয় খরচ বহন করতে হবে।
১০. বিক্রয়টি কঠোরভাবে এই বিজ্ঞাপনে এবং "বিড ডকুমেন্ট"-এ প্রদত্ত শর্তাবলীর উপর নির্ভরশীল। দরপত্রটি এও,আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি. এনএমজি ডিপার্টমেন্ট, ৫ম তল, ৪৪ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭, ১১-১২-২০২৫ থেকে ১৩-০১-২০২৬ পর্যন্ত যেকোনো কর্মদিবসে সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে অথবা আইডিবিআই ব্যাঙ্ক এর ওয়েবসাইট https://www.idbi.bank.in, https://www.bankeauctionwizard.com থেকে ডাউনলোড করা যাবে।
১১. ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে https://www.bankeauctionwizard.com ওয়েবসাইটে ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স অ্যান্টারেস সিস্টেম লিমিটেডের মাধ্যমে বিক্রয় পরিচালিত হবে এবং ১৫.০১.২০২৫ তারিখে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ সহ অনুষ্ঠিত হবে।
১২. আগ্রহী পক্ষগুলি (এম) - ৯০৮৫০৬৯৭৯৬, (টি) ০৩৩-৬৬৫৫ ৭৮২৪, (ইমেল) avinash.kumar@idbi.co.in এবং শ্রী সুশীল কুমার (এম) -৯৮৭১৭৬০৪৪৪, (টি) ০৩৩-৬৬৫৫ ৭৮৯৪, (ইমেল) sushil@idbi.co.in-এ যোগাযোগ করতে পারেন।
১৩. ই-নিলাম সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন https://www.bankeauctionwizard.com, শ্রী কুশল বোস ৯৬৭৪৭৫৮৭১৯, ইমেল আইডি kushal.b@antaressystems.com। (অন্যান্য শর্তাবলী এবং জ্ঞাত দায়বদ্ধতার বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে আইডিবিআই ব্যাংকের ওয়েবসাইট (www.idbi.bank.in) এবং https://www.bankeauctionwizard.com দেখুন। (অন্যান্য শর্তাবলী এবং জ্ঞাত দায়বদ্ধতার বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে আইডিবিআই ব্যাংকের ওয়েবসাইট (www.idbi.bank.in) এবং https://www.bankeauctionwizard.com দেখুন।

তারিখ : ০৮.১২.২০২৫, স্থান : কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাংক লি.

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ

জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১,মিডলন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১

ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: তপশ্রী ভট্টাচার্য্য, ই-মেইল আইডি: sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯৬৭৪৭৪১৬০৫

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **গঠনমূলক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে **"যেখানে যেমন আছে"**, **"যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৪.১২.২০২৫

অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট /ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম	যে সম্পদ বিক্রি করা হচ্ছে তার বিবরণ	বকেয়া পাওনা	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি @ ১০% / দর বৃদ্ধির পরিমান
১.	**ঋণগ্রহীতা(গণ):** **১) শ্রী গোপীনাথ গিরি,** পিতা- শ্রী হরেকৃষ্ণ গিরি **২) শ্রী বিটু গিরি,** পিতা- শ্রী গোপীনাথ গিরি **উভয়ের ঠিকানা:** গ্রাম- ঝাড়বনী, পোঃ- আমলাগোরা, পশ্চিম মেদিনীপুর, গড়বেতা - ৭২১১২১। **জামিনদার: শ্রী অসিম সেন** পিতা- রাধানাথ সেন ঠিকানা: গ্রাম-তালডাঙ্গরা, পোঃ- ফতেসিংপুর, থানা - গড়বেতা, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১১২১।	জমি ও ভবন সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ০৪ ডেসিমেল জমি, যা মৌজা - ঝাড়বনী, জে.এল. নং - ৪৮৯, এল.আর. খতিয়ান নং - ৪০৫/২, আর.এস. খতিয়ান নং - ১২৭/৩, প্লট নং - ৪২২/৬৮১-এর মধ্যে অবস্থিত। **ডিড নং - ৪১৫৫/২০০৮,** বই নং - ১ অনুসারে সম্পত্তিটি **গোপীনাথ গিরি,** পিতা হরেকৃষ্ণ গিরি, গ্রাম - ঝাড়বনী, পোঃ - আমলাগোরা, থানা - গড়বেতা, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১১২১-এর অনুকূলে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি গঠনমূলক দখল অধীন আছে**	৭৮,৭৬,০০০.০০ টাকা (আটাত্তর লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টাকা মাত্র) ০৩.১২.২০২৫ **তারিখ অনুযায়ী** বকেয়া এবং এর উপর আরও সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি। **পরিদর্শনের তারিখ: ১৭.১২.২০২৫** সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টা	ক) ৬১,৫৮,০০০.০০ টাকা খ) ৬,১৫,৮০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগ ব্যক্তি** ৯৬৭৪৭৪১৬০৫ ৯৬৭৪৭২৯১৪৯

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ০৮.১২.২০২৫
স্থান: কলকাতা

কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস: কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) ও ৯ (১) এর বন্দোবস্ত দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ সালের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) ও ৯ (১) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা (গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতিকী/বাস্তবিক দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **২৪.১২.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে"**, **"যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)- এর থেকে ।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে-

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগনের নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা: মেসার্স অম্বিকা সিডস অ্যান্ড ফার্ম, স্বত্বাধিকারী: শ্রী সোমনাথ রাজ,** গ্রাম- মোহনপুর, পোঃ -আর্যপাড়া, থানা- নোদাখালি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩৩৭৭। **ঋণগ্রহীতা, জামিনদার ও বন্ধকদাতা: শ্রী সোমনাথ রাজ,** পিতা- শ্রী বিশ্বনাথ রাজ, গ্রাম- মোহনপুর, পোঃ- আর্যপাড়া, থানা- নোদাখালি, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩৩৭৭। **জামিনদার: শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা রাজ,** স্বামী- শ্রী সোমনাথ রাজ, গ্রাম-মোহনপুর, পোঃ- আর্যপাড়া, থানা- নোদাখালি, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭৭। **জামিনদার: শ্রীমতী পদ্ম রাজ,** স্বামী- শ্রী বিশ্বনাথ রাজ, গ্রাম-মোহনপুর, পোঃ- আর্যপাড়া, থানা- নোদাখালি, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭৭। **খ) ঠাকুরপুকুর শাখা।**	১। জমি ও বিল্ডিং সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা কমবেশি ৬.৬০ শতক জমি এবং এর উপর নির্মিত ইমারত, যা মৌজা- বড়ুয়া গ্রাম, পরগণা - মাগুরা, জে.এল. নং ১০৭, তৌজি নং ১১৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৯২, এল.আর. দাগ নং ৭৭৭, নস্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- নোদাখালি, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা-তে অবস্থিত, যা ২০১৫ সালের সেল ডিড নং ০০৭১৫ হিসাবে বই নং ১, ভলিউম নং ২, পৃষ্ঠা ৪৫৫৪ থেকে ৪৫৬৫ এর অধীনে নিবন্ধিত এবং ১৩.০৩.২০১৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর বজবজ কার্যালয়ে **শ্রী সোমনাথ রাজ,** পিতা প্রয়াত বিশ্বনাথ রাজ-এর নামে নিবন্ধিত। **চৌহদ্দি :** উত্তর- সোমনাথ রাজের শালী জমি, দক্ষিণ- সতক ভূষণ রাজের শালী জমি, পূর্ব- সোমনাথ রাজের পুকুর, পশ্চিম- সোমনাথ রাজের ডাঙ্গা জমি। ২। জমি ও বিল্ডিং সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা কমবেশি ২৮ শতক জমি এবং এর উপর নির্মিত ইমারত, যা মৌজা - বড়ুয়া গ্রাম, পরগণা - মাগুরা, জে.এল. নং ১০৭, তৌজি নং ১১৫, সাবেক খতিয়ান নং ১৭১, এল.আর. দাগ নং - ৭৭৬, ৭৭৭, নস্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- নোদাখালি, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা-তে অবস্থিত, যা ২০১৪ সালের ডিড নং ০০৫৬৮ হিসাবে বই নং ১, ভলিউম নং ২, পৃষ্ঠা ২৯২৬ থেকে ২৯৩৯ এর অধীনে নিবন্ধিত এবং ২৮.০২.২০১৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর বজবজ কার্যালয়ে শ্রী সোমনাথ রাজ, পিতা প্রয়াত বিশ্বনাথ রাজ-এর নামে নিবন্ধিত। চৌহদ্দি - উত্তর- সোমনাথ রাজের শালী জমি, দক্ষিণ- যতীন প্রামানিকের শালী জমি, পূর্ব- পুকুর, পশ্চিম- অলোক মন্ডলের বাস্তু জমি।	**১,৪৫,১৫,৭৭০.০০ টাকা** (এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ পনেরো হাজার সাত শত সত্তর টাকা মাত্র) **১৪.১১.২০২২** তারিখ অনুযায়ী বকেয়া এবং এর উপর আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ ও ব্যয় সহ।	**ক) ৫৪,২৫,০০০.০০ টাকা** (চুয়ান্ন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র)। **খ) ৫,৪২,৫০০.০০ টাকা** (পাঁচ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচ শত টাকা মাত্র) ই-নিলামের তারিখ ও সময়ের আগে পোর্টালে জমা দিতে হবে। **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র)। **ঘ) IDIB50331761900** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই।** **চ) বাস্তবিক দখল ।**
২.	**ক) ঋণগ্রহীতা: মেসার্স দেব'স, স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী বুলবুল দেব,** ইউনিট ঠিকানা- পি-৪৩, রয়পুর জিসিটি, এসএইচ-১১, কলকাতা- ৭০০ ০৮৪। এছাড়াও- বি/২৪/এ, লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, গড়িয়া, কলকাতা-৭০০ ০৪৭। **ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / বন্ধকদাতা: শ্রীমতী বুলবুল দেব, মেসার্স দেব'স এর স্বত্বাধিকারী,** বি/২৪/এ লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭। **এছাড়াও:** আরতি ভিলা, ফ্ল্যাট নং বি, ৩য় ফ্লোর, প্রেমিসেস নং আরএন-১০, রঘুনাথপুর, থানা- বাগুইহাটি, কলকাতা-৭০০ ০৫৯। জামিনদার- শ্রী অমিতাভ দেব, বি/২৪/১, লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, গড়িয়া, কলকাতা-৭০০ ০৪৭। **এছাড়াও: আরতি ভিলা,** ফ্ল্যাট নং বি, ৩য় ফ্লোর, প্রেমিসেস নং আরএন-১০, রঘুনাথপুর, থানা- বাগুইহাটি, কলকাতা-৭০০ ০৫৯। **ঋণগ্রহীতা: লক্ষ্মী স্পাইসেস, স্বত্বাধিকারী:** শ্রীমতী বুলবুল দেব, বি/২৪/এ, লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭। **খ) রানি কুঠি / গোলপার্ক শাখা।**	জমি ও বিল্ডিং সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা স্ব-সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৬৪০ বর্গফুট, যা দুটি বেড রুম, একটি লিভিং কাম ডাইনিং স্পেস, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট, একটি বারান্দা এবং জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ, লিফট ও সাধারণ এলাকা ও সুবিধা সহ, তৃতীয় ফ্লোরে অবস্থিত। এটি প্রেমিসেস নং আরএন-১০ 'আরতি ভিলা'-তে লট 'সি'-এর মধ্যে অবস্থিত, যা কমবেশি ০৩ কাঠা জমির উপর নির্মিত। এটি মৌজা- রঘুনাথপুর, পরগণা- কলিকাতা, জে.এল. নং ৮, আর.এস. নং ১৩৪, তৌজি নং ৩০২৭, সি.এস. দাগ নং ২২ (আংশিক), হাল দাগ নং ২১, খতিয়ান নং ১৪৫, হোল্ডিং নং এএস- ১৭/১৮, ওয়ার্ড নং ১৭, বিধাননগর পৌর কর্পোরেশন (পূর্বে রাজারহাট-গোপালপুর পৌরসভার অধীনে), থানা- বাগুইহাটি, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা-এর সীমার মধ্যে অবস্থিত, যা ০৩.০৪.২০১৭ তারিখের পার্টিশন ডিড দ্বারা নিবন্ধিত এবং এডিএসআর রাজারহাট-এ বই নং ১, ভলিউম নং ১৫২৩-২০১৭, পৃষ্ঠা ৭৩৫৯৭ থেকে ৭৩৬২১, বিয়িং নং ১৫২৩০২৬৩৫, সাল-২০১৭ হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে। **চৌহদ্দি :** উত্তর- সরস্বতী সরকারের জমি দ্বারা, দক্ষিণ- ১৬'-৬দ চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড দ্বারা, পূর্ব- ৬'-০" চওড়া কমন প্যাসেজ দ্বারা, পশ্চিম- অন্যান্য জমি দ্বারা।	**৬০,৪২,৮৮৬.০০ টাকা** (ষাট লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার আট শত ছিয়াশি টাকা মাত্র) **১৬.০৩.২০২৪** তারিখ অনুযায়ী বকেয়া এবং এর উপর আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ ও ব্যয় সহ।	**ক) ১৯,২৫,০০০.০০ টাকা(*)** (উনিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) । **খ) ১,৯৩,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ তিরানব্বই হাজার টাকা মাত্র) ই-নিলামের তারিখ ও সময়ের আগে পোর্টালে জমা দিতে হবে। **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র)। **ঘ) IDIB50406049794** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই।** **চ) বাস্তবিক দখল।**
৩.	**ক) ঋণগ্রহীতা-: মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার, স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী মধুমিতা দত্ত,** গ্রাম- তালডাঙ্গা, পোঃ- উস্থি, থানা- ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন -৭৪৩৩৭৫। এছাড়াও- ফ্ল্যাট নং ২এ, শান্তিনিকেতন, প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০৬১। **শ্রী মানস দত্ত (মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার এর অ্যাকাউন্টের জামিনদার),** গ্রাম- তালডাঙ্গা, পোঃ- উস্থি, থানা- ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭৫। **এছাড়াও:** ফ্ল্যাট নং ২এ, শান্তিনিকেতন, প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০৬১। **শ্রী গৌতম দত্ত (মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার এর অ্যাকাউন্টের জামিনদার),** গ্রাম-তালডাঙ্গা, পোঃ- উস্থি, থানা- ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭৫। **এছাড়াও:** ফ্ল্যাট নং ২এ, শান্তিনিকেতন, প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০ ০৬১। **শ্রীমতী মধুমিতা দত্ত (মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার এর অ্যাকাউন্টের স্বত্বাধিকারী ও জামিনদার) (শ্রীমতী মধুমিতা দত্ত**-এর এইচবিএল অ্যাকাউন্টের ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা), স্বামী- শ্রী মানস দত্ত, গ্রাম - উত্তর দেওরাক, পূর্ব পাড়া, পোঃ-কুলেশ্বর, থানা-ডায়মন্ড হারবার, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন -৭৪৩৩৭৫। **এছাড়াও: শ্রীমতী মধুমিতা দত্ত,** স্বামী- শ্রী মানস দত্ত, ফ্ল্যাট নং ২এ, শান্তিনিকেতন, প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ১২৭-এর অধীনে, থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০ ০৬১। **খ) উস্থি শাখা।**	জমি ও বিল্ডিং সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা একটি আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২এ, উত্তর-পূর্ব কোণে, দ্বিতীয় ফ্লোরে, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৭০১ বর্গফুট, যা কমবেশি ০৬ (ছয়) কাঠা ০২ (দুই) ছটাক ০৭ (সাত) বর্গফুট জমির উপর নির্মিত। এটি ০২ (দুই) টি বেড রুম, ০১ (এক) টি ডাইনিং / ড্রয়িং কাম কিচেন, ০১ (এক) টি বাথ ও পায়খানা, ০১ (এক) টি ডব্লিউসি এবং ০১ (এক) টি বারান্দা এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে কমবেশি ১২০ বর্গফুট একটি ঢাকা সিমেন্টের মেঝে যুক্ত কার পার্কিং স্পেস, এবং এর সমস্ত ফিটিংস ও ফিক্সচার সহ গঠিত। এটি মৌজা - সরসুনা, জে.এল. নং ১৭, আর.এস. নং ৪৮৬, দাগ নং ১২৫৩ ও ১২৫৫, খতিয়ান নং ১১৭৮, প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা- ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে সরসুনা, কলকাতা-৭০০ ০৬১, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা-তে অবস্থিত, যা বই-১, ভলিউম নং ১৯০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ২২০৮৭৮ থেকে ২২০৯২৭, বিয়িং নং ১৯৭১০৫৩২১,সাল- ২০১৮ হিসাবে নিবন্ধিত এবং এ.আর.এ - ১ কলকাতা-এর অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসুরেন্স অফিসে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রীমতী মধুমিতা দত্ত, স্বামী শ্রী মানস দত্ত-এর নামে রয়েছে। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ: উত্তর:** ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি রোড দ্বারা, দক্ষিণ- প্রেমিসেস নং ৯, ব্যানার্জি পাড়া রোড দ্বারা, পূর্ব- ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি রোড দ্বারা, পশ্চিম- প্রেমিসেস নং ৭৩/১, ব্যানার্জি পাড়া রোড দ্বারা।	**৬০,৯০,৫৫৯.০০ টাকা** (ষাট লক্ষ নব্বই হাজার পাঁচ শত উনষাট টাকা মাত্র) **১৮.০৮.২০২৩** তারিখ অনুযায়ী বকেয়া এবং এর উপর আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ ও ব্যয় সহ।	**ক) ২১,০৯,০০০.০০ টাকা (*)** (একুশ লক্ষ নয় হাজার টাকা মাত্র) । **খ) ২,১০,৯০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ দশ হাজার নয় শত টাকা মাত্র) ই-নিলামের তারিখ ও সময়ের আগে পোর্টালে জমা দিতে হবে। **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র)। **ঘ) IDIB50520378239** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই।** **চ) বাস্তবিক।**
৪.	**ক) স্বত্বাধিকারী সংস্থা / ঋণগ্রহীতা: মেসার্স আই. জে. এন্টারপ্রাইজ, স্ব ত্বাধিকারী:** জনাব লাল্টু মোল্লা, গ্রাম - কাশীরামপুর, পোঃ-জাফরপুর, থানা- ফলতা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৫১৩। **এছাড়াও :** গ্রাম-ঘনশ্যামপুর, পোঃ-বাণানগর, থানা-ফলতা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৫১৩। **ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / বন্ধকদাতা: জনাব লাল্টু মোল্লা,** পিতা- আবদুল গণি মোল্লা, গ্রাম-কাশীরামপুর, পোঃ-জাফরপুর, থানা- ফলতা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৫১৩। **এছাড়াও :** গ্রাম-ঘনশ্যামপুর, পোঃ-বাণানগর, থানা- ফলতা, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৫১৩। **খ) শকুন্তলা পার্ক শাখা।**	জমি ও বিল্ডিং সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা কমবেশি ৭.১৩ শতক জমি এবং এর উপর নির্মিত ইমারত, যা মৌজা-ঘনশ্যামপুর, পোঃ- ছাবেড়িয়া, ১নং বাণানগর গ্রাম পঞ্চায়েত, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৮৮৭, এল.আর. খতিয়ান নং ২২৬ (নতুন- ১৪২২), জে.এল. নং ১০৬-তে অবস্থিত। এটি ২০১৯ সালের ডিড নং ১৬১৯০০০০৩৭ হিসাবে নিবন্ধিত এবং এডিএসআর ফলতা-এর অফিসে বই নং ১, ভলিউম নং ১৬১৯-২০১৯, পৃষ্ঠা ১৪০৮ থেকে ১৪৩৩-এ নিবন্ধিত। এছাড়াও ডিক্লারেশন ডিড ১৬১৯০০০০৮৮৮/২০২০ হিসাবে এডিএসআর ফলতা-এর অফিসে বই নং ১, ভলিউম নং ১৬১৯-২০২০, পৃষ্ঠা ২৩৭১৫ থেকে ২৩৭৫৪-এ নিবন্ধিত, যা **লাল্টু মোল্লা-এর নামে রয়েছে। চৌহদ্দি :** উত্তর- রাস্তা দ্বারা, দক্ষিণ- তাহার শেখের সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিম-নুরউদ্দিন ও অন্যান্যদের সম্পত্তি দ্বারা, পূর্ব- শাহানামাজ মন্ডলের সম্পত্তি দ্বারা।	**৬৬,৯২,৪৮০.৪৯ টাকা** (ছেষট্টি লক্ষ বিরানব্বই হাজার চার শত আশি টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা মাত্র) **১৬.০৪.২০২৫** তারিখ অনুযায়ী বকেয়া এবং এর উপর আরও সুদ, চার্জ ও ব্যয় সহ।	**ক) ৭৮,১৭,০০০.০০ টাকা (*)** (আটাত্তর লক্ষ সতেরো হাজার টাকা মাত্র) । **খ) ৭,৮১,৭০০.০০ টাকা** (সাত লক্ষ একাশি হাজার সাত শত টাকা মাত্র) ই-নিলামের তারিখ ও সময়ের আগে পোর্টালে জমা দিতে হবে। গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র)। **ঘ) IDIB50529506435** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই।** **চ) প্রতীকী দখল।**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৪.১২.২০২৫, সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা

ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম, (১) https://baanknet.com

যোগাযোগের বিশদ : ৮১০০০ ০২০২১

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - support.BAANKNET@psballiance.com** এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- **https://baanknet.com**
এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।**
বিডারদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)- এর ও প্রতি

তারিখ: ০৩.১২.২০২৫, স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ছবি পরিবর্তন করে বাগদার ভোট চলে গিয়েছে হুগলিতে, থানার দ্বারস্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: বাবার নাম ভোটার কার্ডের নম্বর এক রয়েছে। কিন্তু ছবি পরিবর্তন করে বাগদার ভোট চলে গিয়েছে হুগলিতে। এসআইআর ফর্ম না পেয়ে ভোগান্তির শিকার হেলেঞ্চা পারকৃষ্ণচন্দ্রপুরের বাসিন্দা মহাদেব দাস। ভোট ফিরে পেতে বাগদা থানার দ্বারস্থ হলেন মহাদেব। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকের হেলেঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের পারকৃষ্ণচন্দ্রপুরের বাসিন্দা মহাদেব দাস ২০২৪ সালে বাগদা বিধানসভার ১৩৯ নম্বর বুথে ভোট দিয়েছেন। ২০০২ সালের ভোটার তালিকাতেও নাম রয়েছে তাঁর। সাম্প্রতিক এসআইআর ফর্ম না আসায় তিনি বিএলওর-র কাছে গিয়ে জানতে চান তাঁর ফর্ম কেন আসেনি। তারপরেই দেখতে পান তাঁর নাম মহাদেব দাস বাবা কালিপদ দাস ও ভোটার কার্ডের নম্বর একই রেখে ছবি পরিবর্তন করে তাঁর ভোট চলে গিয়েছে হুগলির পাণ্ডুয়াতে। এরপরে তিনি বিডিও অফিসে গিয়ে অভিযোগ করেন। অন্যদিকে, এসআইআর ফর্ম না-পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার মহাদেব দাস। তিনি তাঁর ভোট ফিরে পেতে শনিবার বাগদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এই বিষয়ে ১৪৯ নম্বর পাটের বিএলও জানিয়েছেন, ‘মহাদেব দাসের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় আছে ২০২৪ সালের ভোটার তালিকায় আছে কিন্তু সার্চিং করে দেখা যাচ্ছে, তাঁর ভোট হুগলির পাণ্ডুয়াতে চলে গিয়েছে। আমি উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের জানিয়েছি যাতে মহাদেব দাস তাঁর ভোটটি ফিরে পেতে পারেন, তার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।’ অন্যদিকে হেলেঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রূপা হালদার জানিয়েছেন, ‘প্রকৃত ভোটারের নাম যাতে কোনভাবেই বাদ না যায়, আমরা সেটাই চাই। আমরা মহাদেব দাসের পাশে আছি।’

আত্মঘাতী সিভিক ভলান্টিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী সিভিক ভলান্টিয়ার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের একেগোপালন কলোনি এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, মৃত ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম গোবিন্দ হালদার। তাঁর স্ত্রী ও একটি ১৭ মাসের সন্তান রয়েছে। তিনি বালুরঘাট থানায় সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। শনিবার রাতে বাড়ি থেকেই তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। বিষয়টি পরিবারের লোকেদের নজরে আসতেই তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে বালুরঘাট সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে জানায়। মৃত সিভিক ভলান্টিয়ার-এর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন গোবিন্দ। এলাকারই একটি মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্ক ছিল তাঁর। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, সেই মহিলা নানা সময় গোবিন্দ হালদারকে ‘ব্ল্যাকমেল’ করত। তিনি মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরেই নিজের বাড়িতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। এ বিষয়ে মৃতের জামাই বাবু বলেন, ‘আমরা মোবাইলের কল রেকর্ড থেকেও বিষয়টি সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হয়েছি। আমরা ওই মহিলার নামে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করব।’

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ, ১, শেক্সপিয়ার সরণি, ৩য় ফ্লোর, এসি মার্কেট বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০ ০৭১

দাবি নোটিশ

এতদ্দারা একটি নোটিশ জারি করা হচ্ছে যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ক্রেডিট সুবিধার আসল টাকা পরিশোধ এবং সুদ দিতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং উক্ত সুবিধাগুলি নন-পারফর্মিং অ্যাসেটে (এনপিএ) পরিণত হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩ (২) এর অধীনে তাদের শেষ জানা ঠিকানায় নোটিশ জারি করা হয়েছিল, তবে তা অপ্রেরিত হয়েছে এবং যার পরিমাপ কারণে এই পাবলিক নোটিশের মাধ্যমে তাদের যার পরিমাপ বিষয়ে জানানো হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ (সম্পূর্ণ স্থাবর সম্পত্তি)	ক) নোটিশের তারিখ খ) এনপিএ-এর তারিখ (যে তারিখ থেকে কার্যকর)	বকেয়া স্থিতি (দাবিকৃত) টাকায়	মঞ্জুরীকৃত লোন
১. **শ্রী অমিয় ভৌমিক,** পিতা হারাধন ভৌমিক ২. **শ্রী হারাধন ভৌমিক,** পিতা কাশীনাথ ভৌমিক উভয়েরই বাসস্থান: তারকেশ্বর, ভঞ্জিপুর(পি), হুগলী - ৭১২৪১০ এছাড়াও: এল.আর. প্লট নং - ১৯৭৫, ১৯৭৭, জে.এল. নং - ২৬, এল.আর. খতিয়ান নং - ১৪৯২, মৌজা - ভঞ্জিপুর, থানা - তারকেশ্বর, হুগলী - ৭১২৪১০	জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ৪ ডেসিমেল যা মৌজা - ভঞ্জিপুর, জে.এল. নং - ২৬, এল.আর. খতিয়ান নং ১৪৯২, এল.আর. প্লট নং - ১৯৭৫, ১৯৭৭, থানা - তারকেশ্বর, ভঞ্জিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, হুগলী জেলা-তে অবস্থিত এবং এর উপর দণ্ডায়মান সমস্ত ইমারত ও কাঠামো সহ।	ক) ০৩.১০.২০২৫ খ) ৩১.১০.২০২৪	**৪০,৮৮৫.৮০ টাকা** লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৭০৩০০৬৮২৯৫৪৯৯ -এর অধীনে ১৬.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ০১.০৫.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)। **১৯,৭৮,৪২৩.৬৫** টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৭০৩০০৬৮৩০৩২৬০ এর অধীনে ১৬.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ০১.০৫.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**১০,২৫,০০০ টাকার** (দশ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফ্ট সুবিধা।
১. **শ্রী নজরুল ইসলাম মল্লিক,** পিতা রবিয়াল আলী মল্লিক। ২. **শ্রীমতী মানুয়ারা বিবি,** স্বামী- নজরুল ইসলাম মল্লিক। উভয়েরই বাসস্থান: মকান নং - ২০২, উদয়চক - ভুটা, পশ্চিম মেদিনীপুর - ৭২১২১১ এছাড়াও: এল.আর. প্লট নং - ৮২৬, ৮৫৪, জে.এল. নং - ২১৫, এল.আর. খতিয়ান নং - ২০৩৬, মৌজা - উদয়চক, থানা - দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর - ৭২১২১১।	জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ৪.২৫ ডেসিমেল যা মৌজা - উদয়চক, জে.এল. নং - ২১৫, এল.আর. খতিয়ান নং - ২০৩৬, এল.আর. প্লট নং - ৮২৬, ৮৫৪, থানা - দাসপুর, সাহাচক গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা-তে অবস্থিত এবং এর উপর দণ্ডায়মান সমস্ত ইমারত ও কাঠামো সহ।	ক) ০৩.১০.২০২৫ খ) ১৯.০৩.২০২৫	**২১,৬৩,১৬৫.১৭ টাকা** লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৯০৩০০৭৪৪২৩৭২৯ এর অধীনে ১৬.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ০১.১১.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)। **২,৮০,২৪৩.০৪ টাকা** লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৯০৩০০৭৪৪২৩৭৫৮ এর অধীনে ১৬.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ০১.১১.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**১৯,০০,০০০ টাকার** (উনিশ লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফ্ট সুবিধা।
১. **মেসার্স মা মনসা ইমারতি ভাণ্ডার,** গোনারা, পোঃ - মঙ্গলামারো, পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৪৩৪। ২. **শ্রী অভিজিৎ খাটুয়া (স্বত্বাধিকারী),** গোনারা, মঙ্গলামারো, গোনারা নিজ, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৪৩৪। এছাড়াও: এল.আর. প্লট নং - ৫৬০, ৫৬১, ৫৬২, ৫৬৬, ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭০, জে.এল. নং - ১৮৭, এল.আর. খতিয়ান নং - ১৩৪৯, ২৩১৫, মৌজা - গোনারা, থানা - পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৪৩৪।	জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ৯ ডেসিমেল যা মৌজা - গোনারা, জে.এল. নং - ১৮৭, এল.আর. খতিয়ান নং ১৩৪৯, ২৩১৫, এল.আর. প্লট নং - ৫৬০, ৫৬১, ৫৬২, ৫৬৬, ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭০, থানা - পটাশপুর, চিস্তিপুর নং - ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা-তে অবস্থিত এবং এর উপর দণ্ডায়মান ইমারত ও কাঠামো সহ।	ক) ০৭.১০.২০২৫ খ) ০৫.০৪.২০২৫	**৩৫,৫৭,৭৫৫ টাকা** লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৬০০৫৩৭২৯৪৩৭ -এর অধীনে ১৬.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ৩০.০৩.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)। ৪৯,৯৯,৮০৩.০০ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৬ ০৫ ৪৫২৪৭ এর অধীনে ১৬.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ০৫.০৪.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**৫০,০০,০০০ টাকার** (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফ্ট - এমএসএমই সুবিধা।
১. **মেসার্স অন্বেষা এন্টারপ্রাইজ,** টালীগুড়ি, কোতোয়ালী, কোচবিহার - ৭৩৬১৫৬। ২. **শ্রী অমিত রায়,** প্রযত্নে প্রয়াত অনিল চন্দ্র রায়, টালীগুড়ি, পোঃ - টালীগুড়ি, কোচবিহার - ৭৩৬১৫৬। ৩. **শ্রীমতী কাকলী রায়,** স্বামী- অমিত রায়, টালীগুড়ি, কোচবিহার - ৭৩৬১৫৬। এছাড়াও- মৌজা - শহর কোচবিহার, এল.আর. প্লট নং - ১১৮৬, এল.আর. খতিয়ান নং - ২৫৫৭৮, জে.এল. নং - ১৩০, থানা - কোতোয়ালী-এর অধীনে, জেলা কোচবিহার - ৭৩৬১০১।	জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ০.০৩৩ ডেসিমেল যা মৌজা - সহর কোচবিহার, এল.আর. প্লট নং - ১১৮৬, এল.আর. খতিয়ান নং - ২৫৫৭৮, জে.এল. নং - ১৩০, থানা - কোতোয়ালী-এর অধীনে, কোচবিহার জেলা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৬১০১ -এ অবস্থিত এবং এর উপর দণ্ডায়মান ইমারত ও কাঠামো সহ।	ক) ০৮.১০.২০২৫ খ) ০৪.০৪.২০২৫	**৭৪,৭৩,০০২.৩৪ টাকা** লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৫৮২৯০৯৬৮ এর অধীনে ১৬.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ০৫.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**৭৫,০০,০০০ টাকার** (পঁচাত্তর লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফ্ট সুবিধা।
১. **মেসার্স ঘোষ এন্টারপ্রাইজ,** প্রেমিসেস নং - ৬৮৬, ওয়ার্ড নং - ১৬, টাকি পৌরসভা, সুভাষনগর, হাসনাবাদ, উত্তর ২৪ পরগণা - ৭৪৩৪২৬। ২. **শ্রী বিদ্যা সুন্দর ঘোষ (স্বত্বাধিকারী),** পিতা- অনিল কুমার ঘোষ, সুভাষনগর রোড, হাসনাবাদ, টাকি, উত্তর ২৪ পরগণা - ৭৪৩৪২৬ এছাড়াও: এল.আর. প্লট নং - ৪১৬৩, জে.এল. নং - ৫১, এল.আর. খতিয়ান নং - ৫২৫০, মৌজা - টাকি, থানা - হাসনাবাদ, এডিএসআর- হাসনাবাদ, উত্তর ২৪ পরগণা - ৭৪৩৪২৯।	জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ৩ ডেসিমেল যা মৌজা - টাকি, জে.এল. নং - ৫১, এল.আর. খতিয়ান নং - ৫২৫০, এল.আর. প্লট নং - ৪১৬৩, থানা - হাসনাবাদ, এডিএসআর - হাসনাবাদ, প্রেমিসেস নং - ৬৮৬, ওয়ার্ড নং - ১৬, টাকি পৌরসভার সীমার মধ্যে, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা-তে অবস্থিত এবং এর উপর দণ্ডায়মান সমস্ত ইমারত ও কাঠামো, ফিক্সচার, ফিটিংস এবং জমিতে সংযুক্ত বা জমির সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত যে কোনও কিছুর সাথে সংযুক্ত সমস্ত প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি (বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ) সহ।	ক) ১৭.১০.২০২৫ খ) ০৫.০৪.২০২৫	**১৯,০১,২১২.৮১ টাকা** লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৪৬৭৫৫১২২ এর অধীনে ১৬.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ০৫.০৪.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**২৫,০০,০০০ টাকার** (পঁচিশ লক্ষ টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা কিষান মিত্র এভিসিপি
১. **সুজিথ বিশ্বাস,** পিতা- নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস, ৩/১৩১, যতীনদাস নগর, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং- জিটি, বেলঘড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগণা - ৭০০ ০৫৬। এছাড়াও- ১৪২/১, এমএম সরণি, পূর্ব আলিপুর, নিমতা, কলকাতা - ৭০০ ০৪৯। ২. **শ্রীমতী গৌরী বিশ্বাস,** স্বামী- সুজিত বিশ্বাস, ১৪২/১, এমএম সরণি, পূর্ব আলিপুর, নিমতা, কলকাতা - ৭০০ ০৪৯।	ফ্ল্যাট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার ফ্ল্যাট নং এস-৩, যা উত্তর-পশ্চিম দিকে মুখ করা, দ্বিতীয় ফ্লোরে অবস্থিত, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৭৩৭ বর্গফুট, যা ;শান্তি নিবাস' নামে পরিচিত। এটি কমবেশি ০৩ কাঠা ০৮ ছটাক জমির উপর নির্মিত, যা মৌজা বেলঘড়িয়া, জে.এল. নং - ৩, ই পি নং - ৭৪৫, এসপি নং - ১০১২, দাগ/প্লট নং - ৩৯১৩ (আংশিক)-এর অধীনে, হোল্ডিং নং - ২৪৭/১, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং - (৫/৭১) ৫ নং, যতীন দাস নগর, থানা বেলঘড়িয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৫৬, ওয়ার্ড নং - ৩৫, কামারহাটি পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা-তে অবস্থিত। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি- উত্তর- ই.পি. নং - ৭৪৬ দ্বারা, দক্ষিণ- মিউনিসিপ্যাল রোড দ্বারা, পূর্ব- মিউনিসিপ্যাল রোড দ্বারা, পশ্চিম- ই.পি. নং ৭৪০ দ্বারা।	ক) ১৭.১০.২০২৫ খ) ০২.০৯.২০২৫	**১৪,২৯,৩৪৭ টাকা** লোন অ্যাকাউন্ট নং পিএইচআর০৪৩৭০৬৮২০৩২৮ এর অধীনে ১৭.১০.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ১৭.১০.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং **২,১৩,১৬৯ টাকা** লোন অ্যাকাউন্ট নং এইচটিআর০৪৩৭০৯০৬১৪৯০ এর অধীনে ১৭.১০.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ১৭.১০.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**১৭,৭৪,৯০৪ টাকা** (সতেরো লক্ষ চুয়াত্তর হাজার নয় শত চার টাকা মাত্র)।
১. **মেসার্স জানা এন্টারপ্রাইজ,** প্রেমিসেস নং- ৩২৫, নিউ সেরপুর, এতোয়ারিবাড়, ওয়ার্ড নং - ৮, কাঁথি পৌরসভা, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৪০১। ২. **শ্রী তন্ময় জানা (স্বত্বাধিকারী),** পিতা- তপন কুমার জানা। ৩. **শ্রী তপন কুমার জানা @ তপন কান্তি জানা,** পিতা- সুধীর চন্দ্র জানা। উভয়েরই বাসস্থান: সেরপুর, এতোয়ারিবাড়, কাঁথি পৌরসভা, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৪০১। এছাড়াও: এল.আর. প্লট নং - ৬৭, জে.এল. নং - ৩৭৩, এল.আর. খতিয়ান নং - ১০২/১, মৌজা - শেরপুর এতোয়ারিবাড়, থানা - কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৪০১।	জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ১৯ ডেসিমেল যা মৌজা - সেরপুর এটোয়ারিবাড়, জে.এল. নং - ৩৭৩, এল.আর. খতিয়ান নং - ১০২/১, এল.আর. প্লট নং - ৬৭, থানা - কাঁথি, কাঁথি পৌরসভার ওয়ার্ড নং - ৮ এর সীমার মধ্যে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা-তে অবস্থিত এবং এর উপর দণ্ডায়মান ইমারত ও কাঠামো সহ।	ক) ১৮.১০.২০২৫ খ) ১৭.০৮.২০২৫	**১,০১,৭০,৫৫৯.৪৪ টাকা** লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৫০৩৮৯৩৩১১ এর অধীনে ০৭.১০.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ০৫.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**১,০০,০০,০০০ টাকার** (এক কোটি টাকা মাত্র) ওভারড্রাফ্ট সুবিধা।
পূর্বাশা নন্দী, পিতা- বিকাশ কুমার নন্দী ও মিনু দাস, ১৯, ডাক্তার গলি, চুঁচুড়া (পৌরসভা), হুগলী - ৭১২ ১০১।	জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ১ কাঠা ১২ ছটাক ও ১৮ বর্গফুট জমি এবং এর উপর দণ্ডায়মান একতলা বসতবাড়ি, যা আর.এস. দাগ নং - ৫২১৪ এর অংশ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট এল.আর. দাগ নং - ৫০০৫, আর.এস. খতিয়ান নং - ১৩২৮ এর সাথে সংশ্লিষ্ট এল.আর. খতিয়ান নং - ১৭৫৭/২, এল.আর. খতিয়ান নং - ৪১৮৯ ও ৪১৯০ (নতুন), জে.এল. নং - ১৯, মৌজা - হুগলী, থানা - চুঁচুড়া, হুগলী জেলা-তে অবস্থিত। বর্তমানে এটি মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৮৯/৮১/১ (ট্যাক্স রসিদ অনুসারে), ডঃ লেন, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং ১৯, হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার সীমার মধ্যে পরিচিত ও চিহ্নিত।	ক) ২২.১০.২০২৫ খ) ০৮.১০.২০২৫	**২৭,৪১,৮৯৩.০৮ টাকা** লোন অ্যাকাউন্ট নং এলপিআর০৪৩৭০৯৩৮৬৫২০ এর অধীনে ২২.১০.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ২২.১০.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**২৭,১২,৫১৪ টাকা** (সাতাশ লক্ষ বারো হাজার পাঁচ শত চৌদ্দ টাকা মাত্র)।
১. **শ্রী সিদ্ধার্থ বাকুলি,** পিতা- সুনীল বাকুলি, মউখালি, চারশ্যামদাস, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৫০৩। এছাড়াও: মৌজা আমতলা, জে.এল. নং - ৭৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৬৩০৩, দাগ নং - ১৬৮৮, ১৬৮৯, থানা - বিষ্ণুপুর, চণ্ডী গ্রাম পঞ্চায়েত-এর সীমার মধ্যে, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৫০৩।	জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ৩.৮১ ডেসিমেল যা মৌজা - আমতলা, জে.এল. নং - ৭৩, খতিয়ান নং - ৬৩০৩, দাগ নং - ১৬৮৮ ও ১৬৮৯, থানা - বিষ্ণুপুর, চণ্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা-তে অবস্থিত এবং এর উপর দণ্ডায়মান সমস্ত ইমারত ও কাঠামো সহ।	ক) ২২.১০.২০২৫ খ) ০৩.১১.২০২৪	**২৩,৮৮,৩২২.৯৩ টাকা** লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০১১০২০৮২০ এর অধীনে ১৬.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ০১.১১.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)। **৩১,০৬৭.০০ টাকা** লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০১১০২০৮৩৩ এর অধীনে ১৬.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ০১.১১.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**২১,৭০,০০০.০০ টাকা-র** (একুশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফ্ট সুবিধা।
১. **মেসার্স খুরশিদ আলম হেয়ার এজেন্সি,** কাজীসাহা দক্ষিণপাড়া, বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদ - ৭৪২১৩৩। ২. **শ্রী ইব্রাহিম শেখ (স্বত্বাধিকারী),** পিতা- নাদের হোসেন। ৩. **শ্রীমতী রেবিনা বিবি,** স্বামী- ইব্রাহিম শেখ। উভয়েরই বাসস্থান: কাজীসাহা দক্ষিণপাড়া, বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদ - ৭৪২১৩৩। এছাড়াও- এল.আর. প্লট নং - ৫১৩, ৫১৪, জে.এল. নং - ৫৫, এল.আর. খতিয়ান নং - ৪৩৫৬, ৪৩৫৯, মৌজা - কাজীসাহা, থানা - বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদ - ৭৪২১৩৩।	জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ৬.১৬ ডেসিমেল যা মৌজা - কাজীসাহা, জে.এল. নং - ৫৫, এল.আর. খতিয়ান নং - ৪৩৫৬, ৪৩৫৯, এল.আর. প্লট নং - ৫১৩, ৫১৪, এসআরও-বেলডাঙা, থানা - বেলডাঙা, বেগুনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, মুর্শিদাবাদ জেলা-তে অবস্থিত এবং এর উপর দণ্ডায়মান ইমারত ও কাঠামো সহ।	ক) ২২.১০.২০২৫ খ) ১৯.০৬.২০২৪	**২২,২৩,৩৪৮.৭৩ টাকা** লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০২৭৪৫৯০২৯ এর অধীনে ১৬.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ৩১.০৫.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**২১,৫০,০০০ টাকার** (একুশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফ্ট সুবিধা।
১. **মেসার্স রোহান স্টোর,** রামনাদাদপুর, দাদপুর, রেজিনগর, মুর্শিদাবাদ - ৭৪২১৮৯। ২. **শ্রী আনিসুর রহমান শেখ (স্বত্বাধিকারী),** পিতা- ইমামোদ্দিন শেখ, রামনাদাদপুর, দাদপুর, মুর্শিদাবাদ - ৭৪২১৮৯। এছাড়াও: এল.আর. প্লট নং - ৫৩৪, জে.এল. নং - ১১৪, এল.আর. খতিয়ান নং - ৩০০০, মৌজা - রামনাদাদপুর, থানা - রেজিনগর, মুর্শিদাবাদ - ৭৪২১৮৯।	জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ৪.৫৮৯ ডেসিমেল যা মৌজা - রামনাদাদপুর, জে.এল. নং ১১৪, এল.আর. খতিয়ান নং - ৩০০০, এল.আর. প্লট নং - ৫৩৪, থানা - রেজিনগর, দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, মুর্শিদাবাদ জেলা-তে অবস্থিত এবং এর উপর দণ্ডায়মান সমস্ত ইমারত ও কাঠামো, ফিক্সচার, ফিটিংস এবং জমিতে সংযুক্ত বা জমির সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত যে কোনও কিছুর সাথে সংযুক্ত সমস্ত প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি (বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ) সহ। **চৌহদ্দি: উত্তর-** শফিকুল শেখের জমি, **দক্ষিণ-** হক মহম্মদ শেখের জমি, **পূর্ব-** নবী শেখের জমি, **পশ্চিম-** আরোজ বিশ্বাসের জমি।	ক) ২৪.১০.২০২৫ খ) ১৭.০৬.২০২৫	**৩০,৮৭,১৮৯.০৬ টাকা** লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৪০৩০০৫৮৫১৪৭৭৩ এর অধীনে ১৬.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ০৫.০৬.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**৩০,৫০,০০০ টাকার** (ত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফ্ট কিসান মিত্র-এভিসিপি সুবিধা।
১. **মেসার্স হাজি এন্টারপ্রাইজ,** বামনের চাক, বকুলতলা হাট, জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - ৭৪৩৩৩১৮। ২. **শ্রী সাজাহান পাইক (স্বত্বাধিকারী),** পিতা- ইলিয়াস পাইক। ৩. **শ্রী সফিকুল পাইক,** পিতা ইলিয়াস পাইক। উভয়েরই বাসস্থান: বামনের চাক, মলার চাক, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - ৭৪৩৩৩৮। এছাড়াও- এল.আর. প্লট নং - ৩৩০, জে.এল. নং - ৫১, এল.আর. খতিয়ান নং - ১৮৭৫, মৌজা - মলার চাক, জে.এল. নং - ৯৩, থানা - জয়নগর, এডিএসআর- জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - ৭৪৩৩৩৮।	জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ১০ ডেসিমেল যা মৌজা - মলার চাক, জে.এল. নং - ৯৩, এল.আর. খতিয়ান নং - ১৮৭৫, এল.আর. প্লট নং - ৩৩০, থানা - জয়নগর, এডিএসআর - জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা-তে অবস্থিত এবং এর উপর দণ্ডায়মান সমস্ত ইমারত ও কাঠামো সহ, এর সাথে ফিক্সচার, ফিটিংস এবং জমিতে সংযুক্ত বা জমির সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত যে কোনও কিছুর সাথে সংযুক্ত সমস্ত প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি (বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ) সহ।	ক) ২৮.১০.২০২৫ খ) ০৫.০৫.২০২৫	**২৪,৫৫,৫১৬.৩২ টাকা** লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৬৭৭৬৪৯০৯ এর অধীনে ১৬.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ০৫.০৫.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**২৪,০০,০০০ টাকার** (চব্বিশ লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফ্ট সুবিধা।
১. **মেসার্স সঞ্জয় কুমার মন্ডল, স্বত্বাধিকারী- শ্রী সঞ্জয় কুমার মন্ডল, রঘুনাথবাটি,** সাতগাছিয়া, মেমারী (জয়ন্তী কোল্ড স্টোরেজ সংলগ্ন), পূর্ব বর্ধমান - ৭১৩ ৪২২। ২. **শ্রী সঞ্জয় কুমার মন্ডল (স্বত্বাধিকারী),** পিতা- ধর্মদাস মন্ডল। ৩. **শ্রীমতী সুবর্ণা মন্ডল,** স্বামী সঞ্জয় কুমার মন্ডল। উভয়েরই বাসস্থান: রায়বাটি, সাতগাছিয়া, পূর্ব বর্ধমান - ৭১৩ ৪২২। এছাড়াও- এল.আর. প্লট নং - ৮২৯, ৮৩০, এল.আর. খতিয়ান নং - ৪২৬, জে.এল. নং - ১০১, মৌজা - রায়বাটি, থানা - মেমারী, পূর্ব বর্ধমান - ৭১৩ ৪২২।	জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ৫.২৬ ডেসিমেল যা মৌজা - রায়বাটি, জে.এল. নং - ১০১, এল.আর. খতিয়ান নং - ৪২৬, এল.আর. প্লট নং - ৮২৯, ৮৩০, থানা - মেমারী, সাতগাছি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, পূর্ব বর্ধমান জেলা-তে অবস্থিত এবং এর উপর দণ্ডায়মান সমস্ত ইমারত ও কাঠামো, ফিক্সচার, ফিটিংস এবং জমিতে সংযুক্ত বা জমির সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত যে কোনও কিছুর সাথে সংযুক্ত সমস্ত প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি (বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ) সহ।	ক) ২৮.১০.২০২৫ খ) ১৭.০৪.২০২৫	**১৯,৯৬,০৯৩ টাকা** লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২০০৩০০০০৯০৬৫৪১১ এর অধীনে ১৬.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ০৫.০৪.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**২০,০০,০০০ টাকার** (বিশ লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফ্ট সুবিধা কিষান মিত্র এভিসিপি
১. **অনিন্দ্যময় প্রামানিক,** পিতা- কাশিনাথ প্রামানিক। ২. **পূর্ণিমা প্রামানিক,** স্বামী- অনিন্দ্যময় প্রামানিক। সকলেই: সিধি, জয়পুর, পুরুলিয়া - ৭২৩২১৩।	জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ দোতলা বাড়ি, যা মৌজা ভাটবান্ধ, আর.এস. খতিয়ান নং - ৭৬, এল.আর. খতিয়ান নং - ৩৮৭৬, প্লট নং - ৪৯৩৫, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং - ১২৪৫/এ, মিশন রোড, নিমডিহা, থানা - পুরুলিয়া, ওয়ার্ড নং - ৫, পুরুলিয়া পৌরসভার অধীনে, এ.ডি.এস.আর.ও. - পুরুলিয়া, পুরুলিয়া জেলা, পিন - ৭২৩ ১০১-এ অবস্থিত এবং **নিম্নলিখিত চৌহদ্দি দ্বারা পরিবেষ্টিত: উত্তর-** ভারতী মাহাতোর জমি, **দক্ষিণ-** ১২ ফুট চওড়া রাস্তা, **পূর্ব-** ১০ ফুট চওড়া রাস্তা, **পশ্চিম-** সুসময় রক্ষিতের সম্পত্তি।	ক) ২৮.১০.২০২৫ খ) ০৮.১০.২০২৫	**৪০,১১,৪৫৭.৮৪ টাকা** লোন অ্যাকাউন্ট নং পিএইচআর০২১২১১১৩৮৪২৪ এর অধীনে ২৪.১০.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ২৪.১০.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**৪০,৯১,২৭৬ টাকা** (চল্লিশ লক্ষ একানব্বই হাজার দুই শত ছিয়াত্তর টাকা মাত্র)।
১. **মেসার্স মা লক্ষ্মী চাউল ভান্ডার,** ওয়ার্ড নং ১৩, অসামঞ্জ দে স্ট্রিট, হোল্ডিং নং ১৫১, শান্তিপুর, নদীয়া - ৭৪১৪০৪। ২. **শ্রী রাজু হালদার @ রাজু হালদার (স্বত্বাধিকারী),** পিতা- কার্তিক হালদার, শ্যামচাঁদ রোড, শান্তিপুর, নদীয়া - ৭৪১৪০৪। ৩. **শ্রীমতী দীপ্তি ইন্দ্র (হালদার),** স্বামী- রাজু হালদার, দক্ষিণ শান্তি পাড়া, বড়নিলপুর, শ্রীপল্লী, পূর্ব বর্ধমান - ৭১৩১০৩। এছাড়াও: ওয়ার্ড নং ১৩, অসমান্য দে স্ট্রিট, হোল্ডিং নং ১৫১, শান্তিপুর, নদীয়া - ৭৪১৪০৪। এছাড়াও- এল.আর. প্লট নং - ৪৩৭৬, জে.এল. নং - ২২, এল.আর. খতিয়ান নং - ১৬৯৯৮, ১৬৯৯৯, মৌজা - শান্তিপুর, হোল্ডিং নং - ৪/৪/২, ওয়ার্ড নং - ১৪, বেলেপুকুর লেন, শান্তিপুর পৌরসভার অধীনে, নদীয়া - ৭৪১৪০৪।	জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ৬.৬০ ডেসিমেল যা মৌজা - শান্তিপুর, জে.এল. নং - ২২, এল.আর. খতিয়ান নং - ১৬৯৯৮, ১৬৯৯৯, এল.আর. প্লট নং - ৪৩৭৬, থানা - শান্তিপুর, হোল্ডিং নং - ৪/৪/২, ওয়ার্ড নং - ১৪, বেলেপুকুর লেন, শান্তিপুর পৌরসভার অধীনে, নদীয়া জেলা-তে অবস্থিত এবং এর উপর দণ্ডায়মান ইমারত ও কাঠামো সহ। **চৌহদ্দি: উত্তর-** অধীর কুমার পাল ও ক্রান্তি প্রামানিকের জমি, **দক্ষিণ-** বেলেপুকুর লেন, **পূর্ব-** ৮ ফুট রাস্তা, **পশ্চিম-** নারায়ণ প্রামানিক ও গৌর প্রামানিকের জমি।	ক) ২৯.১০.২০২৫ খ) ০৩.১২.২০২৪	**৪০,৩৫,৫০৪.৪০ টাকা** ঋণ অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৩ ৭৬৮৮৩৮৮ এর অধীনে ১৬.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ৩০.১১.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**৪০,০০,০০০ টাকার** (চল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফ্ট সুবিধা সিকিউরড এক্সপ্রেস।
১. **শ্রী তাপস কুমার বারিক @ তাপস বারিক,** পিতা অনিল কুমার বারিক। ২. **শ্রী সুমিত কুমার বারিক,** পিতা তাপস কুমার বারিক। উভয়েরই বাসস্থান: উদয়খালি, হেনরিয়া, লক্ষ্মী খেজুরি, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৪৩০।	জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ৩ ডেসিমেল যা মৌজা - লক্ষ্মী, জে.এল. নং - ১৩৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৬৭৯, এল.আর. প্লট নং - ৬৮৫১ (পর্চা অনুসারে), এল.আর. প্লট নং - ৬৭৮৪ (দলিল অনুসারে), থানা - খেজুরি, লক্ষ্মী গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা-তে অবস্থিত এবং এর উপর দণ্ডায়মান সমস্ত ইমারত ও কাঠামো সহ। **চৌহদ্দি (দলিল অনুসারে): উত্তর-** প্লট নং - ৬২৫৭ ও ৬২৫৮, **দক্ষিণ-** প্লট নং - ৬২৪৭ ও ৬৩২৫, **পূর্ব-** প্লট নং ৬৩২৫, **পশ্চিম-** প্লট নং - ৬২৪৯।	ক) ২৯.১০.২০২৫ খ) ০২.০৫.২০২৫	**১৯,০১,৬৬৮.৯৭ টাকা** লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০২৩০০৯ ৫৩৫ এর অধীনে ১৬.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ০১.১১.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)। **৩৩,৫১২.৩৭ টাকা** লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০২৩০০৯ ৫৪৮ এর অধীনে ১৬.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ০১.১১.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**১৭,২০,০০০ টাকার** (সতেরো লক্ষ বিশ হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফ্ট সুবিধা।
১. **শ্রীমতী সুনয়নী পাত্র,** স্বামী- সিন্টু পাত্র। ২. **শ্রী সিন্টু পাত্র, পিতা অসিত পাত্র।** উভয়েরই বাসস্থান: পদুমবাসন, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৬৩৬। ৩. **শ্রী সত্য রঞ্জন পাত্র,** পিতা- কুমোর নারায়ণ পাত্র, পৌষি, ভূপতি নগর, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৪৪৪। এছাড়াও: এল.আর. প্লট নং - ৬৭/১৬৪, জে.এল. নং - ১৪৪, এল.আর. খতিয়ান নং - ১০০১৯, মৌজা - পদুমবাসন, থানা - তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৬৩৬।	জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ৬ ডেসিমেল যা মৌজা - পদুমবাসন, জে.এল. নং - ১৪৪, এল.আর. খতিয়ান নং - ১০০১৯, এল.আর. প্লট নং - ৬৭/১৬৪, থানা - তমলুক, ওয়ার্ড নং - ১০, তাম্রলিপ্ত পৌরসভার সীমার মধ্যে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা-তে অবস্থিত এবং এর উপর দণ্ডায়মান ইমারত ও কাঠামো সহ।	ক) ২৯.১০.২০২৫ খ) ০১.০৫.২০২৫	**৪৯,৪৮,২৯৩.৭০ টাকা** লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৩১৭৩০৯৪০ এর অধীনে ১৬.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ০১.১১.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)। **২৮,৪৯৯.৭০ টাকা** লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৩১৭৩০৯৫৩ এর অধীনে ১৬.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ০১.১১.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**৪৫,০০,০০০ টাকার** (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফ্ট সুবিধা।
১. **শ্রী দিলীপ প্রামানিক,** পিতা- সুবল প্রামানিক ২. **শ্রী রাজ কুমার প্রামানিক,** পিতা- সুবল প্রামানিক ৩. **শ্রী সুবল প্রামানিক,** পিতা- গুণাধর প্রামানিক বাসস্থান: জালগোদা, পোঃ- উত্তরাষদা, থানা- বেলদা, পশ্চিম মেদিনীপুর - ৭২১৪৪৩। সকলেই এছাড়াও: জালগোদা, জে.এল. নং- ৩০৬, খতিয়ান নং- ১০৬১, ১০৬২, প্লট নং- ২৬, থানা - বেলদা, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিনকোড - ৭৩৬১৬৭।	জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ৮ ডেসিমেল যা মৌজা - জলগোদা, জে.এল. নং - ৩০৬, খতিয়ান নং - ১০৬১, ১০৬২, এল.আর. প্লট নং - ২৬, থানা - বেলদা, হরিহর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা-তে অবস্থিত এবং এর উপর দণ্ডায়মান ইমারত ও কাঠামো সহ।	ক) ২৯.১০.২০২৫ খ) ০৮.০৬.২০২৫	**১৯,৬৯,৭৯৪.৩৩ টাকা** লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০১৬৩৯৮৮৭২ এর অধীনে ১৬.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ০৫.০৫.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)। **২৭,৫১৬.২০ টাকা** লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০১৬৩৯৮৮৯৮ এর অধীনে ১৬.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ০৫.০৫.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**১৯,৭০,০০০.০০ টাকা-র** (উনিশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফ্ট সুবিধা।
১. **শ্রীমতী ছায়া ঢালী,** স্বামী- অমল কুমার ঢালী। ২. **শ্রী অমল কুমার ঢালী,** পিতা- ক্ষুদিরাম ঢালী। ৩. **শ্রী পরিমল ঢালী,** পিতা- ক্ষুদিরাম ঢালী। সকলেরই বাসস্থান: চক কুলিয়াডাঙ্গা আবাদ কুলিয়াডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৪৫৬। সকলেরই এছাড়াও: মৌজা চক কুলিয়াডাঙ্গা, জে.এল. নং - ২৮, খতিয়ান নং - ১০৮২, এল.আর. প্লট নং - ৩৮০, থানা - হাসনাবাদ, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, পিনকোড - ৭৪৩৪৫৬।	জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ১.৮৩ ডেসিমেল যা মৌজা - চক কুলিয়াডাঙ্গা, জে.এল. নং - ২৮, এল.আর. খতিয়ান নং - ১০৮২, এল.আর. প্লট নং - ৩৮০, থানা - হাসনাবাদ, মাকালগাছা গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা-তে অবস্থিত এবং এর উপর দণ্ডায়মান সমস্ত ইমারত ও কাঠামো সহ।	ক) ৩০.১০.২০২৫ খ) ০১.০৫.২০২৫	**৮,৩২,৯৪১ টাকা** লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০০০৮৩৪ ৪৬৩৭ এর অধীনে ১৬.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ০১.১১.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)। **৩০,৭০৩ টাকা** লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০০০৮৩৪ ৪৬৪০ এর অধীনে ১৬.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ০১.১১.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**৭,২০,০০০.০০ টাকা-র** (সাত লক্ষ বিশ হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফ্ট সুবিধা।
১. **মেসার্স এসএস এন্টারপ্রাইজ (স্বত্বাধিকারী- শাহানাজ বিবি)** ২. **শ্রীমতী শাহানাজ বিবি,** স্বামী- মেহেদী হাসান মন্ডল ৩. **শ্রী মেহেদী হাসান,** পিতা- মহম্মদ মোবাসের হোসেন ৪. **শ্রী মহম্মদ মোবাসের হোসেন,** পিতা -আকিমুদ্দিন মন্ডল সকলেরই বাসস্থান: চক কালীকাপুর, গৌরল্ ভোজ, দক্ষিণপাড়া, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগণা - ৭৪৩৪৫৫।	জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ১৮ ডেসিমেল যা মৌজা - চক কালীকাপুর, জে.এল. নং - ২১, এল.আর. খতিয়ান নং - ১৪৫৮, প্লট নং - ১৬২, থানা - বসিরহাট-এর অধীনে, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা-তে অবস্থিত এবং এর উপর নির্মিত ইমারত ও কাঠামো সহ।	ক) ৩০.১০.২০২৫ খ) ১৮.০৫.২০২৫	**৫৯,৮০,২৪১ টাকা** লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০১৩৬২ ১৫৩৪ এর অধীনে ১৬.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ০৫.০৫.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**৬২,০০,০০০ টাকার** (বাষট্টি লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফ্ট কিসান মিত্র-এভিসিপি ক্রেডিট সুবিধা।
১. **মেসার্স ব্রাইট স্টার ফিশ সেন্টার (স্বত্বাধিকারী- আজিজুল ইসলাম গাজী)** ২. **শ্রী আজিজুল ইসলাম গাজী,** পিতা- হাজী আব্দুল জলিল গাজী সকলেরই বাসস্থান: রাজিপুর ঈদগাহের কাছাকাছি, রাজিপুর, ওয়ার্ড নং - ১২, হাসনাবাদ, উত্তর ২৪ পরগণা - ৭৪৩৪২৬।	জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ৫ ডেসিমেল যা মৌজা - থুবা, জে.এল. নং - ৪৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৯২৭৯ (পূর্বে ১০১৩), এল.আর. দাগ নং - ২৯২৬ ও ২৯২৬/৪০৩৪ -এর অধীনে এবং কমবেশি ১৭ ডেসিমেল যা মৌজা - থুবা, জে.এল. নং ৪৭, এল.আর. খতিয়ান নং - ১১৬২১ (পূর্বে ৮৭১৬), হোল্ডিং নং - ৮০১, ওয়ার্ড নং - ১৬, থানা - হাসনাবাদ-এর অধীনে, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা, টাকি পৌরসভার অধীনে অবস্থিত এবং এর উপর নির্মিত ইমারত ও কাঠামো সহ।	ক) ৩০.১০.২০২৫ খ) ০৫.০৫.২০২৫	**৫৭,০০,৪৮৩.২৫ টাকা** লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০১৪৪ ৭৭৭৪৫ এর অধীনে ১৬.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ০৫.০৫.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**৫৫,০০,০০০ টাকার** (পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফ্ট কিসান মিত্র-এভিসিপি ক্রেডিট সুবিধা।
১. **মেসার্স কাচেদ আলী মোল্লা,** গ্রাম - বকচোরা বাজার, পোঃ - নূরপুর, থানা - মিনাখা, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩৪৫৬। ২. **শ্রী কাচেদ আলী মোল্লা @ মন্ডল (স্বত্বাধিকারী),** পিতা- জোহর আলী মোল্লা, বাগচর আবাদ, নূরপুর, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩৪৫৬। ৩. **শ্রী ফারুক মোল্লা @ মন্ডল (জামিনদার),** পিতা- কাচেদ আলী মোল্লা, বাগচর আবাদ, নূরপুর, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩৪৫৬ ৪. **শ্রী সুরাজ মোল্লা @ মন্ডল (জামিনদার),** পিতা- কাচেদ আলী মোল্লা, বকচোরা, বাগচর আবাদ, নূরপুর, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩৪৫৬।	সুরক্ষিত জামানত : ● জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ১৩ ডেসিমেল যা এল.আর. দাগ নং - ৫৩৯, খতিয়ান নং - আর.এস. ৭৭, ২৯১, ২২৫, হাল এল.আর. - ৩২৭/২, ২১৩/২, ২২১/১, ১৩৫/১, ৪৯১/১, এবং তার পরে হাল এল.আর. নং - ৬৯৪, চাপালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, মৌজা - ঘোনারবন গ্রাম, থানা - মিনাখা, জে.এল. নং - ৬, এডিএসআর অফিস - দেগঙ্গা, তৌজি নং - ২৩, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা-তে অবস্থিত এবং এর উপর নির্মিত ইমারত সহ। এই সম্পত্তিটি ২০২০ সালের ডিড নং - ৩১০৮ অনুসারে ফারুক মন্ডল (@ মোল্লা)-এর নামে রয়েছে। ● জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ১৩ ডেসিমেল যা এল.আর. দাগ নং ৫৩৯, খতিয়ান নং আর.এস. ৭৭, ২৯১, ২২৫, হাল এল.আর. ৩২৭/২, ২১৩/২, ২২১/১, ১৩৫/১, ৪৯১/১, এবং তার পরে হাল এল.আর. নং৬৯৪, চাপালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, মৌজা- ঘোনারবন গ্রাম, থানা- মিনাখা, জে.এল. নং ৬, এডিএসআর অফিস - দেগঙ্গা, তৌজি নং ২৩, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা-তে অবস্থিত এবং এর উপর নির্মিত ইমারত সহ। এই সম্পত্তিটি ২০২০ সালের ডিড নং - ৩১০৯ অনুসারে সুরাজ মন্ডল (@ মোল্লা)-এর নামে রয়েছে। উপরের ২টি দলিলের বলে, ফারুক মন্ডল (@ মোল্লা) ও সুরাজ মন্ডল (@ মোল্লা) এল.আর. খতিয়ান নং - ১৩৫২, ১৩৫৩ (পুরাতন খতিয়ান নং - ৬৯৪), আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং - ৫৩৯ এর অধীনে ২৬ ডেসিমেল জমির মালিক হয়েছেন। ● জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ৫৯ ডেসিমেল যা আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৫৩৯, ৫৬৪, এল.আর. খতিয়ান নং - ১৩৫২, ১৩৫৩ (পুরাতন খতিয়ান নং ৬৯৩), চাপালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, মৌজা - ঘোনারবন গ্রাম, থানা - মিনাখা, জে.এল. নং - ৬, এডিএসআর অফিস - দেগঙ্গা, তৌজি নং - ২৩, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা-তে অবস্থিত এবং এর উপর নির্মিত ইমারত সহ। এই সম্পত্তিটি ২০২০ সালের ডিড নং - ২৮১১ ও ২০২০ সালের ২৮১২ অনুসারে সুরাজ মন্ডল (@ মোল্লা) ও ফারুক মন্ডল (@ মোল্লা)-এর নামে রয়েছে।	ক) ১৭.০৯.২০২৫ খ) ২৭.০৫.২০২৫	**১,৫৩,৭১,৮৭৩.৯৩ টাকা** লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০১১১৭৬৭১৯ এর অধীনে ১৭.০৫.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ০৫.০৫.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**১,৫০,০০,০০০ টাকা** (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা)।
১. **শ্রী পবিত্র বিশ্বাস,** পিতা- প্রয়াত অনিল কুমার বিশ্বাস ২. **শ্রীমতী সুচরিতা রায়,** স্বামী- পবিত্র বিশ্বাস। ডি/৯ হাতিয়ারা রোড, জ্যাংড়া বটতলা, রাজারহাট গোপালপুর (পৌরসভা), উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭০০ ০৫৯। উভয়েই: মা তারা অ্যাপার্টমেন্ট, ১ম ফ্লোর, এএ-৪৮, প্রফুল্ল কানন (পশ্চিম), কৃষ্ণপুর, কলকাতা, রাজারহাট, গোপালপুর (পৌরসভা), উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০ ১০১ এবং এছাড়াও ফ্ল্যাট : ২ই, ২য় ফ্লোর, দক্ষিণ-পূর্ব/পিছনের দিক, মহেন্দ্র এনক্লেভ, ব্লক-বি, এএ-৩২, প্রফুল্ল কানন (পঃ), কৃষ্ণপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০ ১০১।	**সুরক্ষিত জামানত :** **(‘জমি সম্পত্তির’ বিবরণ)** জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ৩৭ কাঠা ও ১৩ ছটাক জমি এবং এর উপর নির্মিত গ্রাউন্ড প্লাস পাঁচ তলা বিল্ডিং ‘মহেন্দ্র এনক্লেভ’, যা আর.এস. দাগ নং - ৩১৬১, ৩১৬২, ৩১৬৩ ও ৩১৬৪-এর সমন্বয়ে গঠিত, সি.এস. খতিয়ান নং - ৮২ অনুসারে আর.এস. খতিয়ান নং - ৮৫ এর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং জমিনদার খতিয়ান নং ১১, ৭, ৫কে, ৬ এর সাথে সংশ্লিষ্ট। এটি মৌজা - কৃষ্ণপুর, জে.এল. নং - ১৭, আর.এস. নং - ১৮০, তৌজি নং - ২২৮ ও ২২৯, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং - এএস/১০৬/বিএল-এএ/০৮ যা প্রেমিসেস নং - এএ-৩২, প্রফুল্ল কানন, কৃষ্ণপুর (পশ্চিম), কলকাতা-৭০০ ১০১, থানা- রাজারহাট, রাজারহাট-গোপালপুর পৌরসভার (বর্তমানে বিধাননগর পৌর কর্পোরেশন) ওয়ার্ড নং - ২০ এর সীমার মধ্যে, উপ-নিবন্ধন কার্যালয়, বিধাননগর (সল্ট লেক সিটি), উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এবং **নিম্নলিখিত চৌহদ্দি দ্বারা পরিবেষ্টিত: উত্তর-** কৃষ্ণপুর রোড দ্বারা (১২ ফুট চওড়া রাস্তা), **দক্ষিণ-** অন্যদের প্লট দ্বারা, **পূর্ব-** অন্যদের প্লট দ্বারা, **পশ্চিম-** ১২ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা। **(‘সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তির’ বিবরণ)** স্ব-সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার ফ্ল্যাট নং - ২ই, ব্লক - বি, দ্বিতীয় ফ্লোর (দক্ষিণ-পূর্ব/পিছনের দিক), যার সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া কমবেশি ১১৫৬ (এক হাজার একশত ছাপ্পান্ন) বর্গফুট (মার্বেল ফ্লোরিং সহ, লিফট সুবিধা সহ এবং ৯ বছর পুরোনো), যা ২টি বেডরুম, ১টি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, ১টি রান্নাঘর, ২টি বাথ কাম পায়খানা এবং ১টি বারান্দা নিয়ে গঠিত। এটি উপরিউক্ত উক্ত সম্পত্তির জমিতে নির্মিত জি + ৫ তলা ভবন ‘মহেন্দ্র এনক্লেভ’ এর মধ্যে অবস্থিত। উক্ত ফ্ল্যাটের জন্য প্রযোজ্য আনুপাতিক, অবিভক্ত এবং অবিচ্ছেদ্য জমির অংশ সহ এবং উক্ত ফ্ল্যাটটির সুবিধা ও ভোগের জন্য উক্ত ভবনের / উক্ত সম্পত্তির সমস্ত সাধারণ অধিকার ও ব্যবহার সুবিধা সহ, যা উপরের তফসিল-এ আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং উক্ত ইউনিটটি দলিলের সাথে সংযুক্ত নকশায়ও চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সম্পত্তিটি পবিত্র বিশ্বাস ও সুচরিতা রায়ের নামে রয়েছে।	ক) ১৮.১০.২০২৫ খ) ২৩.১১.২০২৪	**৩৫,৯৬,২৬০ টাকা** (পঁয়ত্রিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার দুই শত ষাট টাকা মাত্র) লোন অ্যাকাউন্ট নং পিএইচআর০০০০৫ ০৬৮২৮০১১ এর অধীনে ১৮.১০.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ১৮.১০.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	১৩.১২.২০২১ তারিখের **৩৩,৪২,৯৭২ টাকা** (তেত্রিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার নয় শত বাহাত্তর টাকা মাত্র)।
শ্রীমতী চয়নিকা দাস, পিতা- বিনয় কুমার দাস ও মিনু দাস, ৪র্থ ফ্লোর, দেবিগড়, মধ্যমগ্রাম (পৌরসভা), পোঃ ও থানা - মধ্যমগ্রাম, উত্তর ২৪ পরগণা, আসাম ফার্নিচারের বিপরীতে, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০ ১২৯। এছাড়াও: নিউ কলকাতা - প্রয়াগ, ফ্ল্যাট নং - ১৪পি, ১৪তম ফ্লোর, টাওয়ার-১, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং - ৪৪৯/এ/২, জিটি রোড, মহেশ, থানা - শ্রীরামপুর, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২ ২১২।	**প্রথম তফসিল : (উক্ত প্রেমিসেস)** জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা বিভিন্ন জমি নিয়ে মোট পরিমাপ কমবেশি ৬.৮৫৪ একর, যা এল.আর. দাগ নং - ১৩৩৪৩, ১৩৩৫৪, ১৩২৩৮, ১৩২৩৯, ১৩৩৫১ ও ১৩৩৫২ এর সমন্বয়ে গঠিত এবং এল.আর. খতিয়ান নং - ১১৩৩১ (হ্যাপি নিকেতন প্রাঃ লিঃ-এর নামে) মৌজা - মহেশ, জে.এল. নং - ১৫, থানা শ্রীরামপুর, হোল্ডিং নং - ৪৪৯/এ/২, জি.টি. রোড, শ্রীরামপুর পৌরসভার ওয়ার্ড নং - ১৯ ও ২০-এর সীমার মধ্যে, হুগলী জেলা, পিন - ৭১২২০২, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। **উক্ত প্রেমিসেসের চৌহদ্দি: উত্তর-** বেঙ্গল লক্ষ্মী কটন মিল রোড দ্বারা, **পূর্ব-** অন্যের সম্পত্তি দ্বারা, **দক্ষিণ-** জগন্নাথ ঘাট লেন ও অন্যদের সম্পত্তি দ্বারা, **পশ্চিম-** শিবতলা লেন ও অন্যদের সম্পত্তি দ্বারা। অথবা, যেকোনোভাবে বর্তমানে এটি অবস্থিত বা পূর্বে অবস্থিত ছিল, তার চৌহদ্দি, পরিচিতি, সংখ্যা, বর্ণনা এবং/অথবা বৈশিষ্ট্য যাই হোক না কেন। **দ্বিতীয় তফসিল : (সুরক্ষিত সম্পদ)** আবাসিক ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার নং - ১৪পি, যার কার্পেট এরিয়া কমবেশি ৩১৮ বর্গফুট (বিল্ট-আপ এরিয়া কমবেশি ৪০৫ বর্গফুট (ব্যালকনি(গুলি)/বারান্দা(গুলি)-এর পরিমাপ সহগ্ন এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৫৪০ বর্গফুট, যা কমন এরিয়া এবং ইনস্টলেশনের আনুপাতিক অংশ সহ)। এটি ‘নিউ কলকাতা , প্রয়াগ’ হাউজিং কমপ্লেক্সের টাওয়ার নং - ১ এর ১৪তম ফ্লোরে অবস্থিত, যা উপরে লিখিত প্রথম তফসিল-এ বর্ণিত উক্ত প্রেমিসেস-এ অবস্থিত এবং দলিলের সাথে সংযুক্ত নকশায় দেখানো হয়েছে। এই সম্পত্তিটি শ্রীমতী চয়নিকা দাসের নামে রয়েছে।	ক) ১৮.১০.২০২৫ খ) ০৮.১০.২০২৪	**১২,৮০,০৫৪.০০ টাকা** (বারো লক্ষ আশি হাজার চৌবন টাকা মাত্র) লোন অ্যাকাউন্ট নং পিএইচআর০০০০৫ ০৫৪১১ ৪৫ এর অধীনে ১৮.১০.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণটি ১৮.১০.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**১৫,১১,০০০.০০ টাকা** (পনেরো লক্ষ এগারো হাজার টাকা মাত্র)।

নোটিশের বিকল্প সার্ভিসের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতারা এবং/অথবা জামিনদারদের (যেখানে প্রযোজ্য) এই নোটিশটি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উপরে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ভবিষ্যৎ সুদ এবং প্রযোজ্য চার্জ সহ। অন্যথায়, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর বিধান অনুসারে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উক্ত আইনের ধারা ১৩ (১৩) অনুসারে, উপ-ধারা (২)-তে উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির পরে, সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া কোনও ঋণগ্রহীতা নোটিশে উল্লিখিত তার সুরক্ষিত সম্পদগুলির কোনওটিই বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করতে পারবেন না।

সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের কাছে উপলব্ধ সময় সংক্রান্ত সারফেইসি আইন, এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

যেখানে সুরক্ষিত পাওনাদারের পাওনার পরিমাণ তার দ্বারা সংঘটিত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে ইজারা, বরাদ্দ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তরের জন্য পাবলিক নিলাম বা দরপত্র আহ্বানের নোটিশ প্রকাশের তারিখের আগে বা জনসাধারণ বা ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে সুরক্ষিত পাওনাদারকে প্রদান করা হয়,- (১) সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক সুরক্ষিত সম্পদগুলি ইজারা, বরাদ্দ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তর করা হবে না; এবং
(২) যদি, এই উপ-ধারার অধীনে এই পরিমাণ অর্থ প্রদানের আগে সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক সম্পদগুলি ইজারা, বরাদ্দ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তরের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েও থাকে, তবে উক্ত সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক ঐরূপ সুরক্ষিত সম্পদগুলি ইজারা, বরাদ্দ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তরের জন্য আর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে না’।

তারিখ: ০৮.১২.২০২৫, **স্থান:** পশ্চিমবঙ্গ — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, **অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ**

সশস্ত্র বাহিনীর পতাকা দিবসে বার্তা মোদীর

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর: 'সশস্ত্র বাহিনী পতাকা দিবসে, আমরা সেই সাহসী পুরুষ ও মহিলাদের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা অটল সাহসের সঙ্গে আমাদের দেশকে রক্ষা করেন।' রবিবার এক্সবার্তায় এ কথা লেখেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তিনি লিখেছেন, 'তাঁদের শৃঙ্খলা, সংকল্প এবং চেতনা আমাদের জনগণকে রক্ষা করে এবং আমাদের দেশকে শক্তিশালী করে। তাঁদের অঙ্গীকার আমাদের দেশের প্রতি কর্তব্য, শৃঙ্খলা এবং নিষ্ঠার এক শক্তিশালী উদাহরণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। আসুন আমরা সশস্ত্র বাহিনী পতাকা দিবস তহবিলে অবদান রাখি।'

সাহসী সশস্ত্র বাহিনীর সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, 'সশস্ত্র বাহিনীর অঙ্গীকার আমাদের দেশের প্রতি কর্তব্য, শৃঙ্খলা এবং নিষ্ঠার এক শক্তিশালী উদাহরণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।'

বন্দে মাতরম নিয়ে সোমবার সংসদে বিশেষ আলোচনা

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর: বন্দে মাতরম নিয়ে সোমবার সংসদে হবে বিশেষ আলোচনা। বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে লোকসভায় আগামীকাল এই বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। বন্দে মাতরমের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং অজানা দিক দেশের সামনে উঠে আসবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বন্দে মাতরমের উপর বক্তব্য রাখবেন।

সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের মধ্যেই সোমবার বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনা হবে লোকসভায়। এই আলোচনার জন্য মোট ১০ ঘন্টা সময় বরাদ্দ থাকবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনা শুরু করবেন। এরপরের দিন অর্থাৎ ৯ ডিসেম্বর নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে আলোচনা হবে, সে জন্যও ১০ ঘণ্টা সময় বরাদ্দ থাকবে। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল আগামী বুধবার, ১০ ডিসেম্বর এ বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন।

ময়দান

দীর্ঘ দিনের প্রেমিককে বিয়ে করছেন না ভারতের তারকা ওপেনার স্মৃতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: জল্পনার শেষ হল অবশেষে। সুরকার পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে বিয়ে ভেঙে দিলেন ভারতের তারকা ওপেনার স্মৃতি মন্ধানা। বিশ্বকাপজয়ী এই ক্রিকেটার সমাজমাধ্যমে এক দীর্ঘ পোস্টে জানালেন তাঁর জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা। বেশ কিছু দিন ধরেই তাদের বিয়ে নিয়ে জল্পনা চলছিল। ২৩ নভেম্বর তাঁদের বিয়ে ঠিক থাকলেও শেষ মুহূর্তে অনুষ্ঠান স্থগিত হয়। প্রথমে জানানো হয়েছিল, মন্ধানার বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় আপাতত বিয়ে হচ্ছে না। কিন্তু পরে পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নেয়।

মন্ধানা তাঁর পোস্টে লিখেছেন, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তাঁর জীবন নিয়ে জল্পনা চলছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে। তিনি সাধারণত ব্যক্তিগত বিষয় প্রকাশ্যে করেন না, তবে এবার জানানো জরুরি হয়ে পড়েছে;বিয়ে বাতিল করা হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি সকলকে অনুরোধ করেছেন, এই বিষয়ে আর মন্তব্য না করে দুই পরিবারের গোপনীয়তাকে সম্মান জানাতে।

পরিবারের ঘনিষ্ঠ সূত্রে শোনা যায়, পলাশ মুচ্ছলের নামে একাধিক মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ উঠে আসে। এমনকী স্মৃতির ভাই ও সতীর্থরাও সমাজমাধ্যমে পলাশকে 'আনফলো' করেন বলে খবর। সম্পর্কের টানাপোড়েন চরমে পৌঁছেতেই শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায় বিয়ের সমীকরণ। স্মৃতি আরও জানান, দেশের হয়ে সর্বোচ্চ স্তরে খেলা চালিয়ে যাওয়া তাঁর প্রথম লক্ষ্য। ভবিষ্যতেও ভারতকে আরও বেশি সাফল্য এনে দিতে চান তিনি। ব্যক্তিজীবনে ঝড় উঠলেও ক্রিকেটই তার আসল মনোযোগের জায়গা, সেটাই আবার স্পষ্ট করলেন বিশ্বের এক নম্বর মহিলা একদিনের ব্যাটার।

আইএফএ শিল্ডের পর আবারও টাইব্রেকারে স্বপ্নভঙ্গ ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপার কাপ হাতছাড়া ইস্টবেঙ্গলের। জেতার কাছে এসেও ট্রফি হাতে তোলা হল না লাল-হলুদ ব্রিগেডের। রবিবার গোয়ার ফতোরদা স্টেডিয়ামে টাইব্রেকারে এফসি গোয়ার ৬-৫ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে দেয় অস্কার ব্রুজোঁর দলকে। সুপার কাপ জেতার স্বপ্ন অধরা থেকে গেল লাল-হলুদ সমর্থকদেরও। মোক্ষম সময়ে এসে পেনাল্টি মিস করলেন মহম্মদ রশিদ এবং পিভি বিষ্ণু।

ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠ শক্তিশালী এ কথা অতি বড় লাল-হলুদ বিরোধীও অস্বীকার করবে না। ম্যাচের শুরু থেকেই গোয়া চেষ্টা করছিল মাঝমাঠে ইস্টবেঙ্গলকে বেঁধে ফেলতে। শুরুতেই তিন মিনিটের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল গোয়া। বোরহা হেরেরা লম্বা বল বাড়িয়েছিলেন জেভিয়ার সিভেরিওকে। ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্ডার কেভিন সিবিল্লে বাঁচিয়ে দেন। ২০ মিনিটের মাথায় গোলকিপার প্রভসুখন গিলের থেকে বল পেয়ে হিরোশি ইবুসুকি তা বাড়িয়ে দেন বিপিনের দিকে। বিপিন সেই বল নিয়ে ক্রস করেন নাওরেম মহেশকে। তবে মহেশ সেই বল ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলেন না।

শনিবারই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ জিতে নিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। তিনটি ম্যাচে ব্যাট হাতে দুরন্ত পারফরম্যান্স করেন বিরাট কোহলি। রবিবার বরাহলক্ষ্মী নৃসিংহের স্মরণে বিশাখাপত্তনমের মন্দিরে উপস্থিত হতে দেখা যায় কিং কোহলিকে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ফর্ম নং ১৪
[রেগুলেশন ৩৩(২) দেখুন]
রেজি. এ/ডি মাধ্যমে, ডাস্টি ব্যর্থ হলে প্রকাশনার মাধ্যমে
রিকভারি অফিসারের অফিস - ১/২
ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল, শিলিগুড়ি
২য় ফ্লোর, পিসিএম টাওয়ার, সেভক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪ ০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
দাবি বিজ্ঞপ্তি
দ্য রিকভারি অফ ডেটস্ এন্ড ব্যাঙ্করাপসি এক্ট, ১৯৯৩ এর ২৫ থেকে ২৮ সেকশন এর অধীন এবং ইনকাম ট্যাক্স এক্ট,১৯৬১ এর দ্বিতীয় তফসিলের রুল ২ -এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি
আরসি/১১২/২০২৪ ২৮.১১.২০২৫
ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
বনাম
ডোমকল এডুকেশন সোসাইটি
প্রতি-
(সিডি-১) ডোমকল এডুকেশন সোসাইটি, পোঃ ও থানা- ডোমকল, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০৩।
(সিডি-২) পার্বতী শঙ্কর নন্দী, পিতা- প্রয়াত রোহিনী কুমার নন্দী, গ্রাম+পোঃ ও থানা-ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২৩০৩।
(সিডি-৩) অজয় শঙ্কর নন্দী, পিতা- প্রয়াত রোহিনী কুমার নন্দী, ১১/২, বাবুলবোনা রোড, মধুপুর, পোঃ ও থানা- বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১০১।
(সিডি-৪) অমল শঙ্কর নন্দী (বর্তমানে মৃত)।
সিডি-৪ (১) শ্রীমতী জয়ন্তী নন্দী, স্বামী-অমল শঙ্কর নন্দী।
সিডি -৪ (২) শ্রী মৌমিক নন্দী, পিতা- অমল শঙ্কর নন্দী।
সিডি-৪(৩) শ্রীমতী দীপান্বিতা নন্দী, পিতা- অমল শঙ্কর নন্দী।
(সিডি-৫) শ্রী প্রবীর কুমার কুণ্ডু, পিতা-প্রয়াত পূর্ণেন্দু কুণ্ডু, পোঃ ও থানা-কৃষ্ণনগর, জেলা-নদীয়া, পিন- ৭৪১১০১।
(সিডি-৬) শ্রী সোমনাথ নন্দী, পিতা- শ্রী শিব শঙ্কর নন্দী, গ্রাম, পোঃ ও থানা-ডোমকল, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২৩০৩।
(সিডি-৭) শ্রী কৌশিক কুমার নন্দী, পিতা- প্রয়াত গৌরী শঙ্কর নন্দী, গ্রাম, পোঃ ও থানা-ডোমকল, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২৩০৩।
(সিডি-৮) শ্রী মৃত্যুঞ্জয় পাল, পিতা- প্রয়াত নীলকান্ত পাল, ৩২৩, মিশন রোড, রানাঘাট, গ্রাম ও পোস্ট অফিস - রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১২০১।
এটি অবহিত করা হচ্ছে যে, প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি টিএ/৯৪৭/২০১৭ দ্বারা পাস করা আদেশ অনুসারে জারি করা পুনরুদ্ধার শংসাপত্র অনুযায়ী, ৩,৩৫,৮২,৮৮৫.০০ টাকা (তিন কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ বিরাশি হাজার আট শত পঁচাশি টাকা মাত্র) এবং সেইসঙ্গে পেন্ডেন্টেলাইট এবং ভবিষ্যৎ সুদ বার্ষিক ১৩.০০% হারে বার্ষিক সরল সুদ ১৯/১০/২০১৫ তারিখ থেকে কার্যকর পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এবং ১,৫০,০০৫ টাকা (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাঁচ টাকা মাত্র) মূল্য আপনার বিরুদ্ধে বকেয়া হয়ে গেছে (যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে / সম্পূর্ণ/ সীমিত)।
২. আপনাকে এতদ্বারা নোটিস প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত অর্থ পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা ব্যর্থ হলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এবং এর বিধিগুলির অধীনে বকেয়া ঋণের পুনরুদ্ধার অনুসারে পুনরুদ্ধার করা হবে।
৩. আপনাকে এতদ্বারা পরবর্তী শুনানির তারিখে বা তার আগে আপনার সম্পদের বিবরণ হলফনামায় ঘোষণা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
৪. আপনাকে এতদ্বারা ২৮/০১/২০২৬ তারিখ সকাল ১০.৩০ টায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর সামনে উপস্থিত হতে আদেশ করা হয়েছে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য।
৫. উপরোক্ত রাশি ছাড়াও আপনি আরও পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ-
ক) সার্টিফিকেট/এক্সিকিউশন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার নোটিসের তাৎক্ষণিক পরবর্তী সময়ের জন্য প্রযোজ্য সুদ।
(খ) এই বিজ্ঞপ্তি এবং ওয়ারেন্ট এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া এবং প্রাপ্য পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য গৃহীত অন্যান্য সমস্ত প্রক্রিয়ার পরিষেবার ক্ষেত্রে মূল্য, চার্জ এবং ব্যয়।
রিকভারি অফিসার
ডেটস্ রিকভারী ট্রাইবুনাল শিলিগুড়ি
ভারত সরকার, অর্থ মন্ত্রক, শিলিগুড়ি-১

eTender notice of Chinpai GP Dubrajpur Dev. Block, Birbhum
Prodhan ,Chinpai GP invited eTender of 30(Thirty) Schemes of APAS vide ref No-285/GGP/25-26 DATED.15.12.2025
Bid Closes: 15/12/2025
For details pls visit http://wbtenders.gov.in or GP Office notice board.
Sd/-
Prodhan
Chinpai Gram Panchayet

eTender notice of Gohaliara GP Dubrajpur Dev. Block, Birbhum
Prodhan ,Gohaliara GP invited eTender of 13(Thirteen) Schemes of APAS, BEUP & 15th FC(Untied) vide NIT No-08/GGP/25-26 DATED.12.11.2025
Bid Closes: 15/12/2025
For details pls visit http://wbtenders.gov.in or GP Office notice board.
Sd/-
Prodhan
Gohaliara Gram Panchayet

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/244/25-26/2nd Call Dated 06.12.2025	Construction of Concrete Road From Dipu Mandal's Shop to Kathpol Dhalai Bridge at Purba Ghasiara Khal Par in Ward No.-11 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.6,13,322.00

Bid Submission end date: 07.01.2026 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE
NIT NO. BEUP/02/MBDA/2025-2026
Executive Officer, Mohabani Development Authority, Invites On-line tender for Installation of 12 (Twelve) nos. Stand Alone Solar PV High Mast Under Mohabani Development Authoritis source of Fund Bidhayak Elaka Unnayan Prakalpa work in the district-Paschim Medinipur. Information is available in the web site www.wbtenders.gov.in and also, Mohabani Development Authority notice board. Bid Submission Start Date-09-12-2025 at 12:00 Hrs. and last date of application on 29-12-2025 up to 12:00 PM.
Sd/- Executive Officer & Member Secretary
Mohabani Development Authority &
Sub-Divisional Officer, Medinipur Sadar

Bank of Baroda
বাঘাযতীন শাখা, মাতৃ ভবন,
প্রথম ফ্লোর, ব্লক (পূর্ব), ৯০, বাঘাযতীন স্টেশন রোড, কলকাতা- ৭০০ ০৮৬
ই-মেল: baghaj@bankofbaroda.com
পরিশিষ্ট-৪, [রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
এ/সি নং- ৩৮৩০০৬০০০০০৩৭৯
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, ব্যাঙ্ক অফ বরোদার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ০৭.০৮.২০২৫ তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ- শ্রী গৌতম মণ্ডল, পিতা- রঞ্জিত মণ্ডল, বাড়ি নং - ১০৭/১, রামপ্রসাদ নগর স্কুল রোড, নিমতা, উত্তর দমদম (পৌরসভা), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ০৪৯-কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত ১২,৪৬,০৭৯.৪২ টাকা (বারো লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার উনআশি টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা মাত্র) ০৭.০৮.২০২৫ অনুযায়ী তদুপরি চুক্তিভিত্তিক হারে আরও সুদ সহ খরচ, চার্জ এবং অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত খরচ সহ বকেয়া টাকা উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ৬ ই ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে ১২,৪৬,০৭৯.৪২ টাকা (বারো লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার উনআশি টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা মাত্র) এবং তদুপরি চুক্তিভিত্তিক হারে আরও সুদ সহ খরচ, চার্জ এবং অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত খরচ সহ বকেয়া টাকা ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, বাঘাযতীন শাখা -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: শ্রী গৌতম মণ্ডল।
আবাসিক ফ্ল্যাট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার নং-৩এ, যা ৩য় ফ্লোরে, উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৫৩৩ বর্গফুট, যা দুটি বেড রুম, একটি ড্রয়িং রুম, একটি রান্নাঘর এবং একটি টয়লেট, মার্বেল ফ্লোরিং সহ এবং লিফট সুবিধা ছাড়া গঠিত। এটি মৌজা-বেলঘরিয়া, জে.এল. নং-৩, আর.এস. নং-১৭, তৌজি নং-১৭২, সি.এস. ও আর.এস. দাগ নং-১৫২৫, জমিদারি খতিয়ান নং-১০০৫, সি.এস. ও আর.এস. খতিয়ান নং-১০১৫, পৌর হোল্ডিং নং-২১১, ঘোলা রোড, পোঃ-নন্দ নগর, কলকাতা-৭০০ ০৮৩, ওয়ার্ড নং-৩৩, কামারহাটি পৌরসভার এখতিয়ারভুক্ত, থানা-বেলঘরিয়া, জেলা-২৪ পরগণা উত্তর-এ অবস্থিত। চৌহদ্দি- উত্তর: ২ ফুট ড্রেন তারপর লক্ষ্মণের জমি দ্বারা, দক্ষিণ: ৫ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ দ্বারা, পূর্ব: সর্ব মঙ্গলা দেবীর জমি দ্বারা, পশ্চিম: ঘোলা রোড দ্বারা।
তারিখ: ০৬.১২.২০২৫
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

eTender notice of Laxminarayanpur GP Dubrajpur Dev. Block, Birbhum
Prodhan ,Chinpai GP invited eTender of 26(Twenty Six) Schemes of APAS Fund vide ref No-404/LGP/25-26 DATED.04.12.2025
Bid Closes: Will be informed Later
For details pls visit http://wbtenders.gov.in or GP Office notice board.
Sd/- Prodhan
Laxminarayanpur Gram Panchayet

SAINTHIA PANCHAYAT SAMITY
Executive Officer, Sainthia Panchayet Samiti & BDO, Sainthia Dev. Block invites e-NIT No 082 to 089/WB-BIR-SNT/2025-2026 for 8 Nos. of e-NIT Vide memo no. 2360/SPS/25 to 2367/SPS/25 Dt. 27.11.2025 for 101 numbers of different type of small Civil works under APAS Fund whose last date of apply 23/12/2025. Details may be obtained from WB Tenders website/office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Sainthia Panchayet Samiti,
Ahmadpur, Birbhum

NIT No. SFDC/MD/NIT-08(e)/ 2025-26
SFDC Ltd. Invites bid for the work "Repairing of inside office of the ADF, Howrah and the office of the Chief Executive Officer, FFDA, Howrah (Civil & Electrical)", of amounting to Rs. 20,20,318.00. Last date of (online) bid submission on 01/01/2026 upto 2.00 p.m. and date of opening technical bid on 03/01/2026 at 2.00 p.m. respectively For details, please visit our website - www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.

NIT No. SFDC/ MD/ NIT-06 (e)/2025-26 of Sl. No. 1 (2 nd Call)
SFDC Ltd. Invites bid for the work "Annual maintenance for Sanitary – Plumbing work entire harbour etc. at Deshapran Fishing Harbour, Petuaghat, Purba Medinipur", of amounting to Rs. 3,49,490.00. Last date of (online) bid submission on 05/01/2026 upto 3.00 p.m. and date of opening technical bid on 07/01/2026 at 3.00 p.m respectively For details, please visit our website - www.wbsfdcltd.com or https:// wbtenders.gov.in.

Chola Enter a better life
চোলামন্ডালাম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফাইনান্স কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস: চোলা ক্রেস্ট, সুপার বি, সি৫৪ ও সি৫৫, ৪, তিরু ভি কা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গুইন্ডি, চেন্নাই - ৬০০ ০৩২
পরিশিষ্ট-৪ [রুল ৮ (১) দেখুন] দখলের নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু অধঃস্বাক্ষরকারী, মেসার্স চোলামন্ডালাম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফাইনান্স কোম্পানি লিমিটেড-এর অনুমোদিত অফিসার হিসাবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪) এর অধীনে এবং উক্ত আইনের ১৩(১২) ধারা সহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৯ নং বিধির অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, আপনাকে ঋণগ্রহীতা হিসাবে (নিচে নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করা আছে) উক্ত নোটিশে উল্লিখিত অর্থ এবং তার উপর ধার্য সুদ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য উক্ত আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে নিচে উল্লিখিত তারিখের ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন। নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতারা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, আমি উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) সহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ২০০২-এর ৮ নং বিধির অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছি। বিশেষত উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে যে কোনো লেনদেন মেসার্স চোলামন্ডালাম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফাইনান্স কোম্পানি লিমিটেডের চার্জের অধীন থাকবে যা এখানে উল্লিখিত অর্থ এবং তার উপর ধার্য সুদের জন্য প্রযোজ্য। সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময় সম্পর্কে ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানের দিকে।

ক্র. নং.	লোন অ্যাকা. নং এবং ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	দাবী নোটিশের তারিখ	বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	দখলের তারিখ
১.	লোন অ্যাকাউন্ট নং LAP3RJR000087885 শ্রী/শ্রীমতী শুভ্রাংশু দাস শ্রী/শ্রীমতী কল্যাণী দাস শ্রী/শ্রীমতী সীতাংশু দাস সকলের আবাসিক ঠিকানা- অশোকনগর কল্যাণগড়, কল্যাণগড়, সেবা সমিতি মাঠ, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩২৭২ এছাড়াও আবাসিক ঠিকানা: সি.এস. দাগ নং ৫৯৭ (অংশ), প্লট নং ১৫১৬, মৌজা- বাঁশপুল, সি.এস. দাগ নং ৫৯৭ (অংশ), এল.আর. খতিয়ান ৫৪৬১, ৫৪৬২, অশোকনগর কল্যাণগড় এমএনসি-এর অধীনে, মৌজা বাঁশপুল, থানা অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩২৭২	০৩-০৯-২০২৫	২৮,৫২,৫২০/- টাকা (আটাশ লক্ষ বাহান্ন হাজার পাঁচ শত কুড়ি টাকা মাত্র) ২০.০৮.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া এবং এর উপর সুদ সহ।	সি.এস. দাগ নং ৫৯৭ (অংশ), প্লট নং ১৫১৬, মৌজা- বাঁশপুল, সি.এস. দাগ নং ৫৯৭ (অংশ), এল.আর. খতিয়ান ৫৪৬১, ৫৪৬২, ই.পি. নং ৭০৮/বি, যা অশোকনগর কল্যাণগড় এমএনসি -এর অধীনে, জে.এল. নং ৩২, মৌজা- বাঁশপুল, থানা - অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা - ৭৪৩২৭২, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। চৌহদ্দি: দলিল অনুযায়ী: উত্তর- বিএল.ও.পি. নং ৭০৯ দ্বারা, দক্ষিণ- রাস্তা দ্বারা, পূর্ব- এল.ও.পি. নং ৭০৮/সি দ্বারা, পশ্চিম- এল.ও.পি. নং ৭০৮/এ দ্বারা। সাইট / বাস্তব অনুযায়ী- উত্তর- নির্মাণাধীন বাড়ি দ্বারা, দক্ষিণ- ১০ ফুট মেটাল রাস্তা দ্বারা, পূর্ব- পাপিয়া দাসের বাড়ি দ্বারা, পশ্চিম- বিনিময় দাসের বাড়ি দ্বারা।	দখল বিজ্ঞপ্তি: ০৫-১২-২০২৫

তারিখ: ০৫-১২-২০২৫
স্থান: উত্তর ২৪ পরগনা
অনুমোদিত অফিসার
চোলামন্ডালাম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফাইনান্স কোম্পানি লিমিটেড

SBI
এসবিআই এইচএলসি কৃষ্ণনগর (৬৪৪৬৯)
৫বি, ডি.এল রয় রোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পিন-৭৪১১০১।
ই-মেল: sbi.64469@sbi.co.in
পরিশিষ্ঠ-৪ [রুল৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি কৃষ্ণনগর, ৫বি, ডি.এল রয় রোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, কৃষ্ণনগর শাখা এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, ২২.০৮.২০২৫ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতা- অংশু বিশ্বাস, পিতা- প্রয়াত মাখন চন্দ্র বিশ্বাস এবং নিখিল বিশ্বাস, পিতা- প্রয়াত মাখন চন্দ্র বিশ্বাস -কে বকেয়া ২,১৩,৬৭৬.৬০ টাকা (দুই লক্ষ তেরো হাজার ছয় শত ছিয়াত্তর টাকা এবং ষাট পয়সা মাত্র) ৩১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন ।
ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ/অংশীদারগণ টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণ/অংশীদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত এক্ট এর রুল ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ৬ই ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ/অংশীদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে ২,১৩,৬৭৬.৬০ টাকা (দুই লক্ষ তেরো হাজার ছয় শত ছিয়াত্তর টাকা এবং ষাট পয়সা মাত্র) ৩১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী তদুপরি পরবর্তী সুদ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি কৃষ্ণনগর এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তি নং-১, জমি ও বিল্ডিং পরিমাপ ২ শতক, যা অংশু বিশ্বাসের অংশ যার খতিয়ান নং - আর.এস-৯৪, এল.আর-৩৪৫ (কৃ), এল.আর- ৩৪৩, দাগ (প্লট) নং - ৪২, মৌজা - ৫৭, নালুপুর। ২০০৯ সালের ডিড নং-আই-৭১৮১।
সম্পত্তি নং-২, জমি ও বিল্ডিং পরিমাপ ২ শতক, যা নিখিল বিশ্বাসের অংশ, যার খতিয়ান নং - আর.এস-৯৪, এল.আর- ৩৪৫ (কৃ), এল.আর- ৩৪৩, দাগ (প্লট) নং - ৪২, মৌজা - ৫৭, নালুপুর। ২০০৯ সালের ডিড নং- আই-৭১৮১।
মূল বাটোয়ারা দলিল ২০০৯ সালের নং ৭১৮১ যা ১৩/০৭/২০০৯ তারিখে অংশু বিশ্বাস (১ম পক্ষ) এবং নিখিল বিশ্বাস (২য় পক্ষ)-এর মধ্যে এডিএসআর (সদর) কৃষ্ণনগর, নদীয়া-এর অফিসে সম্পাদিত।
তারিখ: ০৬.১২.২০২৫
স্থান: মাজদিয়া
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
সাসা মুসা সুগার ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
(দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : U15432WB1933PTC007599
রেজিস্টার্ড অফিস ঠিকানা : মার্কেন্টাইল বিল্ডিং, ৯/১২, লালবাজার স্ট্রিট,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১, ভারত
দেউলিয়াগ্রস্ত কোম্পানি উল্লেখ্য মহামান্য এনসিএলটি নির্দেশ তারিখ ২০.০২.২০২৫-আইএ (আইবি) নং ৫২২/কেবি/২০২৪-কোম্পানি আবেদন (আইবি) নং ১৫৭/কেবি/২০২১
"ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ - কর্পোরেট ডেটর এর যৌথভাবে সম্পদসমূহ বা সম্পদসমূহ এককভাবে, সামগ্রিকভাবে একলপ্তে বিক্রি। কর্পোরেট ডেটর (দেউলিয়াগ্রস্ত) ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে ১১শ এসসিসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।
মহামান্য এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ২০.০২.২০২৫ - নির্দেশ নং আই এ (আইবি) নং ৫২২/কেবি/২০২৪, কোম্পানি আবেদন (আইবি) নং ১৫৭/কেবি/২০২১ অনুযায়ী নিযুক্ত লিকুইডেটর শ্রী মনীশ জৈন কর্তৃক 'যেখানে যা আছে', 'যে অবস্থায় আছে' এবং 'পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত' চালু সংস্থা হিসেবে কর্পোরেট ডেটরের বিক্রি সম্পাদিত হবে। বিক্রয় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://ibbi.baanknet.com মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

ক্রম নং	বিবরণ	বিস্তারিত
১.	বিক্রয় নোটিশ প্রকাশের এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়ার নথি তারিখ	০৮/১২/২০২৫
২.	ই-নিলাম অধীনে সম্পদের পর্যবেক্ষণ এবং অবধারণ এর মেয়াদ :	ব্লক এ- ০৩. জানুয়ারি ২০২৬ দুপুর ১ টা পর্যন্ত, ব্লক বি- ০৫ জানুয়ারি ২০২৬ বেলা ১ টা পর্যন্ত, ব্লক সি - ০৬ জানুয়ারি ২০২৬ বেলা ১ টা পর্যন্ত
৩.	সম্ভাব্য ডাকদাতাগণ বায়না জমা দাখিল (ইএমডি) করবেন ব্যাঙ্কনেট নিলাম প্ল্যাটফর্ম মারফত :	ব্লক এ- ০৩ জানুয়ারি সন্ধে ৭ টা পর্যন্ত, ব্লক বি- ০৫ জানুয়ারি ২০২৬ সন্ধে ৭ টা পর্যন্ত, ব্লক সি - ০৬ জানুয়ারি ২০২৬ সন্ধে ৭ টা পর্যন্ত।
৪.	নিলামের তারিখ এবং সময়	ওয়েব পোর্টালে প্রদত্ত https//ibbi.baanknet.com প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম বিক্রয় সম্পাদিত হবে, ব্লক এ- তারিখ : ০৫./০১/২০২৬, সকাল ১১.৩০ টা থেকে বেলা ০১.৩০ টা (অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটির জন্য ৫ মিনিট) পর্যন্ত, ব্লক বি তারিখ : ০৭/০১/২০২৬ , সকাল ১১.৩০ টা থেকে বেলা ০১.৩০ টা (অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটির জন্য ৫ মিনিট) পর্যন্ত, ব্লক সি তারিখ : ০৮/০১/২০২৬ , সকাল ১১.৩০ টা থেকে বেলা ০১.৩০ টা (অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটির জন্য ৫ মিনিট) পর্যন্ত,
৫.	লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	রুম নং ৩০৩,৪র্থতল, ২বি, গ্রান্ট লেন, বজরং ভবন, লাল বাজার বাটা দোকানের নিকট, কলকাতা - ৭০০০১২। ইমেল ঠিকানা : ibc@sasamusasugar.com ipcamanishjain@gmail.com

ব্লক এ

সম্পদের বিবরণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য
গুড় আনুমানিক ২৩৩৮০ কুইন্টাল, আইবিবিআই নথিভুক্ত মূল্যায়নকারী দ্বারা মুল্যায়িত প্রতিবেদন অনুযায়ী।	০৭.০১.২০২৬ সকাল ১১.৩০ টা থেকে বেলা ১.৩০ টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মি. অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)	আইএনআর ৮৪.০০ লাখ টাকা ("সংরক্ষিত মূল্য")	আইএন আর ৮.৪০ লাখ টাকা	আইএনআর ৫ লাখ টাকা

ব্লক বি

সম্পদের বিবরণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য
কর্পোরেট ডেটরের অধিকাংশ সম্পদ অবস্থিত : জমি (পরিবারের বা প্রমোটারের জমির এরিয়া সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ায় জামিনদত্ত যা দেউলিয়াগ্রস্ত এস্টেটের অনুকূলে প্রদত্ত (মুক্ত জমির এরিয়া) : ৪৪ বিঘা-০৮ কাঠা -০৭ ধুর) : এবং ভবন সুগার মিলের জন্য ব্যবহৃত লিজ অধীন মুক্ত জমি এবং নির্মাণ তদস্থিত এবং প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি (ইতিমধ্যেই প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ২৬.১১.২০২৫ তারিখে সফলভাবে নিলাম করা হয়েছে) আখ মাড়াই ক্ষমতা ২৫০০ টিপিডি -মেসার্স সাসামুসা সুগার ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড এর অবস্থিত পো সাসা মুসা, থানা কুচাইকোটে, জেলা : গোপালগঞ্জ বিহার- ৮৪১৫০৫। জিপিএস কোঅর্ডিনেটস ২৬.৫২৩৪৪০, ৮৪.৩৫৭২৮৩। নিকটতম রেলওয়ে স্টেশন সাসা মুসা ১ কিমি দূরে। নিকটতম রেলওয়ে জংশন সিওয়ান ৩৯ কিমি দূরে। নিকটতম দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কুশিনগর ৬০ কিমি দূরে। নিকটতম জাতীয় হাইওয়ে এনএইচ২৭ (গুজরাতের পোরবন্দর থেকে অসমের শীলচর পর্যন্ত) ১ কিমি দূরে।	০৮.০১.২০২৬ সকাল ১১.৩০ টা থেকে বেলা ১.৩০ টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মি. অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)	আইএনআর ৬৬৪০ লাখ টাকা ("সংরক্ষিত মূল্য")	আইএন আর ৬৬৪.০০ লাখ টাকা	আইএনআর ৫০ লাখ টাকা

ব্লক সি

সম্পদের বিবরণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য
জামিনদত্ত আর্থিক সম্পদ নগদ এবং ব্যাঙ্ক আমানত এবং গুড় যা পৃথকভাবে ই-নিলাম করা হয়েছে ব্যতীত :	০৯.০১.২০২৬ সকাল ১১.৩০ টা থেকে বেলা ১.৩০ টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মি. অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)	আইএনআর ৫০ লাখ টাকা ("সংরক্ষিত মূল্য")	আইএন আর ৫.০০ লাখ টাকা	আইএনআর ৫.০০ লাখ টাকা

নিয়ম এবং শর্তাদি
১. "এই নোটিশের খসড়াটি প্রকাশের আগে পর্যালোচনা এবং নিশ্চিতকরণের জন্য স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ কমিটির সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে।"
২. ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে প্রকাশিত সমস্ত সম্পত্তির বিবরণ এবং যদি কোনও বিচারাধীন আইনি মামলা থাকে এবং নিলামে অংশগ্রহণের আগে বাধ্যতামূলকভাবে দেখা উচিত।
৩. স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে, এই আমন্ত্রণপত্রটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনও ধরণের বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং কোনও দায়বদ্ধতা ছাড়াই প্রক্রিয়াটি বাতিল বা পরিবর্তন করার এবং / অথবা কোনও আগ্রহী পক্ষ / সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী / দরদাতাকে গ্রহণ না করার এবং / অথবা অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
৪. "এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড (ইংরেজি সংস্করণ) এবং দৈনিক জাগরণ (হিন্দি সংস্করণ) এ প্রকাশিত হচ্ছে এবং আইবিবিআই (www.ibbi.gov.in), কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা (www.sasamusasugar.com) এবং ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম (https://ibbi.baanknet.com) এর ওয়েবসাইটে রেগুলেশন ১২(৩) অনুসারে হোস্ট করা হচ্ছে।"
৫. "এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) প্রবিধান, ২০১৬ এর রেগুলেশন ১২ এবং তফসিল I এর অধীনে জারি করা হয়েছে, যা দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর ধারা ৩৫(১)(এন) এর সাথে পঠিত।"
৬. "সম্পত্তির বিবরণ আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) প্রবিধান, ২০১৬ এর রেগুলেশন ৩৫ দ্বারা পরিচালিত এবং অনুসারে পরিচালিত দুটি স্বাধীন মূল্যায়নের গড়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।"
৭. "আইবিসি এর ধারা ৩৩ এবং আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) প্রবিধান, ২০১৬ এর প্রাসঙ্গিক বিধান (যা ১৪ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসারে সম্পদগুলি নিরাপত্তা সুদ এবং দায়মুক্তভাবে বিক্রি করা হচ্ছে; তবে, লিকুইডেশনের পূর্বে কোনও বিধিবদ্ধ পাওনার জন্য লিকুইডেটর দায় গ্রহণ করেন না।"
৮. লিকুইডেটর কর্পোরেট ডেটর অথবা সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত বিধিবদ্ধ পরিসংখ্যান নথি প্রতিবেদন তৃতীয় পক্ষের দেওয়া নথির উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট সম্পদের ক্ষেত্রে কোনও ভুল, বাতিল বা ভ্রান্ত প্রতিবেদনের জন্য দায়ী হবেন না।
৯. "ইএমডি-তে সুদ থাকবে না এবং নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ থেকে সাত (৭) কার্যদিবসের মধ্যে একই পেমেন্ট চ্যানেলের মাধ্যমে Baanknet প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ব্যর্থ দরদাতাদের ফেরত দেওয়া হবে, সফল কেওয়াইসি এবং ব্যাংক যাচাইকরণ সাপেক্ষে।'
১০. 'সফল দরদাতা প্রযোজ্য আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় পরিমাণে অবলুপ্তির পূর্বে সমস্ত পুরানো বকেয়া, শুল্ক, স্থানান্তর চার্জ, ফি, জিএসটি এবং যেকোনো সরকারি পাওনা বা অপ্রদত্ত বিধিবদ্ধ দায় বহন করবেন।
১১. 'দরদাতাদের তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে এবং যথাযথ পরিশ্রমের সময় প্রাপ্ত কোনও তথ্যের অপব্যবহার করবেন না। যেকোনো অপব্যবহারের ফলে ইএমডি অযোগ্যতা এবং বাজেয়াপ্ত হবে।'
১২. বিক্রয়টি দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এবং এর অধীনে প্রণীত প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে হবে। ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য নিযুক্ত সংস্থা কর্তৃক যোগ্য দরদাতাদের নাম ওয়েব পোর্টাল/ওয়েবসাইটে চিহ্নিত করা হবে https//ibbi.baanknet.com ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড (BAANKNET)। আগ্রহী দরদাতাদের তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে https//ibbi.baanknet.com এর মাধ্যমে নিবন্ধন করতে হবে। সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com/মোবাইল নম্বর +৯১ ৮২৯১২২০২২০।
১৩. অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড (BAANKNET) এর মাধ্যমে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" ই-নিলাম কঠোরভাবে পরিচালিত হবে। নিলামের সমস্ত শর্তাবলী https://ibbi.baanknet.com এ উপলব্ধ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
১৪. অংশগ্রহণকারীদের জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
১৫. সম্ভাব্য দরদাতাদের ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে নির্ধারিত সময়সীমা অনুসারে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের বাঙ্কনেট ই নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোডের ধারা ২৯এ এর অধীনে যোগ্যতার ঘোষণা সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে হবে।
১৬. সম্ভাব্য দরদাতাদের বাঙ্কনেট নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দিতে হবে।
১৭. যদি দরদাতা ধারা ২৯এ এর অধীনে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হন, তাহলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণের জন্য কেওয়াইসি, নথি সহ বিড ফর্ম / ইওআই জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হল তারিখ বা তার আগে

ব্লক এ- ৩ জানুয়ারি ২০২৬ সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত	ব্লক সি- ৬ জানুয়ারি ২০২৬ সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত
ব্লক বি- ৫ জানুয়ারি ২০২৬ সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত	

সম্পদের যথাযথ পর্যবেক্ষণ এবং পরিদর্শন / সাইট পরিদর্শন সহজতর করা হবে

ব্লক এ- ৩ জানুয়ারি ২০২৬ দুপুর ১টা পর্যন্ত	ব্লক সি- ৬ জানুয়ারি ২০২৬ দুপুর ১টা পর্যন্ত
ব্লক বি- ৫ জানুয়ারি ২০২৬ দুপুর ১টা পর্যন্ত	

১৮. ibc@sasamusasugar.com ঠিকানায় লিখিত অনুরোধ প্রাপ্তির পর ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ

ব্লক এ- ৩ জানুয়ারি ২০২৬ সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত	ব্লক সি - ৬ জানুয়ারি ২০২৬ সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত
ব্লক বি- ৫ জানুয়ারি ২০২৬ সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত	

১৯. সময়সীমার যেকোনো পরিবর্তন যোগ্য দরদাতাদের জানানো হবে।
২০. 'এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি আইবিবিআই (তরলীকরণ প্রক্রিয়া) প্রবিধান, ২০১৬ (যা ১৪ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত সংশোধিত) এর প্রবিধান ১২, ৩২ এবং তফসিল I এর অধীনে জারি করা হয়েছে যা দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর ধারা ৩৫(১)(এন) এর সাথে পঠিত।" "এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র আইবিসি এবং আইবিবিআই প্রবিধানের অধীনে সম্মতির জন্য স্বাধীন আইনি পরামর্শদাতা দ্বারা যাচাই করা হয়েছে। এই ধরনের আইনি যাচাইকরণ সম্পদ বা দরদাতাদের সাথে সম্পর্কিত বাণিজ্যিক বা বিধিবদ্ধ ঝুঁকির জন্য আইনি উপদেষ্টা কর্তৃক কোনও ওয়ারেন্টি বা দায়বদ্ধতার অনুমান গঠন করে না।"
২১. দ্রষ্টব্য : "আইনি স্পষ্টতা এবং স্টেকহোল্ডারদের স্বচ্ছতার জন্য আইবিবিআই (তরলীকরণ প্রক্রিয়া) (দ্বিতীয় সংশোধন) প্রবিধান, ২০২৫ এর সাথে সম্মতিতে জারি করা হয়েছে।"
২২. দাবিত্যাগ : "মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চের নির্দেশে নিযুক্ত লিকুইডেটর বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করেন এবং কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সম্পত্তির মালিকানা, স্বত্ব, পরিমাণ, গুণমান, অবস্থা বা ফিটনেস সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট বা অন্তর্নিহিত ওয়ারেন্টি বা প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেন না। লিকুইডেটর কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি, মামলা বা বিক্রয়-পরবর্তী সমস্যার জন্য ব্যক্তিগতভাবে কোনওভাবেই দায়বদ্ধ থাকবেন না এবং সমস্ত ঝুঁকি এবং দায়িত্ব সফল দরদাতার কাছে প্রেরণ করা হবে।"
২৩. যেকোনো প্রশ্নের জন্য, নীচে প্রদত্ত বিশদ বিবরণের জন্য লিকুইডেটরের সাথে যোগাযোগ করুন।
মণীশ জৈন, লিকুইডেটর
সাসা মুসা সুগার ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড-বিষয় সম্পর্কিত (লিকুইডেশন প্রক্রিয়াধীন)
রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P00582/2017-2018/11023
রুম নং ৩০৩, ৪র্থ তল, ২বি, গ্রান্ট লেন, বজরঙ্গ ভবন
লাল বাজার বাটা দোকানের কাছে, কলকাতা-৭০০০১২
মোবাইল ০৯৮৩০২৪৮৬৮৪/৮৫৮২৮০৬২২১
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৮.১২.২০২৫

Printed and Published by Krishnanand Singh on behalf of Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd. Printed at LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015 and Published at 1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404, Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com Editor: Santosh Kumar Singh

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

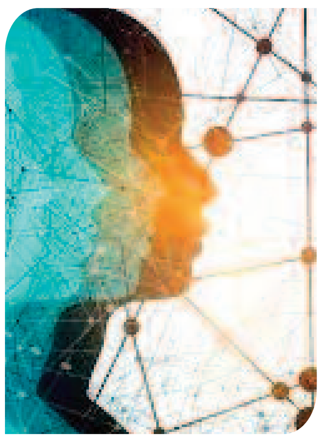

আরোগ্য

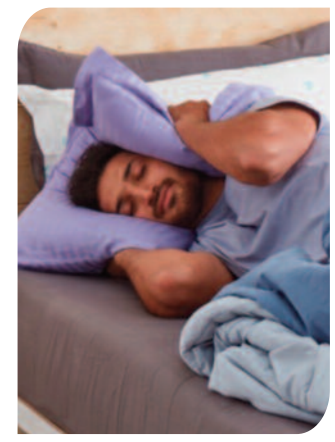

দুপুরের ঘুম

প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত

শুভাশিস বিশ্বাস

দুপুরে একটু ঘুম না হলে অনেকেরই সন্ধেটা এক্কেবারে মাটি হয়ে যায়। অনেকের আবার তো না ঘুমালে সন্ধে হতেই শুরু হয় গা-গোলানে থেকে বমি। বেশিরভাগেরই দুপুরে খাওয়ার পর একটু ভাত ঘুম হলে ভালই হয়। তবে কাজের চাপে বা কর্মক্ষেত্রে সেটা এক্কেবারে হয়ে ওঠে না। তবে সুযোগ পেলে শীত হোক বা গ্রীষ্ম, দুপুরে একটু গড়িয়ে নেওয়ার লোভ সামলাতে পারেন ক'জন। কিন্তু দুপুরে খাবার খাওয়ার পর ঘুমানো কতটা স্বাস্থ্যকর, তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। ফলে দুপুরের এই ঘুম ভাল না খারাপ এ নিয়ে বিস্তর মতবিরোধ রয়েছে।

সম্প্রতি, ইউনিভার্সিটি কলেজ অব লন্ডনের কয়েকজন গবেষক এই বিষয়ে গবেষণা করে একটি রিপোর্ট পেশ করেছেন। ৪০ থেকে ৬৯ বছর বয়সী ৪ লক্ষ মানুষের মধ্যে গবেষণা চালানো হয়। স্লিপ হেলথ জার্নালে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, দুপুরের ঘুম ডিমেনশিয়া প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। এই পাওয়ার ন্যাপের কারণে মস্তিষ্কের সংকোচন কমে যায়। আর মস্তিষ্কের সংকোচন যত ধীর গতিতে হয় বার্ধক্যও আসে তত দেরি করে। তাই বার্ধক্য কে রুখতে দুপুরে ঘুমোতেই পারেন।

ইউনিভার্সিটি কলেজ অব লন্ডনের কয়েকজন গবেষক এই বিষয়ে গবেষণা করে একটি রিপোর্ট পেশ করেছেন। ৪০ থেকে ৬৯ বছর বয়সী ৪ লক্ষ মানুষের মধ্যে গবেষণা চালানো হয়। স্লিপ হেলথ জার্নালে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, দুপুরের ঘুম ডিমেনশিয়া প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। এই পাওয়ার ন্যাপের কারণে মস্তিষ্কের সংকোচন কমে যায়। আর মস্তিষ্কের সংকোচন যত ধীর গতিতে হয় বার্ধক্যও আসে তত দেরি করে। তাই বার্ধক্য কে রুখতে দুপুরে ঘুমোতেই পারেন।

সকালে অনেক কাজের পর দুপুরের ঘুম চোখকেও শান্তি দেয়। ফলে মাঝে মধ্যে ঘুমোতেই পারেন। এতে স্মৃতিশক্তিও বৃদ্ধি পায় বলেই বিশেষজ্ঞদের মত। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে ১৫ থেকে ২০ মিনিটের বেশি ঘুম নয়এর বেশি হলেই বিপদ। তাই দুপুরে ১৫ মিনিট বিশ্রাম নিতেই পারেন। এতে সুস্থ থাকবেন ও ভাল থাকবেন। দুপুরে ঘুম থেকে উঠলে কাজেও মন দিতে পারবেন।

তবে দুপুরে ঘুমনোর কিছু খারাপ দিকও রয়েছে। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, একজন সুস্থ ব্যক্তির দিনে ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুম যথেষ্ট। কিন্তু সেটা মোটেও দিনের বেলা নয়, রাতে। কারণ রাতের বেলাতেই আমাদের দৈহিক পরিশ্রম কম হয়। তাই তখন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া একটু শিথিল হয়। সেই সময় মস্তিষ্ক, হার্ট সবকিছুই কিছুটা বিশ্রাম পায়। পরের দিনের কাজের শক্তি সঞ্চয় করে আমাদের শরীর। তাই রাতের ওই সময়ে গভীর ঘুম শরীরের পক্ষে খুবই জরুরি। কিন্তু দিনের বেলা কিন্তু তা মোটেই নয়।

চিকিৎসকদের কথায়, দুপুরবেলা পরিপাকতন্ত্রের কাজ বেড়ে যায় বলে পেটের মধ্যে অ্যাসিডের মাত্রও বেড়ে যায়। কিন্তু এই সময় যদি আপনি ঘুমিয়ে পড়েন, তাহলে পাকস্থলি ঠিকমতো নড়াচড়া করতে পারে না। ফলে খাবার হজম হয় না। ফলে বুক জ্বালাপোড়া, গ্যাস, গলা জ্বালার মতো সমস্যা দেখা যায়। এই হজমের সমস্যা থেকেই প্রভাব পড়ে হার্টের উপর।*এছাড়া দুপুরে ঘুমলে শরীরে মেদ জমে বেশি। দুপুরে ঘুমোলে মস্তিষ্কের কাজেও বাধার সৃষ্টি হয়।

সঠিক খাদ্যাভ্যাস

দেখাতে পারে রোগমুক্তির উপায়

ডা শামসুল হক

বিশ্বের বিভিন্ন চিকিৎসক এবং গবেষকরা তাঁদের নিরলস গবেষণা কর্ম সম্পাদনের পর এই মর্মেই উপনীত হয়েছেন যে হৃদরোগ , ক্যান্সার , বহুমূত্র , স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া সহ অন্যান্য আরও অনেক রোগের উৎপত্তির মূল কারণ হল খাদ্যাভ্যাস। তাইতো পৃথিবীর সর্বত্রই চিকিৎসক বা খাদ্য বিশেষজ্ঞরা স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য গ্রহণের দিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। শুধুমাত্র এই সময়ের চিকিৎসকরাই নয়, কয়েক হাজার বছর আগে আয়ুর্বেদের সেই স্বর্ণযুগে চরক, শুশ্রুত , বাগভট সহ আয়ুর্বেদপ্রেমী ঋষিপুত্ররা এবং তার ও পরে গ্রীক দার্শনিক হিপোক্রেটিস পর্যন্ত মানুষকে এই এক ই উপদেশ দিতেন।

আমার প্রতিদিন খাদ্য হিসেবে যা যা গ্রহন করে থাকি এবং যাদের সান্নিধ্যেই আমাদের দেহ পরিপূর্ণতায় ভরপুর হয়ে ওঠে তা হল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন, নানান খনিজ পদার্থ, এলিগোস্যাকারাইজডস, খাদ্যতন্তু তথা ফাইবার, ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া, অত্যাবশ্যক ফ্যাটি অ্যাসিড তথা ওমেগা-৩ সহ অন্যান্য আরও অনেক উদ্ভিজ রাসায়নিক পদার্থ সমূহ।

অ্যালিগোস্যাকারাইজডস হল খাদ্য বস্তুর এক অতি মূল্যবান বাহক। নানান ধরণের সব্জী যেমন টমেটো, পেঁয়াজ, কাঁচকলা ইত্যাদির মধ্যে থাকে এই উপাদানটি। এই বস্তুটি খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস পেতে থাকে এবং সেইসঙ্গে তার সমতা রক্ষার ও ভূমিকা পালন করে।অ্যালিগোস্যাকারাইজডস এর আর এক উল্লেখযোগ্য কাজ হল মানুষকে কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ থেকে মুক্তি দেওয়া। তাছাড়াও সেটি মানুষকে অতিরিক্ত রক্ত চলাচল বৃদ্ধির হাত থেকেও রক্ষা করে এবং সেইসঙ্গে রক্তশোধনের কাজটিও করে অতি গুরুত্বের সঙ্গেই।

খাদ্যবস্তুর মধ্যে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের উপস্থিতিও যে ভীষণ প্রয়োজন তাই স্বীকার করে নিয়েছেন সকলেই। এটি মূলত লাইনোলেনিক অ্যাসিড, ডোকাসা হেক্সানেয়িক অ্যাসিড ইত্যাদির মিলিত সমাহার হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। এই লাইনোলেনিক অ্যাসিড সাধারণত পাওয়া যেতে পারে তিল , তিসি ইত্যাদি তৈলবীজের মধ্যে। তাছাড়াও মিলতে পারে সয়াবিন, বাদাম ইত্যাদির মধ্যেও। আর ডোকাসা হেক্সানেয়িক অ্যাসিড পাওয়া যায় ম্যাকরেল, টুনার নামক সামুদ্রিক মাছ থেকে।

ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের আছে আরও অনেক কাজ। তাই রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় এবং সেইসঙ্গে রক্তের ট্রাইগ্লিসারাইডের পরিমাণও কমিয়ে দিতে পারে। বাতের রোগে ভুগছেন যে সমস্ত মানুষ, তাঁদের কাছে এটা সত্যিই মনে রাখার মতো। আবার এর নিয়মিত ব্যবহারের ফলে কমে যেতে পারে ক্যান্সারের মতো মারণ রোগেরও ঝুঁকি।

ভিটামিন সি অর্থাৎ অ্যাসকরবিক অ্যাসিড হল একটি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট উপাদান। এটি জলে দ্রবনীয় এবং তা জলেরই মধ্যে মিশ্রিত অবস্থাতে থাকা সুপার অক্সাইড এবং হাইড্রো অক্সাইড রেডিক্যাল গুলোকে ভালভাবে পরিষ্কার করতেও সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

এই অ্যাসকরবিক অ্যাসিডই চোখের লেন্সে জারিত প্রোটিনের মাত্রা কমিয়ে দেয় এবং সেইসঙ্গে হ্রাস পেতে পারে চোখে ছানি পড়ার সম্ভাবনাও। তাই প্রত্যেকেরই নিয়মিতভাবেই খাওয়া উচিত কমলালেবু, আমলকি ইত্যাদি ফল। কারণ এদের মধ্যেই থাকে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি। খাদ্য হিসেবে অদল বদল করে প্রতিদিন ব্যবহৃত হয় নানান ধরণের শাকসবজি। আর তাদের মধ্যেই আছে মারাত্মক সব রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা। পালংশাক, কুমড়ো, বিট, গাজর, লালশাক, বরবটি, কলমীশাক, পেঁপে ইত্যাদি হরেক সবজীর মধ্যে আছে হরেক গুনাগুণ। তাইতো বর্তমানে ফাষ্টফুডের দিকে সর্বোতভাবে ঝুঁকে পড়া মানুষজনের কাছে একটাই আবেদন ওইসব ছেড়ে সকলেই যেন নজর দেন সবুজ বনস্পতির দিকেই।

পেঁয়াজ, রসুন, আদা, কারিপাতা ইত্যাদি সব অ্যালিলিক সালফার সমৃদ্ধ খাবার ও গ্রহন করা উচিত প্রতিদিনই। আবার আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় এমনই কিছু খাবারের সমারোহ ঘটানো উচিত যাদের উদ্বায়ী তেলের মধ্যে থাকে এমনই অনেক যৌগ যা ক্যান্সার প্রতিরোধে বিশাল ভূমিকা পালন করে। ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলো, গাজর, ব্রকোলি ইত্যাদি দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় রাখার পরামর্শ তাই দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরাই।

খাদ্যতন্তু হল খাদ্যবস্তুর অতি অপরিহার্য একটি উপাদান। তাই আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকা এমনিভাবেই তৈরি করতে হবে যার মধ্যে অতি অবশ্যই থাকবে ফাইবার সমৃদ্ধ খাবারও।

শরীরকে ভাল রাখতে চান ?

নির্ঝঞ্ঝাট থেকে কমিয়ে ফেলুন মানসিক চাপ

বাঙালির শীত মানেই নানা খাদ্যের সম্ভার। এই সময়ে বাইরের উলটো পালটা খাওয়া দাওয়াটা একটু বেশিই হয়। আর কমাতে হবে মানসিক চাপ। যার প্রভাব কিন্তু আমাদের শরীরের উপরে পড়ে। সবথেকে বেশি সমস্যা দেখা দিতে পারে অন্ত্রে।

শীতে খাওয়াদাওয়া আর মানসিক চাপ এই দুই সমস্যার হাত থেকে শরীরকে বাঁচাতে অন্ত্রের যত্ন নেওয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। না হলে বিগড়োতে পারে শরীর। অন্ত্র যদি ভাল না থাকে তাহলে পেট খারাপ, ত্বকের সমস্যা, ইমিউনিটি কমে যাওয়ার মতো নানা ধরনের সমস্যা দেখা যায়।দীর্ঘ দিন ধরে অন্ত্রের রোগে ভুগলে তা নানা ধরনের অটোইউমিন রোগ, মানসিক সমস্যা থেকে ক্যানসারের কারণ হতে পারে। বিশেষ করে বাড়ে কোলন ক্যানসারের সম্ভাবনাও। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে নিজের জীবনে সাধারণ কিছু পরিবর্তন আনলেই এই সমস্যা থেকে কিন্তু মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

নিজের অন্ত্রকে ভাল রাখতে হলে সবার আগে দরকার নিজেরে টেনশন মুক্ত রাখা।

মানসিক চাপের ফলে যে সব স্ট্রেস হরমোন ক্ষরণ হয় তাতে ক্ষতি হয় আপনার অন্ত্রের। চাপ কমাতে ধ্যান করতে পারেন। নিয়মিত হাঁটলে, যোগা করলে, বন্ধু -বান্ধবের সঙ্গে ভাল সময় কাটালে এই সমস্যা দূরে থাকে। একইসঙ্গে সঠিক ডায়েট কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেশি মিষ্টি বা চিনি জাতীয় খাবার, বা উচ্চ ফ্যাট জাতীয় খাবার অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য একদম ভাল নয়। বদলে রোজের ডায়েটে আনুন ফাইবার, অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর সব্জি, ফল, কফি, চা বা দুধ জাতীয় খাবার অন্ত্রকে ভাল রাখে।

অন্ত্র এবং নিজের শরীরের সামগ্রিক স্বাস্থ্যকে ভাল রাখতে হলে নিয়মিত শরীর চর্চা করতে পারেন। চিকিৎসকদের মতে রোজ নিয়ম করে ১০-১৫ মিনিট ব্যয়াম করা উচিত। যদি ব্যয়াম করতে না পারেন তাহলে অন্তত ৩০ মিনিট টানা হাঁটুন। কাছাকাছি পার্ক থাকলে ভাল, না হলে আশেপাশের এলাকাতেই হাঁটতে পারেন। তবে মনে রাখবেন কোথাও হেঁটে গেলেন আর ভাবলেন হাঁটা হয়ে গেল, তা কিন্তু নয়। কেবল হাঁটার জন্যই হাঁটতে হবে, তবেই কাজ হবে।অন্ত্র এবং নিজের শরীরের সামগ্রিক স্বাস্থ্যকে ভাল রাখতে হলে নিয়মিত শরীর চর্চা করতে পারেন। চিকিৎসকদের মতে রোজ নিয়ম করে ১০-১৫ মিনিট ব্যয়াম করা উচিত। যদি ব্যয়াম করতে না পারেন তাহলে অন্তত ৩০ মিনিট টানা হাঁটুন। কাছাকাছি পার্ক থাকলে ভাল, না হলে আশেপাশের এলাকাতেই হাঁটতে পারেন। তবে মনে রাখবেন কোথাও হেঁটে গেলেন আর ভাবলেন হাঁটা হয়ে গেল, তা নয়। কেবল হাঁটার জন্যই হাঁটতে হবে, তবেই কাজ হবে।

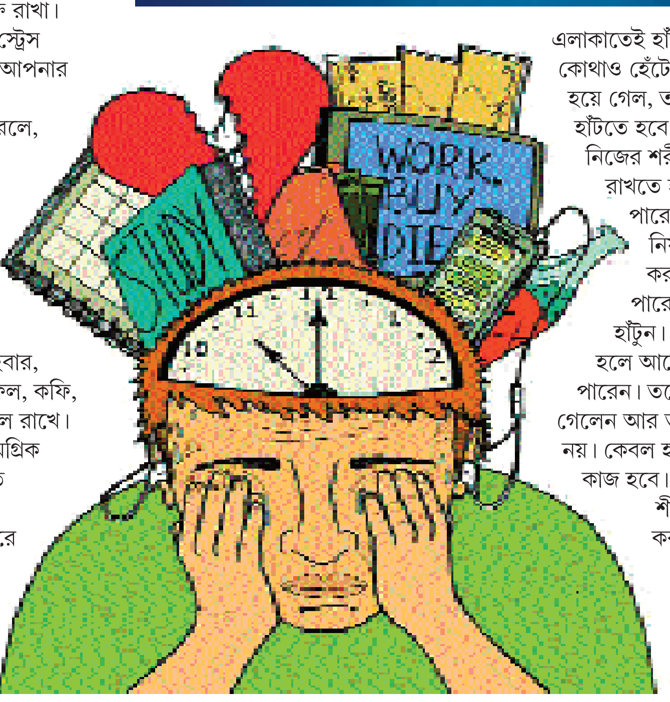

শীতেও প্রতিদিন পর্যাপ্ত জল পান করতেই হবে। জল পান করলে অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া তাঁর সঙ্গে মূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। চিকিৎসকদের মতে প্রতিদিন ৩-৪ লিটার জল পান করা উচিত।

মেট্টা, জাগৃতি ধামের উদ্যোগে ডায়াবেটিস দিবসে প্রজন্মের মিলন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেট্টা (দান) ফাউন্ডেশন এবং জাগৃতি ধাম সিনিয়র লিভিং ১৬ নভেম্বর Celebrating Life Across Generations শীর্ষক আন্তঃপ্রজন্মের এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ও শিশু দিবস ২০২৫ একসঙ্গে পালন করল। জাগৃতি ধাম, মার্লিন গ্রিনস, ইবিজা ক্লাব, ডায়মন্ড হারবার রোডে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রবীণ বাসিন্দা, টাইপ,১ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত শিশু, চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ এবং শিল্পীরা যোগ দেন। দিনভর চলেছে শেখা, সচেতনতা, আন্তরিকতার বিনিময় এবং প্রজন্মের মেলবন্ধন।

সংগঠকদের বক্তব্য, এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য ছিল প্রজন্মের মধ্যে সংযোগ দৃঢ় করা এবং ডায়াবেটিস ও সামগ্রিক সুস্থতা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে গভীরতর বোঝাপড়া তৈরি করা।

প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি রবীন্দ্র চামারিয়া বলেন, 'জাগৃতি ধামে আমরা বিশ্বাস করি;জীবনের প্রকৃত প্রাচুর্য লুকিয়ে থাকে সংযোগে। প্রজন্ম, অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির মধ্যে সেই সংযোগই জীবনের সৌন্দর্য বাড়ায়। এই উদ্যোগ সেই বিশ্বাসকেই আরও স্পষ্ট করে;দেখিয়ে দেয় যে সহমর্মিতা আর যত্নের কোনও বয়স নেই।'

ট্রাস্টি পুলক চামারিয়া বলেন, 'একটি শিশু ও একজন প্রবীণের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া প্রতিটি মুহূর্তই গভীর আবেগে ভরা। এমন অনুষ্ঠান উভয় প্রজন্মের মধ্যে সহানুভূতির বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করে এবং পরস্পরের থেকে শেখার অনুপ্রেরণা জোগায়।'

দিনের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন বিশিষ্ট ডায়াবেটোলজিস্ট দেবাশিস বসু। তাঁর Insights that Inspire বক্তৃতায় প্রবীণদের প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য-যত্ন, জীবনযাপনের ভারসাম্য এবং শিশু ও বয়স্ক;উভয়ের ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তিত পদ্ধতি নিয়ে আলোকপাত করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা নিজের নিজের অভিজ্ঞতা জানালে চিকিৎসক ও পরিবারদের মধ্যে খোলামেলা আলোচনা গড়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানের শেষে ৯২ বছরের রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী বিভা সেনগুপ্ত ও নবীন শিল্পী শর্মি রায়নন্দী ধর মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করে প্রজন্মের সেতুবন্ধনকে আরও দৃঢ় করে তোলেন। সংগঠকরা জানিয়েছেন, এই উদ্যোগকে ভবিষ্যতে বার্ষিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে তুলতে তাঁদের পরিকল্পনা চলছে।